১৯১২-১৯৩২

সুভাষচন্দ্র বসু

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো
কলিকাতা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পত্রাবলী : সুভাষচন্দ্র বসু

১৯১২-১৯৩২

প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭ জানুয়ারী ১৯৬০

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরোর পক্ষে

শ্রীশিশিরকুমার বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

মূল্য : আট টাকা

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : দেবেশ দত্ত

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

এই গ্রন্থে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলীর একটি ধারাবাহিক সঙ্কলন প্রকাশ করা হইল। ১৯১২ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ খানি পত্র কালক্রম অনুসারে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, নেতাজীর মানসলোকের ক্রমবিবর্ত্তন এই সঙ্কলনের মাধ্যমে, সামগ্রিকভাবে না হইলেও, কিছুটা প্রতিফলিত হইবে এবং ভারতের জাতীয়-সংগ্রাম ও সমাজ-চেতনার ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্রন্থটি কিছুটা সাহায্য করিবে।

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো নেতাজী ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা ও সাধনার সূচনা করিয়াছেন এবং পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ ঐ প্রচেষ্টার প্রথম ফল-স্বরূপ।

এই সংগ্রহের অধিকাংশ পত্র নেতাজীর মাতা প্রভাবতী বসু, মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু, মেজবৌদিদি বিভাবতী বসু, দেশবন্ধু-পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এবং নেতাজীর বন্ধুস্থানীয় হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত। অন্য পত্রগুলি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপাললাল সান্যাল, শ্রীহরিচরণ বাগচী, শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবীকে লিখিত। এই গ্রন্থের কিছু কিছু পত্র বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রথম সেগুলিকে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা হইল। শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত মূল ইংরাজী পত্রগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

গ্রন্থের শেষে এক সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-পরিচিতি সন্নিবেশ করার ইচ্ছা রহিল।

প্রভাবতী বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও বিভাবতী বসুকে লিখিত পত্রাবলী বিভাবতী বসুর মৃত্যুর পূর্ব্বে নেতাজীর জীবনী রচনা ও গবেষণার কার্য্যে ব্যবহারের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহার নিকট লিখিত পত্রগুলি নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরোকে দান করিয়া ও প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। হেমন্তকুমার সরকারের পত্নী শ্রীযুক্তা সুধীরা সরকার বহুদিন পূর্ব্বেই অনেকগুলি পত্র আমাদের সংগ্রহ-

শালায় পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশের শুভলগ্নে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহাদের নিকট লিখিত পত্রগুলি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। অন্য পত্রগুলির একটি সঙ্কলন নেতাজীর সহায়তায় ও শ্রীগোপাললাল সান্যালের সম্পাদনায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে "তরুণের স্বপ্ন" গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। ধন্যবাদান্তে সম্পূর্ণতার জন্য তাহা হইতে কিছু পত্র এই গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশ করা হইল।

নেতাজী তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মীদের নিকট আরও বহু পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহযোগিতা পাইলে নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো কেবল যে সেগুলি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহাই নহে, নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ও একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনার পথও প্রশস্ত হইবে। আশাকরি নেতাজীর দেশবাসী, বন্ধু ও সহকর্ম্মিবৃন্দ আমাদের সহায় হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রস্তুতির কার্য্যে বহু দিক দিয়া এবং বিশেষ করিয়া ইংরাজী পত্রগুলি অনুবাদ করিতে ডাঃ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে শ্রীজ্যোতির্ম্ময় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী প্রুফ্ সংশোধনের কার্য্যে বিশেষ সহায় হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমরা ঋণী।

প্রকাশকের ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ আমাদের কাজ সহজ করিয়াছে এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। জয় হিন্দ্!

নেতাজী রিসার্চ্চ ব্যুরো
৩৮।২, এলগিন রোড
কলিকাতা-২০
২৩শে জানুয়ারী ১৯৬০

শিশিরকুমার বসু
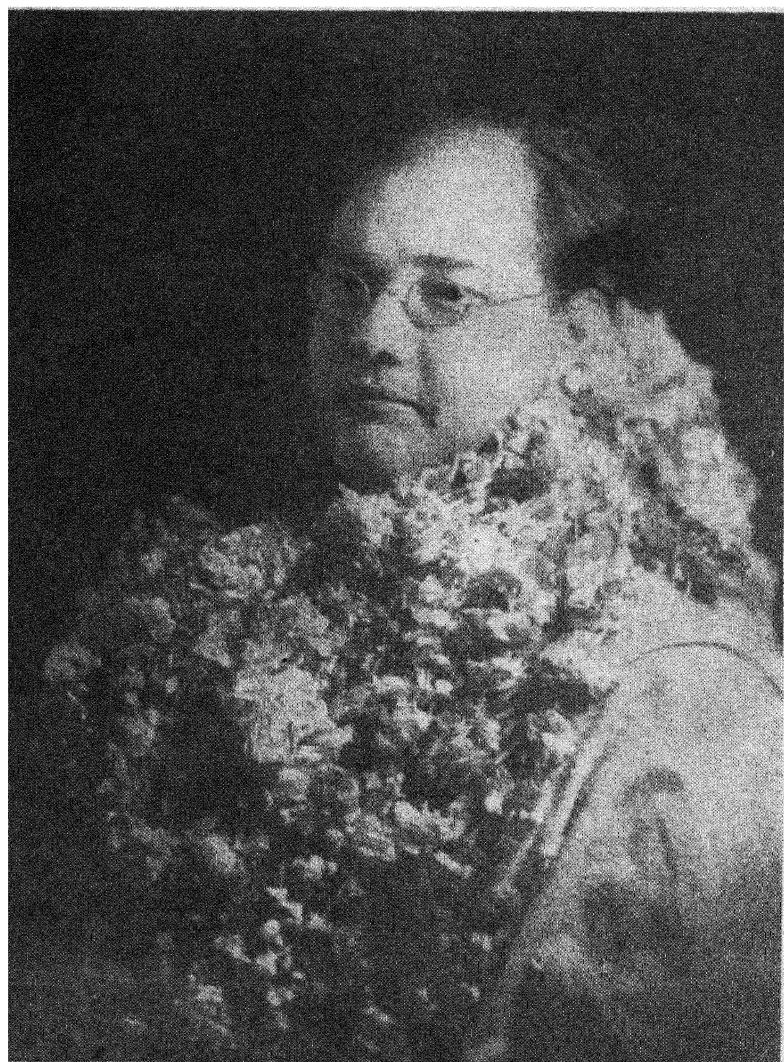
সুভাষচন্দ্র বসু [১৯২৯

প্রথম নয়খানি পত্র ১৯১২-১৩ সালে প্রভাবতী বসুকে লিখিত

১ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

আজ নবমী; সুতরাং আপনি এখন দেশে—দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন।

এ বৎসর বোধ হয় পূজা বেশী জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি—তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে! এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশী দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্ব্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্ব্বাভরণ ভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না;

এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্ব্বোপরি "শান্তি জলে"র অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্ব্বত্র বিরাজমানা, অম্বর ব্যাপিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই—কল্য রাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

পুনঃ—সারদা কেমন আছে?

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, তাহার সঙ্গে মণিঅর্ডারে ৫০৲ পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না—অবকাশ মত উত্তর করিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইস্মুটি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে। রঘুয়া আমার নিকট হইতে ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কলাইস্মুটি লইয়া গিয়াছিল। জোবরা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়া বাটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তি প্রণাম জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন। আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্য্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল ৵৹ কিংবা ১৲ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। পঞ্চি-মামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবার সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবার বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না! আমি এক মাস পূর্ব্বে মৎস্য ভিন্ন সমুদয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ হয় না? যাঁহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন। আপনাদের এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

৩ শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

গোপালীর মুখে শুনিলাম আপনি ৺কাশীধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। বাবার পত্র হইতে জানিলাম যে আল রাজা সময় মত টাকা পাঠান নাই তাই যাওয়া হয় নাই। আপনি যে প্রেস্‌-ক্রিপসনের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য তাহাতে অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘরে ২টি নীলরতনবাবুর প্রেস্‌ক্রিপসন পাইলাম কিন্তু কোন্‌টা চাই তাই বুঝতে না পারিয়া উভয়ই পাঠাইয়া দিলাম। ছোটদাদাকে বলিবেন, তিনি বাছিয়া লইবেন।

দিদির চিঠি শেষ করিয়া কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি। লিলি কোথায় এবং কেমন আছে জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি কল্য তাহা পাইয়াছি—পাইয়া যে কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার অতি সামান্য অনুরোধে তিনি যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আমার কষ্ট হয়। পত্রটি আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাখিয়া দিব।

আর অধিক কি লিখিব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল

আছি। শরৎবাবু (জামাইবাবুর ভ্রাতা) এখানে আছেন। বাড়ী ঠিক হইলে বোধ হয় চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্প চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা গিয়া তাঁহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া "শান্তিজল" ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই। আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি। আপনার পড়িতে বোধ হয় কষ্ট হইবে।

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে—জানিনা—এখনও নোটিশ বাহির হয় নাই। আর যাহা কিছু বড়দাদার মুখে শুনিবেন।

আমি ভাল আছি। যখন পুনরায় আমায় দেখিবেন তখন আমাকে এখন অপেক্ষা বলবান ও স্থূল দেখিবেন—আমি আশা করি। যদি তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়—তাহা গ্রহ-দোষ। আমি শরীরে যত যত্ন লই তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনি মনে করেন আমি ইচ্ছায় শরীর খারাপ করিতেছি। একমাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা ভাল আছি।

প্রত্যহ হারাহারি ৪৲ টাকা খরচ হইতেছে—কোন দিন ৫৲ কোনদিন ৩৲—এইরূপ। আপনার ৩০৲ টাকা শেষ হইয়াছে। জগদ্বন্ধু আমাকে বাবার ৩৭৷৷০ টাকা দিয়াছে—আমি কাজে ২ তাহা হইতে খরচ করিতেছি।

এখানে একটু শীত হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীত-কালের বিলম্ব আছে। এখনও কপি লাগান হয় নাই। ২ টাকার কপির বিচি কেনা হইয়াছে—এখন চারা হইয়াছে।

বৌদিদি মামীমা ও মেজবৌদিদি কোথায় ও কেমন আছেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইবেন। অশোক কেমন আছে—দাঁত কি সমস্ত উঠিয়াছে? এবাটীর কুশল জানিবেন। আশা করি ওখানকারও কুশল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৪

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
বৃহস্পতিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। নদাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহার কি এবার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না?

ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই

সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম। এইজন্যেই ত কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে সর্ব্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

জন্মমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারেনা আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবেনা—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাইনা। তর্ক করিতে চাইনা—কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস; আর কিছু চাহিনা। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"ভক্তিজ্ঞানায় কল্পতে"—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য—বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখা পড়া সার্থক হইবে। লেখা-পড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভগবৎ প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—

অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহিনা। ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার "দুর্গা" বা একবার "হরি" বলিলে যাহার ঘর্ম্ম, অশ্রুত্যাগ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা ত অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।

আমরা বৃথা "ধন" "ধন" বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবিনা, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজারাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা "পরীক্ষা আসিতেছে" বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিনা যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্ম্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে ২ ভোগ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানব জন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহাসত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতরেও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান্ রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।" তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে ২ সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলিকাতায় আর কতদিন থাকিবেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন। ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হইল আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র করিতেছি।

আমার হৃদয়কাননে সময়ে ২ যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে ২ অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই।

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুইবেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ

আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিভাগে দেখিলে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্ব্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন - জানিনা আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারিষ্টার কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদীতে বসিলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা "প্রকৃত মানুষ" বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানিনা। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্ব্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাঁহার পূজা এবং তাঁহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা—আমরা কার্য্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিনা। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্ব্বদাই আমাদের বন্ধু,

যিনি সর্ব্বদা, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকিনা। আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশ্যে একবিন্দু অশ্রুও ফেলিনা—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিন হৃদয়। ঠিক সেই শিক্ষা—যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়না! লোকে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে? কখনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ঃ

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

ভগবান কলিযুগে একটি নূতন স্থষ্টি করিয়াছেন— যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না। সেই নূতন —"বাবু"-স্থষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযান আছে কিন্তু আমরা ২০৷২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারিনা—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুন্ঠিত হই— আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করিনা—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না কারণ আমরা "বাবু"। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্ব্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা "বাবু" আমরা সর্ব্বত্র "বাবু" বলিয়া

পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য রূপধারীপশু। পশু অপেক্ষাও আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে— পশুদিগের তাহাও নাই। জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমাত্র কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিনা— এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারিনা—সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্ম্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে - দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে - দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়—পরচর্চ্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পর-সুখদ্বেষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে

পারা যায় ? মা, বাঙ্গালী কি কখনও মানুষ হইতে পারিবে ? আপনার কি মত ? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন ২ অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে ? একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গ সন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মানুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে পত্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপণীপালান যাত্রা করিবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবার পাগলের মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

৬ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
রবিবার

পরম পূজণীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ যুগে ২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ মানবদেহ ধারণ

করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্তে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্ত্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত—দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রুর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া

নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে—সমস্তক্ষণ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্য্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষ-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাঁহার তীরে যোগিকুল বসিয়া আছেন—কেহ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে ২ পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্য্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্ব্বল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্ট ধর্ম্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান্, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি !

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানিনা। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয় তাই লিখি—মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানিনা। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—সেদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জ্জন্ম কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয়না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখিনা। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্থ হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান্ যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে ২ বুঝিতে পারি নাই কারণ তখন ফল ধরে নাই। যখন ফল পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পারি "বাস্তবিক দয়াময় হরি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।" ভগবান্ যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন

করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিষ তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা লইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইলেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিপদগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত তাহার বিরোধী হইতে পারিনা। জগতের মঙ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভ্রাতৃকল্প ভারত সন্তানদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যারপর নাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :

"দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্য্যে আমাদের অধিকার আছে—

কার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলাম না। মামীমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদাদার খবর কি? ২।৩ মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সারদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

৭

রাঁচি
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।
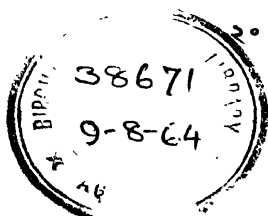
মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারত মাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্য্যবীরকুল যাঁহারা ভারত মাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেরই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মার প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না? মার প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর? না, কখনই হইতে পারে না—মা ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মার জীবন যে সন্তানের জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্ম্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম্ম! কোথায় সেই পবিত্র আর্য্য-কুল—যাঁহাদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর

কোথায় আমরা তাঁহাদেরই অধঃপতিত বংশধর! সে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামী—তাইত লোকেদের এত পাপ, এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধর্ম্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে! মা, এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদেনা, আপনার চক্ষে কি জল আসেনা? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদেনা—কখনই হইতে পারেনা। মার প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয়না!

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা! পাপে, তাপে, সর্ব্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্ম্মের নামেই যত অধর্ম্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের কি ভীষণ অবস্থা! ছি! ছি!! ছি!!! প্রাচীন কালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধর্ম্মের নাম সেইখানেই যত ভণ্ডামী এবং যত অধর্ম্ম।

হায়! হায়!! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধর্ম্মের কি অবস্থা!

মা, এ সব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলেনা? আপনার প্রাণ কি কাঁদেনা?

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনী ভারত মাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবেনা?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুঁতুল লইয়া খেলিতে থাকিব? দেশের ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আস্‌ছেনা? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া ১ আর কয়দিন দেশের এবং ধর্ম্মের এই অবস্থা দেখিব? আর বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর ন্যায় আহার নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকি—পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর ন্যায় যদি ধর্ম্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মনুষ্য জঠরে আমাদের জন্ম? পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারেনা—বা ভাবিবেনা—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে

কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে! মার জীবন ত সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দেখিবেন কত ২ মা, ভারত মাতার সেবার জন্য জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ, মীরাবাই, দুর্গাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট—সুতরাং মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—"তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক"—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিবনা—তবে এ জীবনে আর কাজ কি?

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনার
চিরস্নেহাধীন
সেবক

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

রাঁচি

রবিবার

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি— তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখিনা—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয় কথা পূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখিনা. আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি ২ অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করিনা—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আছি তিনিই ত আমাদের রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই দুঃখের এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং

মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া দিতে পারে, হায় রে মূর্খতা !

মেসো মহাশয় ৮।৯ দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী। কিছু কলিকাতায় ভাল ডাব আনাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মেজদাদা কবে ফিরিবেন ?

বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার খবর বাহির হইবে। কতদূর সত্য জানিনা—তবে শুনিয়াছি ইতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছে !

সেজ দিদিরা কি আসিবেন ?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পহুঁছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল ? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী। এখন আর বাজে কথায় পর্য্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয়না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধ্যান চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিন দিন যে আমরা যমমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, কবে আর

আমরা সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তিসুখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করিয়া টাকা, ধন-সম্পত্তি, বিষয় প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাও আমার নিকট সময়ে ১ এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকেনা। যিনি আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগবদ্দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল। পূজা, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি আমরা যাহা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা। যে একবার সেই অমৃতের খনি পাইয়াছে—সে আর সংসার-গরল পান করিতে যায় না।

তিনি আমাদের সংসার খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া "মা মা" বলিয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ মা ছেলের কাছে আসেনা। মা মনে করে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি আর কেন যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রন্দনধ্বনি মার কানে বাজে তখন মা আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসে। আমাদের বিশ্বজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলিতেছেন। ভগবানে ষোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানের চরণে দুই চার আনা মন দিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয় মধু-পানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীবন এক বিড়ম্বনা—এক অসহ্য ভার।

আপনি কি বলেন ?

তাঁকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিন্তা করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তাঁহার দর্শন লাভ করা চাই।

তাঁহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন কি ২।৩ বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাঁহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু ফলদাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাঁহার—তবে আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রমাণ জানিবেন। ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

৯ ওঁ

রাঁচি

সোমবার [১৯১৩]

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু—

মা,

আপনার পত্র কাল পাইয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। মাসিমার অসুস্থতার জন্য আমাদিগকে এখানে এতদিন বসিয়া থাকিতে হইল। এখন তিনি ভাল আছেন—আর আকাশটাও বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা কাল রওনা হইব পরশু ভোরে কলিকাতায় পহুঁছিব।

আমরা সকলে ভাল আছি।

আমি যে ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইব তাহা পরীক্ষার বহুপূর্ব্ব হইতে আশা করিয়াছিলাম এবং একরূপ স্থির রূপেই জানিতাম। ইহার কারণ আমি এর জন্য কামনা করিয়াছিলাম—কামনা করিয়াছিলাম আমার জন্য নহে কারণ আমার আবার টাকার প্রয়োজন কেন—আমি টাকাকে বড় ভয় করি কারণ টাকাই যত অনর্থের কারণ। আমার কামনাটা নিজের জন্য নহে—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—বৃত্তির একটি পয়সাও আমার জন্য ব্যয় করিবনা—সমস্তটা পরার্থে ব্যয় করিব—এবং আমি আশা করি যে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তবে এত উঁচু স্থান আমি কি করিয়া পাইলাম তাহা আমি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। পরীক্ষার পূর্ব্বে এক প্রকার পড়ি নাই বলিলে চলে—আর বহু পূর্ব্ব হইতে লেখাপড়া কম করিয়াছিলাম। আমি স্থির জানি—আমি এ স্থানের উপযুক্ত নহি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি সপ্তম হইব। আমি যদি না পড়িয়া এ স্থান পাই তবে যাহারা

লেখা পড়াকে উপাস্য দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্য প্রাণ পাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয়? তবে প্রথম হই আর লাষ্ট্ হই আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস্' পাইলে ছাত্রেরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্য্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র—জ্ঞান—কার্য্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায় ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশ প্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত অতি তুচ্ছ সামান্য জিনিষ—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহংকার করিয়া থাকে!

কটকে পড়িলে কতকগুলি সুবিধা আছে আর কলিকাতায় পড়িলেও কতকগুলি সুবিধা আছে। কোথায় পড়িব তাহা ঠিক করিতে পারি নাই—কলিকাতায় গিয়া স্থির করিব। তবে বোধ হয় প্রেসিডেন্সীতে পড়া হইবে না—কারণ আমি যাহা পড়িতে চাই—সেখানে তার সুবিধা হইবে না। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

পরবর্তী চারখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

১

কটক

২২শে আগষ্ট ১৯১১

পরম পূজনীয় মেজদাদা ঃ

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, যদিও জানি যাইবার প্রস্তুতিতে আপনি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিবেন! কিন্তু এই পত্রখানিই আপনি ভারতে থাকা কালে আমার শেষ পত্র, শুধু এই ভাবিয়াই কলম ধরিলাম।

শুধু একটি উদ্দেশ্য একটি অনুরোধ জানাইবার জন্য এই চিঠি লিখিতেছি; তাহা এই ঃ আপনি বিলাত যাত্রার পথে যে সমস্ত বিভিন্ন জিনিষ দেখিবেন আমাকে তাহার বর্ণনা দিয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করবেন এবং বৈদেশিক ও অভিনব পরিবেশে আপনার অনুভূতির আস্বাদ আমাকে দিবেন।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া যখন তীর হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইবে ও যখন বনরেখা এমনকি স্বদেশের শেষ নীল তট-রেখাটি পর্য্যন্ত একখণ্ড মেঘের ন্যায় দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তখন উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি যাহা ভেদ করিয়া আপনার তরী চলিয়াছে—উপরে নীল আকাশ ও নীচে অসীম জলরাশি—প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কোন্ বিচিত্র ভাবের উদয় হইবে? ইহা দেখিয়া কি আপনার আরভিং-এর সেই পংক্তিগুলি মনে পড়িবে,—"মনে হইতেছে যেন আমি পৃথিবীর এক অধ্যায় শেষ করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায় প্রবেশের পূর্ব্বে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছি," অথবা আপনি ওই লেখকেরই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিবেন—"ইহার দ্বারা এই চেতনা আমাদের হয় যে আমরা সুনিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা হইতে

ছিন্ন হইয়া এক সংশয়াচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছি।" বলা বাহুল্য যে কেহই দুইটির মধ্যে প্রথমটি বাছিয়া লইবেন না।

আমার মনে হয় বেশ কয়েকদিন মাটি দেখিতে না পাইয়া আবার মাটি দেখিতে পাইবেন যখন এডেনের নিকটবর্ত্তী হইবেন, কে জানে তখন কেমন লাগিবে কয়দিন অদর্শনের পর আপনি আবার মাটি দেখিবেন।

সমুদ্রে নির্ম্মল ও পরিপূর্ণ সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাইবেন। সে এক রমণীয় দৃশ্য। যাহারা কখনও সমুদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই বঞ্চিত—ইহা এমনই সুন্দর। সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া আপনি কি আমাকে আনন্দ দিবেন না? কি সুন্দর! অস্তগামী সূর্য্যের আভায় সীমাহীন সমুদ্র উদ্ভাসিত প্লাবিত; তরঙ্গ রাশির সহিত আলোকের ওঠা পড়ার খেলা! পশ্চিম দিগন্ত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে রক্ত-গোলাপের আভায় রঙিন। আবার পরক্ষণে দেখিতে পাইবেন, শান্ত পদক্ষেপে আকাশে সন্ধ্যার আগমন অর্দ্ধঘণ্টায় দিগন্ত আঁধার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শুধু ইতস্ততঃ স্বর্গীয় আলোকণিকার জ্যোতি! ইহা এত সুন্দর এমন নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পর্শী!

তারপর একটানা পক্ষকালের সমুদ্র ভ্রমণের পর আসিয়া পৌঁছিবেন আর এক পৃথিবীর কোলাহলে,—বিদেশীদের মধ্যে শ্বেত চর্ম্ম সুনীলাক্ষ বিদেশী। এই বিচিত্র পরিবেশ, পূর্ব্ব পরিবেশের তুলনায় অদ্ভুত লাগিবে না কি? অবশ্য দু-একদিনের মধ্যেই ইহা চলিয়া যাইবে।

জানিনা কি লিখিলাম; পাগলের মত যাহা খুশী। আশা করি আমার আশা ভঙ্গ করিবেন না। যদি কনিষ্ঠের পক্ষে ধৃষ্টতা না হয় তাহা হইলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি যে আপনার যাত্রা শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হউক। আমরা ভাল আছি।

ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের সুভাষ

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

প্রভাবতী বসু

১১

কটক

১৭।৯।১২

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি লণ্ডনের ঠিকানায় লেখা আমার পত্রখানি ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। আপনি কলিকাতায় থাকা কালীন আমি আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু সেই পত্রখানি আপনার হস্তগত হইয়াছিল কিনা সঠিক জানিতে পারি নাই। মাতা ঠাকুরাণীকে এডেন হইতে লেখা আপনার পত্রখানি পড়িলাম। তাহা হইতে আমার পত্রখানি আপনি পাইয়াছিলেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। লিখিবার সময় একবারও ভাবি নাই যে ইহা আপনাকে আনন্দ দিবে। তাই আপনি আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলাম। যাহা লিখিয়াছিলাম অন্তর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। হৃদয়ের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে; এবং তাহাই হইয়াছিল। যে চিন্তা হৃদয় হইতে উদ্ভূত, তাহা অতি সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় লিখিত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে আসে নাই কিন্তু প্রচুর অলঙ্কারযুক্ত তাহা অপেক্ষা ফলপ্রসূ। জানিনা কেন সে সব লিখিয়াছিলাম কিছুই মনে পড়িতেছে না। সহসা আবেগে অভিভূত হইয়া কলম ধরিয়াছিলাম জানিনা কি লিখিয়াছি; কেন লিখিয়াছি। সেই সময়ে হৃদয়ে যে চিন্তা সর্ব্বোপরি ছিল আমি শুধু তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। হয়ত রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা—কারণ তখন প্রায় মধ্য রাত্রি—এই সব বিচিত্র অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই অনুরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকিবেন; বিশেষতঃ যাঁহারা বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

তাঁহাদের অভিজ্ঞতা তীব্রতর হইয়াছিল। ইহা এমন একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত্ত যে আমার পক্ষে তাহা সহ্য করা খুবই কঠিন হইত। না থাক; যাহা অতীত, তাহার কথা তুলিয়া, আপনাকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করিতে চাই না।

সেখানে বাংলার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আপনি হয়ত অনেক কিছু পড়িবেন ও শুনিতে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে পড়িয়া ও বিদেশীরা তাঁহাকে যে সম্মান দেখাইয়াছে তাহা জানিয়া আমরা সকলে এত গৌরব অনুভব করি; যে তাহাতে সাময়িক ভাবে হইলেও আমরা বাংলা ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশান্বিত হই। আমি আত্ম অনুশোচনায় পীড়িত বোধ করি যখন ভাবি বাংলা দেশ তাঁহার প্রতিভার প্রতি কত উদাসীন ছিল; যখন ভাবি তাঁহার অমানুষিক প্রতিভাকে অস্বীকারের অন্ধকারে কতদিন আচ্ছন্ন রাখিয়া ছিল; অথচ বিদেশীরা, যাহারা বিজাতীয় ভাষা ভাষী, যাহাদের চিন্তা ও অনুভূতি কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহারাই তাঁহার প্রতিভাকে রাহুমুক্ত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা কি অদ্ভুত; আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই কবি বলিয়াছেন ঃ

"জ্ঞান হোক মহীয়ান নিজ মহিমাতে
তবু যেন শ্রদ্ধা রয় সাথে।"

আমার বিশ্বাস একদিন রবি ঠাকুরের কবিতাগুলির মর্ম্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিব।

কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছে কি? তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন বসু আছেন কি?

ইংরাজেরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথায়

পঞ্চমুখ। তাহা কি সত্য ? ভারত ও বিলাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আপনি এবার তুলনা করিতে পারিবেন।

আমরা ভালই আছি। আশা করি কুশলে আছেন। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১২

কটক

১১।১০।১২

রাত্রি ৮টা

পরম পূজনীয় মেজদাদা

আজই সন্ধ্যায় আপনার দীর্ঘপত্রখানি পাইলাম। আমার শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আপনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কিরূপে প্রকাশ করিব তাহা জানি না। ভাষা অপারগ বোধ করে; কারণ ভাষা চিন্তাকে অর্দ্ধেক প্রকাশ করে ও অর্দ্ধেক গোপন করে। মানুষ যদি ভাষাকে আরও পূর্ণতর করিতে পারিত তবে প্রকাশের পঙ্গুতা হ্রাস পাইত। বলিতে পারি না আপনার অপূর্ব্ব বর্ণনা কত সুন্দর লাগিয়াছে—কি জীবন্ত তাহার আবেদন। আপনার বর্ণিত দৃশ্যাবলী যেন আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে এবং যেন জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া উঠে কেবল তাহাই নহে স্মৃতিচারণা ও অনুপ্রেরণার

অভাবে পূর্ব্বে দৃষ্ট যে সমস্ত দৃশ্যাবলী বিস্মৃতির গভীরে সুপ্ত ছিল তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চলচ্চিত্রের ছবির মত দার্জ্জিলিং-এর অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী যেন আমার চক্ষের সম্মুখে একের পর এক ফিরিয়া আসে। পুরীর নীল সমুদ্র, যেখানে সুনীল জলরাশি উন্মাদ তরঙ্গ-মালায় বালুকা বেলায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তাহাদের উপর যেন মাঝে মাঝে শুভ্রতার স্পর্শ, নীল আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া আকাশের সঙ্গ কামনা করিতেছে—যেন আমার নয়ন সম্মুখে শিলাকীর্ণ, নগ্ন নারাজ পর্ব্বত বিশাল মহানদার তীরে মহীয়ান উচ্চতায় বিরাজ-মান। ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক গুহাবলী – যাহা সব আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি এখন আমার মানসপটে ক্রীড়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমার চক্ষের সম্মুখে "Happy Snow-don" চিত্রখানি রহিয়াছে। ইহা কি অপূর্ব্ব। আকাশে ক্রীড়াশীল চঞ্চল রং-এর মেলা, তুষারমৌলী পর্ব্বতশিখরে প্রতিফলিত নিম্নে সুশীতল হ্রদের জলরাশিতেও যেন সেই সুমহান বর্ণনাবলীর প্রতিফলন। পর্ব্বতের তুষারশীর্ষে উজ্জ্বল, রক্তাভ ছটা। এই সবকিছু যেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হেমকূট পর্ব্বতের ছবি অথবা গ্রীক দেব-দেবীদের বাসভূমি মাউণ্ট অলিম্পাস।

জানি না কেন এই সব আবোল তাবোল লিখিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতেছি। কিন্তু কি যেন ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। জানি না হয়ত আপনার পক্ষে ইচ্ছা ক্লান্তিকর হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আপনি সুনির্ব্বাচিত চিত্রাবলী সম্বলিত পোষ্ট কার্ডের প্যাকেট পাঠাইয়াছেন। আপনার নির্ব্বাচন অনবদ্য। এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর সঙ্কলন দুর্ল্লভ রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক। মাতাঠাকুরাণী যখন সর্ব্বোৎকৃষ্টখানি নির্ব্বাচন করিতে

বলিয়াছিলেন তখন আমি বলিয়াছিলাম যে সবগুলিই অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। চিত্রগুলি এতই সুন্দর যে হয়ত সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলিতে পারে। সত্যানুগ না হইলেও তাহা মনোমুগ্ধকর। আমরা চিত্রগুলি সাতিশয় উপভোগ করিয়াছি। কয়েকখানি আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছি।

আপনার বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে যদি চিত্রকলার কিছু জানিতাম তবে নিজের মনে ছবিগুলি ধরিয়া রাখার জন্য এবং আত্ম-তৃপ্তির জন্য আঁকিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু উক্তকলায় আমি অনভিজ্ঞ, তাই মানসপটে বিধৃত চিত্রাবলী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আমি সহজেই কল্পনা করিতে পারি, আপনার মনের অবস্থা বোম্বাই হইতে সুয়েজ যাইবার সময় কিরূপ হইয়াছিল। সুনীল জলধি ও নীল আকাশের নিরবচ্ছিন্নতা হইতে জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ কামনায় হৃদয় কাতর। আমি একমাসের অধিক কলিকাতায় এক-যোগে থাকিতে চাহি না। কারণ হাস্যময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কামনায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য দুর্লভ মুহূর্ত্তে অনুপ্রেরণা দিবার জন্য প্রকৃতি না থাকিলে—আমার মনে হয় মানুষ সুখী হইতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গ ও শিক্ষা না পাইলে, জীবন মরুলোকে নির্ব্বাসনের মত, সকল রস ও অনুপ্রেরণা হারায়। জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল দিক ম্লান হইয়া যায়। আপনি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনার অচিন্ত্য বর্ণনাগুলির জন্য আপনাকে বারংবার ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া, আমি আর কি বা করিতে পারি।

আশা করি এতদিনে আপনাকে লণ্ডনে লেখা চিঠিগুলি পাইয়াছেন।

১৬।১০।১২

আজ ডাক যাইবার দিন; আজই এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হইবে। গত সোমবার আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি। জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে ক্যাপ্টেন ও মিসেস ওয়েব্যাণ্ডের কাছাকাছি আপনি আছেন; ও তাঁহাদের সহিত প্রায়ই দেখাশুনা হয়।

এখন লণ্ডনে কখন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয়? এখন কি পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছে? লণ্ডনের কুয়াসার অভিজ্ঞতা হইল কি? শীত ত আসিল।

আপনার পুরাতন বন্ধু সুধীর রায়ের সহিত দেখা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মার্শাই হইতে লণ্ডন যাওয়ার পথে প্যারিসে আসিয়াছিলেন কি?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যস্ত থাকিলে আমাকে আলাদা পত্র দিবার জন্য কষ্ট করিবেন না। তাহাই আবার বলিতেছি—আপনাকে কত পত্র লিখিতে হয় ও হাতে কত অল্প সময়।

আপনার দীর্ঘপত্রখানি মেজ জামাইবাবুকে পাঠাইতেছি ও তাঁহার পড়া হইলে সেজ জামাইবাবুকে পাঠাইতে বলিয়াছি। কিন্তু আমাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

স্কুল বন্ধ। আমাদের ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দীর্ঘ অবকাশ। নাদু, রাঙ্গামামাবাবু ও আমি ছুটিতে এখানেই থাকিব। অন্য সকলে কলিকাতায়। নদাদা এখানে আসিয়াছেন। বাবা ও মা ওখানে ভালই আছেন।

আমার মনে হয় এই পত্রখানি কলিকাতায় জি. পি. ও. তে

মাতাঠাকুরাণীর পত্রের সঙ্গী হইবে। বিলম্ব হইলেও আমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

যথাযোগ্য জানিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩

কটক

৮।১।১৩

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আর একটি বৎসর শেষ হইল। উন্নতি বা অবনতি যাহাই হইয়া থাকুক ৺ভগবানের নিকট ঐই বারোটি মাসের জন্য আমাদের দায়ী হইতে হইবে।

আমার গত বৎসরের কার্য্যাবলী চিন্তা করিলে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলিয়া থাকিতে পারি না। টেনিসন্ বলিষ্ঠ আশাবাদী এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জগৎ উত্তরোত্তর প্রগতি পথে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা কি সত্য? আমরা কি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি? আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, ভারতবর্ষ কি প্রগতির পথে চলিতেছে? আমার মনে হয় না। হয়ত অশুভ হইতে শুভের উদ্ভব হয়। হয়ত ভারত পাপের পঙ্কিল পথের মধ্য দিয়া শান্তি ও প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বিচার বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দ্বারা যতদূর দেখা যায়—সবই অন্ধকার—গভীর অন্ধকার কেবল একনিষ্ঠ কর্ম্মী

অথবা উচ্চমনা দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখানে সেখানে ক্ষীণতম আশার আলোক। কখনো সেই আলোক রেখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, কখনো বা তমসা ঘনীভূত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ঝটিকা বিক্ষুব্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়। ইংল্যাণ্ড বিশেষতঃ সমগ্র ইউরোপ হয়ত প্রগতির পথে। ধর্ম্মের তারকা ইউরোপের আকাশে উদীয়মান, কিন্তু ভারতের আকাশে অস্তাচলগামী। ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে? কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন। কোথায় সেই মহর্ষি, মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, যাঁহারা জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহাদের অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব? তাঁহাদের অনমনীয় ব্রহ্মচর্য্য? তাঁহাদের ভগবৎ উপলব্ধি? তাঁহাদের পরমাত্মার সহিত একাত্মবোধ?— আমরা শুধু যাহা মুখেই উচ্চারণ করি। সবই গিয়াছে। বেদমন্ত্র স্তব্ধ। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তীরে আর সামবেদের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে না। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে। আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান করুণাময়। পাপ, অধর্ম্ম, অসাধুতা ও সর্ব্ব-প্রকার মলিনতা হইতে তিনি আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। তিনিই সেই আকর্ষণী শক্তি, যাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সব কিছু আবর্ত্তন করিতেছে এবং যাহার দিকে সকল সৃষ্টি ধাবিত হইতেছে। আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। পথ বিপৎসঙ্কুল ও কণ্টকাস্তীর্ণ

হইতে পারে—যাত্রা ক্লেশকর হইতে পারে তথাপি চলিতেই হইবে। অবশেষে তাঁহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে হইবে। সেই দিন দূর হইতে পারে তবুও আসিবে। ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার কাছে আর সবই হতাশা। আমরা কি অনুভব করি না যে তিনি সর্ব্বদা আমাদের চুম্বকের শক্তিতে উপরের দিকে টানিতেছেন? আমার মনে হয় করি। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির রূপ তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য। নয় কি? তারার ভাষায় তিনি তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি যে অনন্ত, অনন্ত আকাশ মানুষকে সে কথাই স্মরণ করাইতেছে। তিনি কি তাঁহার ভালবাসা উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদের প্রাণে ভালবাসা দেন নাই? হায়! তিনি করুণাময় আর আমরা পাপিষ্ঠ।

•মেজদাদা, জানি না কেন এইভাবে এই সব লিখিতেছি। আমি দেখিয়াছি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ভাব লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। সম্ভবত ইহা সেইরূপ একটি মুহূর্ত্ত।

গত ডাকে আপনার পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম, যে দেশান্তরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে এক দূরত্বের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আপনার এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিখানি সেই অনুভূতি ঘুচাইয়া দিয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় (বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক সম্বলপুর জিলা স্কুল) বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতে চাই। আমরা ইংলণ্ড হইতে তাঁহার আবক্ষ মূর্ত্তি করাইতে চাই। যদি এক পাউণ্ডে হয় তবে অল্প ব্যয়ে হইল বলিতে হইবে। ভাড়া কত লাগিবে বলিয়া আপনার মনে হয়, ইংলণ্ড হইতে সরাসরি আনাইতে ৩৫ বা ৪০ টাকায় কি যথেষ্ট হইবে?

এখন আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা চলিতেছে। ভালই হইতেছে।

আমরা ভাল আছি। আশা করি কুশলে আছেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের সুভাষ

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পরবর্ত্তী একচল্লিশখানা পত্র হেমন্তকুমার সরকারকে লিখিত

১৪

বৃহস্পতিবার
বৈকাল
19-6-14

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। সত্যেন মামা ও একটী পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তারা একটু আশ্চর্য্য হইল। ভিতরে পিসা মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এই মাত্র বলিলেন—"আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।" আমি মনে ২ হাসিতে লাগিলাম। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলেন তখন আমার মনে হইতেছিল শুভ্রজ্যোৎস্না মধ্যবর্ত্তী সেই কচি মুখখানি যাহার জন্য

সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু শরীর মন পারে নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন আমি ধীরে ২ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম—তখন তিনি বোধ হয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম—টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে তোমার কথা তাঁদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন একখানা চিঠি দাও নাই কেন।

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাবা passive কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ করান হয় না একজন পুলিশ কর্ম্মচারী relative বারণ করিয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইব—তাই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত) চলিলেন আমার অনুসন্ধানে—বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁহুছিয়াছে—তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন। "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা।"

বেলুড় খোঁজ করা হইয়াছিল -- হরিদ্বার Ramkrishna Mission -এ wire করা হইয়াছিল—negative reply। Howrah-র একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯।২০ দিনের ভিতর—ভাল আছে—একলা নাই—সঙ্গে দুজন আছে—উত্তর পশ্চিমে 'ব' দিয়া কোন স্থানে আছে—তখন বোধ হয় বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন Centrary influence-এর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেনা—সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি। তিনি কচুপোড়া জানেন।

সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব favourable. সত্যেন বলেন most obdt হও-তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ reasonable. তিনি বলেন boldly বলে কয়ে—talk the matter over and then be a Sannyasin কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে ?

দুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া—সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে ২ আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত discussion-এ what he wanted to drive at was— (১) সংসারে থেকে ধর্ম্ম হয় কিনা, (২) ত্যাগের জন্য Preparation দরকার—(৩) কর্ত্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক—আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়—(২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা অনেক নির্ভর করে—সকলের জন্য বেশী ঘসা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে। (৩) কর্ত্তব্যটা relative—higher call এলে lower calls ভেসে যায়— জ্ঞান এলে কর্ম্মনাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্বৈতজ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা"—একটী Theory কিনা—বলিলাম যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ Theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাহারা একথা বলে গেছেন তাহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরা realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন "কারা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি ?" বলিলাম—"ঋষিরা" প্রমাণ "বেদাহমিতি" এই বলিয়া শ্লোকটা quote করিলাম। তারপর বলিলেন "এক সময়ে

কলিকাতা মহর্ষি দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেব ছিলেন—যে যে রকম পেরেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন। আমি বলিলাম বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal।

শেষে বলিলেন আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে তখন আমরা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে actively oppose করি নাই—Passively I have won the victory. এখন তিনি জোর করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। এবং next time চলিয়া গেলে বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি!

মা fanatic, বলেন—আর যদি ও যায় আমি আর থাকিবনা—সঙ্গে ২ যাইব আর বাড়ীতে ফিরিবনা। তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে।

তোমার—

বেণীবাবুর বিষয় সকলের ভাল ধারণা—এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। বেণীবাবু বেশী কিছু বলেন নাই—সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন এবং আমার কৃচ্ছ্রসাধনে তোমাকে মোটেই জড়িত করেন নাই। এখানে আবার মানুষটাকে জানা যায়।

21-6-14

বড় callous হইয়া গিয়াছি—বাস্তবিক এমন Stone hearted কেন হইলাম জানিনা। আমি বাপ-মার জন্য মোটেই feel করি না—তাঁরা কাঁদিলেন আমি হাঁসিলাম কি করিব—এ সত্য কথা হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নাই—থাকিত যদি তাহা হইলে তোমায় বাসিয়া ধন্য হইতাম।

বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল—তিনি ৩টা উপদেশ দিলেন—এবং বলিলেন মাথা সারিলে অন্যান্য কথা আলোচনা করিবেন। তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসার ধর্ম্মী করা—আমি আজ কিছু বলিলাম না—passive silence implying non-submission. পরে ইচ্ছা হয় তাঁকে পুনরায় আরও খুলিয়া বলিব। মাকে বোঝান যায় না—মা আমার উপর অসন্তুষ্ট—মনে করেন যে আমি তাঁকে তৃণ জ্ঞান করি।··

সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও স্বার্থহীন ভালবাসা বলিয়া মনে করে বলে "অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ পারাবার"। সোনা আমি কিন্তু মাতৃস্নেহকে অত উচ্চ স্থান দিই না বেণীবাবু হয়ত জীবনে অন্য কোন প্রেমের সংস্পর্শে আসেন নাই তাই তাঁহার সেরূপ ধারণা। মাতৃস্নেহ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন? জানিনা যাহা হউক মা যতক্ষণ পথের একটী বালকের সঙ্গে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন করিয়াছেন বলিয়া মমতা হয়।....

আমি কিন্তু এ জীবনে যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি—আমি যে প্রেম সাগরে ভাসিতেছি—তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোষ্পদ সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে একমাত্র মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া পায় তাই

তারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নিজের পালিত জিনিষে সকলের ভালবাসা জন্মিতে পারে—তাতে বাহাদুরী কি ? কিন্তু পথের একটী লোককে যে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে—তাহার হৃদয় কত মহান্—তাহার ভালবাসা কত উচ্চ ! বুঝলেও একথা কেহ বুঝিবেনা।

আমি কি ভুল বুঝিয়াছি ?

১৬

৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
১৮।৭।১৪
শনিবার বেলা ১১টা

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম। কালকার পত্রে বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবেন। তুমি আবার এসো—কারণ এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে দেখা করিবার তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি না, রবিবারে যখন ইচ্ছা এসো—He is always a personality সে শারীরিক উপস্থিত না থাকিলে তার invisible presence সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্ব্বদা আমাকে ভালর দিকে লইয়া যাইতেছে।

সেবা Soul-এর দ্বারা হচ্ছে—অদৃশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে। তুমি কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই ? তুমি বেশী কষ্ট করিও না,—তোমার সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে তার মঙ্গলময় ইচ্ছা সে সেবা তার ভালবাসা—আর কি লিখিব—তুমি বুঝিতেছ, আমি বেশ আছি, কাল

minimum সকালে 97 হইয়াছিল এবং রাত্রে maximum 100·2, আজ minimum 97·4, আমি ভাল আছি, তুমি চিন্তিত হইও না কথা সাক্ষাতে হবে। রবিবারে সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতে পার—কার সাধ্য কিছু করে—তুমি একলা আসিলে বোধ হয় ভাল হয়।

১৭

কলিকাতা
শুক্রবার রাত্রি
৩. ১০. ১৪

সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এটি দিলে দেবার আর কিছু বাকি থাকেনা। যাকে এই দান করা হয় তার কি কম সৌভাগ্য। তার মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আর কে আছে? কিন্তু যে ঐ দান ফিরিয়ে না দিতে পারে তার মত—আর কে আছে? ফল কি? ফল—উভয়ের শান্তি।

* * *

মনে পড়ে একটী চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী, আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তার সম্মুখে একটী বালক—বালক হইতেও বালপ্রকৃতি—আধ ২ স্বরে কাঁদিতেছে এবং কাকে যেন ডেকে ২ বলিতেছে—“মা এই নাও—তোমার ভাল এই, নাও মন্দ। এই

তোমার পাপ এই তোমার পুণ্য।" করালমুখী ভীষণদংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়—সব গ্রাস করিতে চায় – তাই ভালও চাই মন্দও চাই —পুণ্যও চাই—পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শান্তি নাই—মা-ও ছাড়িবে না।

*   *   *

বড় কষ্ট—মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না—তাই কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে—"এই নাও—এই নাও।" দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল—গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় জুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই—যেখানে ভীষণ কণ্টকযন্ত্রণা দিতেছিল—তার চিহ্নও নাই—সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল—বালক উঠিল—আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। বালকটি রামকৃষ্ণ।

১৮

27-3-15

বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বর্দ্ধমান মহারাজার বাটী ঠিক হয়েছে। বিলাসিতার মধ্যে এবং বাড়ীর বন্ধনের ভিতরে থাকিতে খুব কষ্ট বোধ হইলেও থাকিব। সেখানে খুব extensive study করিব। আমার study চার ভাগে বিভক্ত করিব—

(১) Study of man and mans history.

(২) General Study of the Sciences first Principles.

(৩) The Problem of truth—the Goal of human Progress অর্থাৎ Philosophy.

(৪) The Greatness of the world.

এ ছাড়া মনে করিতেছি—কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উল্টা—পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাড় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি।

B. A. তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব। এই রকম ইচ্ছা। তারপর সংস্কৃত লইব কি Economics লইব এখন ঠিক করিতে পারিতেছি না—economics এর একটা জ্ঞান না থাকিলে modern world এ live করা যায়না। সংস্কৃত নিজে নিজে পড়া যায়। এখন কথা হচ্ছে economics College এ—যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক্ শীঘ্র এ বিষয়ে ঠিক করে ফেলিব। তুমি সুস্থ থাকিলে জার্ম্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এবং Step by Step কি রকম ভাবে Proceed করিব—তাহা স্থির করিবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া দরকার।

শরীরের দিক দিয়ে প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতায় পড়িবনা। কলিকাতায় পড়িবার একটা সুবিধা এই যে ভাল Professor আছে। কটকে পড়িবার সুবিধা এই যে Climate ভাল—কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ influence আছে—Public এর মধ্যে; অন্ততঃ যতদিন বাবা বেঁচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে Prospectus এর জন্য লিখেছি, Kurseong থেকে ফিরে এসে যদি দরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ করিতে পারি। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে

আমার ধারগুলি তোমায় শোধ দিতে হইবে—প্রথমত কিছু কিছু সাহায্য করিবে—কারণ আর tution করিবার সুবিধা হইবেনা দত্তগুপ্তকেও কিছু দিতে হইবে।

১৯

কটক

৩।৪।১৫

শনিবার

আমার পত্র দুইখানি পেয়ে থাকিবে। পরশু এবং কাল এক খুব important ঘটনা হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা অসম্ভব। তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় নিতান্তই অনুরোধ করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বলিতে। এক মাসের মধ্যে যখন কলিকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বলিব। একটা খুব সুন্দর reconciliation হয়ে গেছে—গিরীশদা অনেকটা mediator গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন, I thought the relation to be undesirable but not unhealthy. তিনি বলিলেন Purity সম্বন্ধে একতিলও সন্দিহান কখনও আমি হই নাই। তবে তোমাদের exclusiveness এর জন্য এবং সকলের নিকট হইতে Complaint পাইবার জন্য আমি খুব ব্যথিত হইয়াছিলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য কিরূপ ভাবে কষ্ট দিন দিন Grow করেছিল তাই বলিলেন—আমি যাহা কিছু বলিবার বলিলাম। গিরীশদার বিশ্বাস এবং তাঁহার

চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিলেন বাঙ্গাল যদি কিছু সন্দেহ করে থাকে, I will call him a liar to his face. যাহা হউক এখন all's well that ends well করিয়া ফেরা যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং পরে এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা realise করি নাই, আমাদের একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার কত effect.

সুরেশদা বলিলেন, তোদের public এর মধ্যে সমানভাবে মিশিতে হইবে, যাহাতে কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে।

২০

18-7-15

আচ্ছা মানুষের পক্ষে কি কোন absolute সত্য লাভ করা সম্ভব? প্রত্যেকে একটা relative সত্যকে নিয়ে তাহার নিজের জীবনে absolute সত্যতে পরিণত করে এবং তাহার মাপকাঠিতে জীবনের সুখ দুঃখ ভালমন্দ বিচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক life এর individual philosophy তে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাহার বিরুদ্ধে বলিতে কাহারও কোন অধিকার নাই—তবে কথা হচ্ছে—এই philosophyর basis যেন sincere and true হয়—এবং Spencer এর যা Theory—"he is free to think and act so long as he does not infringe the equal freedom of any other individual."

* * *

আগে intellectual preparation টা দরকার। তারপর কাজ ও চিন্তা একভাবে চলিবে—শেষে কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া। প্রথমাবস্থায় ২।১টী make-shift activities চাই—না হইলে কর্ম্মের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখ জীবনের দুইটী দিক আছে—intellect and character দেশকে শুধু নিজের উদার চরিত্র দিলে হইবে না—একটা intellectual ideal দেওয়া চাই।

* * *

It will not do to know something of everything but to organise them into a systematic whole—and to know everything of something. Simple assimilation will not do—but creative genius is neccssary.

আমার intellectual career এর একটা আভাস তোমায় দিব। আভাস মাত্র এখন মনে ভাসে। Ideaটা বড় grand—আমার জীবনে কার্য্যে পরিণত হইবে কি না বলিতে পারি না—তবে না হইলেও যদি বাস্তবিক idea টা ভাল হয় তাহা হইলে আর কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে।

২১

27-7-15

আমার এখন কোন বিশেষ কাজ নাই—কেবল Famine Relief fund এর। আপাততঃ আর সব বন্ধ।

29-7-15

এখন কাজ বিশেষ কিছু করি না। Poor-fund-debating—magazine এখন আরম্ভ হয় নাই। Coaching এক সপ্তাহ হইল—আর করিনা। পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তবে auxiliary থাকিব—অভাব বা দরকার হইলে পড়াব। College famine fund এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।

ইচ্ছা আমি relief এ যাই—তাহাতে Practical experience হইবে। আর famine-এর experience সব সময় হয় না। Emotions এর দিক দিয়ে দেখিলে আমার যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে—তবে reasoning এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই—

(১) শরীর খারাপ হইতে পারে, কারণ না খাটিয়া থাকিতে পারিব না।

(২) College এর Relief Committeeর কাজ বাদ পড়ে যায়।

(৩) গেলে আমার বোধ হয় College organisation থেকে যাওয়া ভাল—কারণ তাহাতে লিপ্ত হয়েছি।

ভাবিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সম্ভব না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

তবে জগৎটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটাকে কিন্তু দমন করিতে হইবে।

২৩

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

৩১।৮।১৫

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি তাহাতে আমার attitude indirect ভাবে প্রকাশ করেছি—I have described it as supreme and sublime indifference. আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি but my sublime self consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্ব্বলতা কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্ব্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকেনা—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self consciousness of one imbued with an idea.

যাক আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই—

(1) Embodiment of the past

(2) Product of the present

(3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisation and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea ?

*　　　*　　　*

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the Past. The future will dawn upon us in all its glory.

কেমন আছিস সে সম্বন্ধে লিখিসনি কেন ? শীঘ্র পত্রের উত্তরে জানাবি কেমন আছিস ?

তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে—কবে দেখা হইবে ?

16-9-15

তোমার পত্র পেলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, "যখন Philosophy কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেনা—যখন দর্শন ক্রমবর্দ্ধমান—একজন আসে এককথা বলে যায়—আর একজন আসে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তার চেয়ে বড় কথা বলে যায়—এই রকম ভাবে দর্শনের গতি ; তখন দর্শনে এবং দার্শনিক চিন্তায় কাজ কি ? যখন হিগেলের দর্শন জগতে প্রচারিত হইল, তখন সকলে ভাবিল বুঝি এর উপরে আর কোন কথা কেহ বলিবে না—এটা বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু জগৎ হতভাগা। দর্শনের গতি হিগেলকে ছাড়িয়া চলিয়াছে। তথাপি বাঁচিতে গেলে ও সব প্রশ্ন আসিবেই আসিবে। ফুল ফুটিলে যেমন গন্ধ আপনি আপনি আসে (তার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই) সেই রকম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যাকুল জিজ্ঞাসা আসে।

দর্শন পড়ে লাভ কি ? লাভ এই—নিজের প্রশ্ন—নিজের সন্দেহ ফিরে পাও।....দশটা লোকে কি ভাবে ভেবে গেছে—তা পাও। তার থেকে নিজের চিন্তা প্রণালী সংযত ও চালিত করিতে পার।

পাগল না হলে কেহ বড় হইতে পারেনা। কিন্তু, সকল পাগল বড় হয় না। All mad men do not become great men of genius. কেন ? শুধু পাগল হইলে চলে না। আরও কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্মসংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে (then and only then) জীবনটাকে একটা Constructive basis এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। Emotion

বা আবেগ সংযম করে—দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান কিন্তু ভাবিতে চায় না—অনেকে ভাবিতে জানে না।—

* * *

....চিন্তার প্রণালী একবার জানিতে পারিলে কোন ভয় নাই—একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব শক্ত হইলেও অসম্ভব নয়। আমি সেই জন্য বিশ্বাস করি—আমার ব্যাকুলতা—জিজ্ঞাসা—সন্দেহ—এসব will not end in nothing but will bring me something positive.—এবার তোমারও সেই আশা আছে।

If there is an ideal—it can be realised—ইহা আমার বিশ্বাস—for example, if perfection be the ideal, man can become perfect otherwise, there is no such ideal as perfection.

যাক্ আদর্শ যাহাই হউক না—it can be realised—এই ভিত্তির উপর আমার life-philosophy প্রতিষ্ঠিত।

ব্যস্ত হইলে চলিবে না—। যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে—সে প্রশ্ন কি একদিনে মীমাংসা হইবে !....

* * *

তবে জীবনের একটী fundamental principle ঠিক না করিলে কাহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব—বা কি লইয়া চলিব ?

Kant এর Philosophy কি রকম জান ? একটা কথা মেনে নেয়—সেটাকে analyse করে—তন্ন তন্ন করে criticise করে তার পরে সেটাকে ত্যাগ করে—এবং ত্যাগ করে মহত্তর সত্যে উপস্থিত

হয়। তারপর সেটাও analyse করে তন্ন তন্ন করে criticise করে—এবং **মহত্তম** সত্যে উপনীত হয়।

জীবন সেই রকম। নিজের বর্ত্তমান জীবনকর্ম্ম—সমস্ত harmonise করিবার জন্য একটা philosophy যে রকম করে হউক গঠন কর। তার পরে ঐ অনুসারে জীবন চালাও—এদিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গো এবং গড়—destroy and construct. Life progresses through continual construction and destruction. একটা গড় সেটা ভাঙ্গো—আর একটা গড়—সেটা ভাঙ্গো—গড় and so on....

Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life.

বেশী আবেগ আসিলে—reason—critical power, analytic and synthetic power কমিয়া যায়। কারণ শুধু cool moments এ এসব ঠিক ঠিক চালান যায়।....

20-9-15

শরীরের যে রকম অবস্থা—তাহাতে জীবনে বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি বড় ঠিক "Iron nerves and a well intelligent brain and the whole world is at your feet."

Change এ গিয়ে যদি শরীর একেবারে ভাল হয় তাহা হইলে বুঝিবে—জীবন ধারণে লাভ আছে।

26-9-15

Lodgeটা পড়িলাম। Jesuit movement এর সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবার কারণ ঠিক বুঝিলাম না।....

উক্ত সম্প্রদায়ের ভালমন্দ দুই পক্ষই আছে। ভালটা এখনকার কালেও বেশ ভাল চলিবে। কিন্তু মন্দটা বাস্তবিক মন্দ ছিল না—সে যুগের পক্ষে ভালই ছিল—তবে এ যুগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবেনা।

কারণ কি? মানুষের "স্বাধীনতার" ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা মানে লোকে বুঝিত—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—সন্ন্যাস—কাম, লোভ ইত্যাদির হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিতরে—রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তি—এ স্বাধীনতাও ছিল। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারিত—শাসন প্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। পাশ্চাত্য জগৎ কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা (problem) সমাধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের ভিতরে individualism এর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সমাজ ও শাসক মণ্ডলীর সহিত ব্যক্তির কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত—সে বিষয়ে তাহারা মাথা ঘামাইতেছে।

এই সংঘর্ষের ফলে adjustment of mutual rights এর প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি, সমাজের ভিতরে বা State এর ভিতরে প্রত্যেকের কিছু কিছু right আছে—তাহার অপব্যবহার না করা বা অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত সে স্বাধীন। সকলে বুঝিতেছে—তাহার মনুষ্যত্ব আছে—দাবী আছে voice আছে।

আমরা এই democratic যুগে democratic প্রভাবের মধ্যে জন্মিয়াছি। সুতরাং ঐ স্থানে আঘাত করিলে এই যুগে কিছু করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু individualism যে organisation এর পক্ষে ক্ষতিকর? এর উপায় কি? আবার সামঞ্জস্য। উপায় আছে—ভয় নাই। জার্ম্মানি অনেকটা তাহার মীমাংসা করিতেছে। শান্তির সময়ে সকলে নিজ ২ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে—(সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে State এর কোনও হাত নাই)—যেই ডাক আসিল—অমনি সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্রে নতশিরে উপস্থিত। সব সমবায়ের পক্ষে এই নিয়ম; সাধারণতঃ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য—সকলের একটা voice আছে।....

Autocracy [র] ফলে, উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের বড় ক্ষতি হয়। Council এ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে যাহার জ্ঞান বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অধিক—তাহার কথার মূল্য বেশী হইবে—এবং তাহার কথা লোকে• বেশী শুনিবে। তবে তাহার কথা বা উপদেশ সকলে গ্রহণ করিবে—for their intrinsic worth and not because if coming from him.

Organisation এর এইরূপ মাপকাঠি হইলে Jesuit সম্প্রদায়কে criticise করা শক্ত নহে। এখন সৌসাদৃশ্য দেখা যাক্।

১। Protestantism—Western civilisation and western influence.

২। Counter reformation—Indian renaissance in national and spiritual life.

৩। Loyola—began as a man of action ended life as a religious man

৪। Paris—   !

৫। Church—religious and Country.

৬। Chastity—poverty and obedience (absolute)

৭। General—the absolute Commander

৮। Relief from ordinary duties of life.

*   *   *

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও সমবায়ের ইতিহাস একই রকম।

এদের motto মোটামুটি মন্দ নয়। Chastity and poverty এটা অবশ্য চাই। তার পর obedience এর কথা পূর্ব্বে বলেছি। এযুগে যে রকম চায়—সে রকমটি হওয়া চাই এবং করা চাই। এইটুকু বাদ দিলে বর্ত্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বেশ একটা মিল আছে। এর প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

মঙ্গলবার

তোমার চিঠি কাল পেলাম। শরীর এক রকম ভাল আছে। কোথায় যাব ঠিক নাই—বোধ হয় কার্শিয়াং-এ। কারণ বাবারও সেখানে যাইবার কথা। বাবার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল তবে সারিতে বিলম্ব লাগিবে। কাজ ছেড়ে দিলে ভাল হয় কিন্তু সংসার চলে না—এই মুস্কিল।....

অধিক কি।

২৬

26-9-15

নৈরাশ্যের ছায়া মধ্যে ২ আসিলেও বিদ্যুৎ আলোকের প্রকাশ আপনা আপনি জেগে উঠে। কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? সেই আলোকই আবারজীবনকে মধুময় করিয়া তুলে—আবার দেখি—Life is worth living.

২৭

3-10-15

শনিবার—

একদিকে··· ব্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে, অপর দিকে পাশ্চাত্য আদর্শ—Life is activity। এক দিকে Silent and peaceful life of an introspective....Jogi who has realised the futility of the world. অপর দিকে পাশ্চাত্যদের প্রকাণ্ড laboratory তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন তাহাদের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত অদ্ভুত জ্ঞানরাশি। তখন ইচ্ছা করে তাহাদের দেশে গিয়ে ১০।১২ বৎসর ধরে জ্ঞানার্জ্জনে মজে যাই, যে কিছু লাভ করিয়াছে—সেই ত দান করিতে পারে। তখন মনে হয় একবার—তাদের কর্ম্মের স্রোতে ঝাঁপ দিই—তারপর দেখি—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই স্রোতকে চালিত করিতে পারি কি না।····

19-10-15

Mr. Sentimentalist

তোমার পত্র কাল পেয়েছি। আমার ওজন এখন ১মণ ২১½ সের—আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছি—কারণ কটকে আমি ছিলাম ১ মণ ১৬½ সের, যাহা হউক, এখানে একমাস থাকিলে আরও ৫ সের বাড়িতে পারিব আশা করি।

এখানে আসা অবধি সব রকমে ভাল আছি। আমার তাই পাহাড় বড় ভাল লাগে। মধ্যে ২ বৃষ্টির দরুণ একটু রসভঙ্গ হয়—তা ছাড়া আর অসুবিধা কিছু নাই। খটখটে রৌদ্র আর কুয়াশা (dry fog) এটা এখানকার ideal weather, এ পর্য্যন্ত পড়াশুনা কিছু করিতে পারি নাই—দেখি অতঃপর ভাল পড়া হয় কি না।

* * *

দেখ পাহাড়গুলি বড় অদ্ভুত জিনিষ, আমার মনে হয় বীর্য্যবান আর্য্যদের উপযুক্ত বাসস্থান—এই পর্ব্বত গাত্র। degenerating plains এ বাস করা উচিত নয়, অবশ্য একথা বলে কোন লাভ নাই and it connot be helped—তবে কলিকাতায় দুই কাঠা জমির উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী করা অপেক্ষা পাহাড়ে একটা করা ঢের ভাল। মাংস খেয়ে পাহাড় ডিঙ্গলে আর্য্যরক্ত যে ভাবে ধমনীতে প্রবাহিত হয় এইরূপ আর কিছুতেই হয় না।

আমাদের এখন সে পবিত্র আর্য্যরক্ত নাই। কতযুগের পরাধীনতা—কত adulteration....

পাহাড়ে বেড়াতে ২ এই কথা খুব মনে হয়। চাই শিরায় ২ রজোগুণ। চাই লম্ফের দ্বারা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন—যখন আর্য্যগণ এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কণ্ঠ হইতে বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল।

এখন হিন্দুজাতির সেই pristine freshness নাই—সেই youthful vigour নাই—সেই অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব নাই। এসব ফিরিয়া পাইতে গেলে we must begin from the land of our birth—the sacred Himalayas. ভারতে যদি কিছু অমূল্য—যদি কিছু ভাল থাকে—যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে—সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত। তাই হিমালয়কে দেখিলে সে সব স্মৃতি ফিরিয়া আসে।....

ইতি

Yours
Rationalist

২৯

Hawk's nest, Kurseong
21-10-15
বৃহস্পতিবার

তোমার পত্র কাল পেলাম।

* * *

পাহাড়ে তুমি গিয়াছিলে অসুস্থ মনে, সুতরাং ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পার নাই, তোমার আর একবার সুস্থ মনে যাওয়া চাই।

পাহাড়ে শারীরিক উদ্যমটা খুব বাড়ে—হৃদয়ে একটা বিমল শান্তি পাওয়া যায়—In the peaceful solitude of the hills, life can be dreamt away—the misty veil hanging about the hills is but the dreamy veil of fair poetry. Pope না কে বলেছিল—

"Thus let me live unseeing unknown Etc Etc. Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie."
কথাগুলির Spirit পাহাড়ে এলে বেশ বোঝা যায়, তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে জীবনের একটা দিক কেবল বেশ ফুটে উঠে—আর একটা দিক—অর্থাৎ উন্মত্ত, অবিরাম উদ্যম ও চেষ্টা—যেটা কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া—যেটা প্রসুপ্ত থাকে। কলিকাতায় আমার মনটা ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকে—কোন না কোন কর্ম্মে। The mind is as it were forced to work—seriousness of life—complexity and variety of life, বেশ অনুভব করা যায়—life problems গুলি যেন মনকে চেপে ধরে। কিন্তু এখানে এসে একটু Lotos-Eater হওয়া যায়—Why should life all labour be ?

* * *

Yours

Rationlist

26-10-15

* * *

আমার চিন্তার মধ্যে বেশী ভাগ নিজের কথা ভাবি। দেখে অবাক হই—মনুষ্য জীবনে কত প্রকার conflicting desires and motives জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কত বাসনা কোথায় হইতে আসে আবার কিছুদিন পরে কোথায় চলিয়া যায়। সে সব বাসনা কেন আসিল—কোথায় হইতে আসিল—খুঁজিয়া পাই না। জীবনের প্রথম অঙ্ক—সম্পূর্ণ irrational. আমরা গর্ব্ব করি মানুষ বড় rational—কিন্তু man is more irrational than rational. Man acts by instinct and sentiment like animals than by reason. জীবনের অনেক কাজের কোন কারণ বা অর্থ খুঁজিয়া পাই না। কি আশ্চর্য্য।

* * *

আজকে অনেকদিনকার একটা সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল আজকে মন্দিরে বসে ভাবিতে ভাবিতে মীমাংসা মনে উপস্থিত হইল।

* * *

তোমার

পাশ্চাত্য দার্শনিক

29-10-15

Jesuit দের ইতিহাস মুখে ২ মোটামুটি এক রকম জানিয়া লইয়াছি। পত্রে সব লেখা সুবিধা হইবে না—অতএব মুখে বলিব। তাহাদের bitter complaint এই যে বর্তমান ইতিহাসে তাহাদের খুব খারাপ স্থান দেওয়া হইয়াছে—কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক Protestant এবং রাজবংশও Protestant. History of Philosophy তেও তাহাদের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা যে বইটা পড়ি Schwegler's History of Philosophy তাহাতে medieval Philosophy টা এক রকম বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা ছিল—medieval or scholastic philosophy অর্থাৎ Theology টা কিছু শিখিয়া লই—কিন্তু যখন শুনিলাম যে তাহারা এখানে ৪ বৎসর Theology পড়িয়া তারপর D. D. title গ্রহণ করে—তখন বিরত হইলাম। তাছাড়া সময়াভাবে এখন সুবিধা হইবে না।

Jesuitsরা বলে যে middle agesএ দর্শন যাহা ছিল তাহা কেবল Theology এবং সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে Jesuits অগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের উপর সমস্ত ইয়ুরোপের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

তাহাদের doctrine এবং forms বড় dogmatic—পরে বলিব। কিন্তু তাহাদের organisation একদিক দিয়ে বড় সুন্দর। founder এর পূজা করে না—এবং গোঁড়ামি ঢোকে নাই—তাহাদের গোঁড়ামির হ্রাস বৃদ্ধি নাই—সমস্ত defined. Defined Doctrines যে মানিবে না তাহার স্থান নাই।

Yours

Rationalist

৩২

Vishram Kutir
Kurseong
৭-১১-১৫

কবিবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম কারণ তুমি আমাকে দুষ্টু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি ত জানই আমি চিরকালই সেই লক্ষ্মীছেলে—আমার দ্বারা কি কোন প্রকার দুষ্টামি সম্ভবে? অতএব তোমার এ অভিযোগের অর্থ কি? যে চিরকাল লক্ষ্মীছেলে সে কি কোন দিন কোন দুষ্টামি করতে পারে? অতএব আমি দুষ্টু হইতে পারিনা—এবং আমার দুষ্টামি অসম্ভব।

আমি ভাবুকও নহি, কবিও নহি, সুতরাং কাব্যের রস বা কবিতার ভাব কি বুঝিব? তোমার চতুষ্পাদ বিশিষ্ট—অনন্ত ভাবময়ী মহতী কবিতার রস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমি তাহার বহিরাবরণ লইয়া টানাটানি করিয়াছি, যাহারা স্থূল দৃষ্টি ও রসবর্জ্জিত তাহারা দেখে শুধু বাল্মীকির বল্মীক, মধুসূদনের অট্টহাস্যময়ী ভগ্নপদী কবিতা, রবীন্দ্রনাথের "কলকেত্তা" ভাষা ও অবনীন্দ্রনাথের হাড়কণ্ঠা। সুতরাং সাদৃশ পাঠক যে তোমার ভাবময়ী কবিতার ছন্দোদোষ শুধু খুঁজিয়া বেড়াইবে।....

তবে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা হইলে দায়ী আমার স্থূলবুদ্ধি বিচার শক্তি এবং want of appreciative faculty এবং এ মানসিক দৈন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ ধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু ২ কথা হয়েছে—পরে বলিব।

প্রবন্ধ লেখা বা নিজের জীবন সম্বন্ধে কাহারও মতামত গ্রাহ্য

করিলে ত চলিবেনা। নিজের যাহা বলার আছে—বলে যাবে—তাতে কার কি ?

আমি যে প্রবন্ধ দিয়েছি—তাহা কেন দিয়াছি এবং কি spirit এ দিয়াছি, তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রবন্ধটি অর্থহীন এবং কেহ ২ যে সেইরূপ মনে করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু তাহাতে কি এসে যায় ?

একজন এইরূপ সমাজে বা organisation এ হয়ত খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবে কিন্তু অন্য প্রকার—দলে হয়ত তার স্থান সব চেয়ে নীচে—আমি একথা বেশ বুঝিতেছি। যার যে রকম idea এবং মানুষের Estimate তাহার বিচার তদ্রূপ।

* * *

সুতরাং কাহারও appreciation or non-apprec·ation এ কি আসিয়া যায়—হ্যাঁ আপনার প্রদীপ আপনি হও—ঠিক কথা বলেছ।

ইতি—

বুদ্ধিহীন দীন

পাঠক।

Vishram Kutir
Kurseong.
১৭ই নভেম্বর, (১৯১৫)

বুদ্ধদেবের উপদেশ খুব ভাল লাগিবার কথা—তবে সে উপদেশ অক্ষরে ২ পালন করিলেই সুখী হইব। করিবে কি ?

* * *

জীবন সমস্যার মীমাংসা অনেকটা ঠিক করিয়াছি। আজ হঠাৎ বেশ একটা মীমাংসা হইয়া গেল। Intellectually solve করিয়াছি—main principles ঠিক করিয়াছি তবে কয়েকটা minor details ঠিক করি নাই। I now want the iron will to carry out the plan into systematic details. আমার ভিতরে system এর অভাব—systematically কাজ করিতে পারি না—অভ্যাস দ্বারা এটা ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

* * *

কাল সকালে খুব সম্ভব দার্জ্জিলিঙ্গ যাইতেছি—তথা হইতে সিঞ্চল পাহাড় যাইবার ইচ্ছা—সিঞ্চল (Sinchal) পাহাড় থেকে পরিষ্কার আকাশে Mt. Everest দেখা যায়। ২।৩ দিনের ভিতরে এখানে ফিরিব।

৩৪

Craig Mount
Darjeeling
শনিবার
২০-১১-১৫

এখানে পরশুদিন আসিয়াছি। এক হিসাবে কার্সিয়াং এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার দাবার ভাল পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটী জিনিষ আছে। Observatory Hill, Botanical Gardens, Museum, Race Course গোরাদের Barracks এবং Mount Sinchal গিয়াছিলাম। Mt. Sinchal থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ত দেখাই যায়—তা ছাড়া Everestও দেখিলাম। সিঞ্চল প্রায় ৮৪০০ ফুট উচ্চ—সেখানে আজ সকালে গিয়াছিলাম। প্রায় ছয় মাইল Uphill. ভাগ্যচক্রে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং Everest দেখা গেল।

তবে এ সহরটা হচ্ছে—"Calcutta transfered to the hills" এই যা দোষ। এখন নির্জ্জন—লোকেরা নেমে গেছে—তাই বেশ লাগছে।

বারান্দা থেকে পরিষ্কার Snowview পাওয়া যায়। চারিদিকে পাহাড়, খালি পাহাড়—আর অভ্রভেদী হিমশিখর শুভ্রতুষার কিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা। কত সুন্দর এ স্থান। ভাবিতে গেলে চোখে জল আসে। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুভ্রতুষারময় গিরিমালা—তরঙ্গায়িত আকাশপৃষ্ঠে। বহুদূরে পর্ব্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, Extreme individualistic life যাপন করিতে গেলে পরিব্রাজকের জীবনের মত এত আনন্দময় জীবন নাই।

ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সিকিম নেপাল চলিয়া যাইতে। তিব্বত যাইবার পথ আছে। সেখান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে।

কিন্তু পরিব্রাজকের জীবন যাপন বর্ত্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকের সাজায় না। তার স্কন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

কার্সিয়ংএ এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন enjoy করিতেছেন?" ভদ্রতার খাতিরে আমি উত্তর করিলাম "বেশ ভালই"। কিন্তু নিজ মনে হইল যে enjoyment এর কাল গিয়াছে। মনে আছে ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন পূজার ছুটীতে—প্রথমবার দার্জ্জিলিঙ্গ আসি তখন কি আনন্দ! আমরা বাড়ীতে একরকম বাঁধা থাকিতাম তাই বাড়ী ছাড়িব ভাবিয়া কি আনন্দ! তখন এসেছিলাম অবশ্য enjoymentএর জন্য। কিন্তু আজ আমার কি পরিবর্ত্তন। তখন boyish emotion এর বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলাম—"জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে—যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জ্জিলিঙ্গ যাইব।"

কিন্তু আজ জীবন আমার enjoymentএর জন্য নহে। অবশ্য আমার জীবন নিরানন্দ নহে কিন্তু আমার জীবন enjoymentএর জন্য নহে—my life is a mission—a duty. ভদ্রলোকটী বোধ হয় enjoy করিবার জন্য কার্সিয়ং এসেছিলেন কিন্তু আমি জানি আমি এসেছি physical and moral improvement এর জন্য। এ পাহাড় ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য আকর্ষণ আছে—কিন্তু তা ছাড়া এ "পাহাড়ী জঙ্গলী" দেশ অতুলনীয়। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান—স্বর্গ। আমাদের এক অজ্ঞ পাচক ঠাকুর কার্সিয়ংএ কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দিকে স্বর্গ।" সকলে তার কথা

শুনিয়া হাঁসিল। আমি কিন্তু মনে২ করিলাম তার কথা meta-phorically সত্য।

যাক—বলিতে গেলে কথার শেষ হইবে না।

আমি এখানে এসে এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে আছি, ওঁরা খুব যত্ন করিতেছেন—আশাতীত যত্ন। আমি এবং এক মাতুল এখানে আসিয়াছি। আমার পাগলামির কথা এখানে সকলে জানে এবং এবার আসাতে আরও কিছু জানিল।

যাক্—আমার কথা অনেক লিখিলাম। কাল কার্সিয়ং যাব—পরশু কলিকাতায় রওনা হইব। পরশুদিন ১১টায় শিয়ালদহে পহুঁছিব – সেইদিনই কলেজ করিবার চেষ্টা করিব।

তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার উপর বিচার বসিবে। শরীর অবহেলার কারণ investigate করিতে হইবে।

তোমার পত্র পাই—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বড় একটা কথা থাকে না। তারও বিচার হইবে।

৩৫

বুধবার রাত্রি

৮-১২-১৫

আজ University Institute এ জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য একটী সভা হইয়াছিল। আমি বড় আশা করিয়া গিয়াছিলাম জগদীশের মুখের দুই চারিটি কথা শুনিব—"Just to see him and to hear him speak." কি জানি কেন, শৈশব হইতে জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ এই দুইজনের প্রতি একটা প্রগাঢ়

ভক্তি আছে। তাহাদের ছবি ও তাহাদের সম্বন্ধে ২।৪টি কিংবদন্তী শুনা অবধি বড় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য "to honour him by a reception" কিন্তু বাঙ্গালী এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে যে কি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত আজ করেছে তাহা স্বদেশভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় বোধ হয় বুঝিবেনা। Entertainment এর মধ্যে গান, দেশীয় বাদ্য, কবিতা পাঠ প্রভৃতি বেশ ভালই ছিল কিন্তু তার মধ্যে English Theatre—actors রা ছাত্র—বিষয় কি রকম বুঝিতেই পারিতেছ—তারপর শেষে—God save the King! যখন Programme এ দেখিলাম—acting হইবে তখন একবার মনে হইল চলিয়া আসি—কিন্তু তার কথা শুনিবার লোভে acting এর সময়ে নিদ্রার সাহায্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম। উচ্চ হাস্যকারী যুবকবৃন্দের মধ্যে Stern Puritan এর মত চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু সভাভঙ্গ হইতে চলিল—আমার আশাও পূরণ হইল না। ভগ্নাশ হইয়া ফিরিলাম—এবং ভাবিতে লাগিলাম যে যতদিন আমাদের মহাপুরুষ (greatmen) দের আমরা উপযুক্ত-ভাবে সম্মান করিতে না শিখি ততদিন এ বাঙ্গালীর—এ ভারতের উদ্ধার নাই। থিয়েটার দিয়া আবার অভিনন্দন! ছি! ছি! হায় ভারত! হায় বাঙ্গালী, তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে?

এ ঘটনাটী আমায় বড় স্পর্শ করেছে। পূজ্যপাদ ধর্ম্মপাল একটি কথা বলেছিলেন সভায় বসে আমার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। So long as men run after sensual pleasure India will not rise. তার কথা ঠিক মনে নাই। তবে ভাবার্থ এই। আমি দেখিলাম sensual pleasure বাঙ্গালীর হাড়ে ২ প্রবাহিত—আর ইহাই মস্তিষ্কবান বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ।

এর উপায় কি ? আমার মনে হয় Counteract করিবার জন্য একদল কঠোর "Puritanic principles" বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। দেশের লোকেদের চোখ খুলে দেওয়া চাই। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরেছিল।

জানিনা জগদীশচন্দ্র এই অভ্যর্থনা কি ভাবে নিয়েছিলেন। স্বদেশভক্ত জগদীশচন্দ্র দেশের দান দুই হাত পাতিয়া অবশ্য লইবে—ছাই ভস্মই দিক্ আর ফুলচন্দনই দিক্। কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তিনি যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তার কোন সন্দেহ নাই।

আমি "আগামী সোমবারে পাঠ্য" একটী প্রবন্ধ লিখিতেছি—আমাদের Debating Club এর জন্য—বিষয় "The civilisation of India in the Vedic and Pouranic Age." তুমি যদি ২।১ বই এর মধ্যে পাঠাতে পার বা নাম প্রভৃতি hints বা তোমার notes পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়।

* * *

৩৬

রবিবার

19-12-15

আমি আজকাল বড় rational এবং intellectual হয়ে গেছি—sentiment সব প্রায় মরিয়া গেছে—একটা stoic sternness আসিতেছে। জীবনের আদর্শ দিন দিন ভাল করিয়া বুঝিতেছি—কিন্তু করিবার উপযুক্ত শক্তি নাই।

* * *

আবরণ ত্যাগ না করিলে জগতে কাহারও সঙ্গে মেশা যায়না। আমি কি সর্ব্বাভরণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি ?

শুক্রবার
27-12-15

আবার সেই December আসিয়াছে এবং সেই জানুয়ারী আসিতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা এখন শান্তিপুরে। আর শান্তিপুরের সেই সন্ন্যাসীর দল ও তাহাদের মধুময় স্মৃতি।

* * *

ভারতের প্রায় সবই গিয়াছে বটে ভারতবাসী প্রায় অন্তঃসার-বিহীন হইয়াছে কিন্তু "তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না"—তা বলে হতাশ্ হ'লে চল্‌বেনা—ও যে কবি বলেছে—"আবার তোরা মানুষ হ," হ্যাঁ, আবার মানুষ হইতে হইবে। ভারতের শ্যামলক্ষেত্রে এখন শ্মশানাচারী ভূতগণের অস্তি সমন্বিত জীববিশেষ ভ্রমণ করিতেছে—চারিদিকে নৈরাশ্য—মৃত্যু ভোগ-বিলাস, রোগ, শোকের কুরুক্ষেত্র—"কি ঘোর দুঃখরাশি ভারত গগন ব্যাপিয়া।" কিন্তু এই নৈরাশ্য—নিস্তব্ধতা—এই দুঃখ দারিদ্র্য—অনশন—অর্দ্ধাশনের হাহাকাব ও এই বিলাস-বিভবের আস্ফালন রব ভেদ করিয়া আবার ভারতের সেই জাতীয় গান গাহিতে হইবে। সেটা কি উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত।

বুধবার রাত্রি।
২-২-১৬

শরীরের যত্ন লইবে। উপযুক্ত ব্যায়াম ও প্রাতর্ভ্রমণ করিবে—দুধ ডিম খাবে—বেশী পরিশ্রম করিবেনা। জীবনটা পড়িয়া আছে—এখন বোকামী করিয়া সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করার ছুতোতে অতিরিক্ত শ্রমের কোন প্রয়োজন নাই।

সুরেশদা কাল চলিয়া গিয়াছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন। বিশেষ কাজ থাকায় কালই যাইতে হইল। মেস পরিবর্ত্তন হইয়াছে—২।১১ ছাড়িয়া এখন ৪৫।১ Amherst St. বাড়ীটা বড় damp বলিয়া ছাড়িতে হইল। কলিকাতার মেসে ২।১ জন বাদে প্রায়ই সকলেরই pharyngites হইবার যোগাড়। সুরেশদা আশঙ্কা করেন তোমার Pharyngites (বানান ঠিক জানি না) এর লক্ষণ। গলা থেকে কি আর রক্ত পড়ে? ইহার এবং আমাশার জন্য চিকিৎসা করিবে—আমার অনুরোধ। জ্ঞানদা কিংবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পার—প্রয়োজন মত ঔষধ সেবন করিবে—এটা অবহেলা করিবেনা।

তোমার শরীরের অসুস্থতার সংবাদ অরবিন্দ মুখে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে—অনেকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। যদি অরবিন্দকে জব্দ করিতে চাও এবং নিজে লজ্জায় না পড়িতে চাও—তাহা হইলে ইতিমধ্যে শরীর সারাইয়া রাখ—তাহা হইলে যখন কেহ দেখিতে আসিবে তখন তোমায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিবে।

শুনিলাম সুরেশদার Pharyngites হইয়াছে। বিধু একথা বলিতেছিল। যাহা হউক, একথা বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে যে

অস্বাস্থ্যকর স্থানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অতি সবল দেহও শীঘ্র টলিয়া পড়ে।

তোমার মনের শক্তি দ্বারা শারীরিক রোগ চাপিবার কদভ্যাস আছে। এই করিয়া তোমার সেবার ভয়ানক অসুখ হয়। এবারও মনোযোগ না দিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে সময় থাকিতে শরীরের যত্ন করিবে। অধিক কি লিখিব।

৩৯

৩৮/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৯।২।১৬

হেমন্তকুমার,

তোমাকে মধ্যে যে ২।১ দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্বন্ধে চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুণ তারা এখন আমার বিষয়ে কোন হুকুম জাহির করিবেনা—বোধ করি Committee-র report প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। আজ Committee-তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং পুনর্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় ৩।৪ দিন আরও প্রফেসরদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা

গিয়ে সাক্ষ্য দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

(১) Relation between European & Indian Professors in Presidency College.

(২) Relation between European Professors and Indian Students.

(৩) Relation between Indian Professors and Indian Students.

(৪) Cause of indiscipline leading on to the Strike.

(৫) Ditto leading on to assault.

Committee-র recomendation-এর উপর গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় Presidency College কে একবার সুসংস্কার এবং প্রয়োজন মত নূতন নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রকম গণ্ডগোল না হয়। সুতরাং বুঝিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুবাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদের Rights Suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দ্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয় তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা হইলে আমি practically rusticated হইব। তবে এ রকম rustication এক বৎসরের বেশী করে না।

খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনা "ইতি"।

যাক আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে—বড় লোকের মহলে অন্ততঃ নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দ্দোষী বলিয়া Public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশুবাবু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষী তাহা বড় weak—সুতরাং, আমার নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

শেষে কিছু না হয়'ত Law suit আনা যাইতে পারে।

২০

৩৮/২, এলগিন রোড,
কলিকাতা
৬।৩।১৬
সোমবার

হেমন্ত,

তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র intercepted হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় Committee-র সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার পরের দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোষ্টেল বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সম্ভব ছুটির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র attitude ভাল বলিয়া মনে হয় এবং আশা করি

নির্দ্দোষ সাব্যস্ত না করিলেও benefit of doubt দিবে। যাক্—এখন কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার চিঠি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব গালাগালি করিলেন। এবং জেম্‌স সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন।

তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশা করি, উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে হইবে না। শীঘ্র উত্তর দিও।

ইতি
তোমার
সুভাষচন্দ্র

৪১

মঙ্গলবার
4. 7. 16

তোমাকে যখন ছেড়ে আসি তখন বুঝেছিলাম তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। তবুও আসিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কয়দিন যাবৎ তোমাকে পত্র দিই নাই—কিন্তু তা বলে তোমারও কি পত্র দিতে নাই? ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পরদিন প্রাতে দেখা করা—কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ তাহা পারি নাই। যাহা হউক তুমি কেমন আছ বিস্তৃত ভাবে জানাবে। তোমার শরীর দেখে কে কি বলেছে শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমার পড়াশুনা বন্ধ হইবে এইরূপ মনে হইতেছে—আমি একটী ভীষণ সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত। এতদিন ধরে এর তার সাহায্য চেয়েছিলাম এবং মত জানতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি যে মীমাংসা প্রধানতঃ আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। তা ছাড়া এখন মনের অবস্থা আমার ভাল নয়—বাঁচি কি মরি জানি না—তবে দেখছি আমার Life এর Experience এই যে "আশা" জিনিষটা আমাকে সর্ব্বদা বাঁচিয়ে রাখে—কখনও জীবনের দিকে বিমুখ হইতে দেয় না। জানি না—এটা কুহকিনী কি না। আমার এ বিপদের সময়ে তুমি কি পশ্চাৎপদ হইবে?

যে সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত—তাহা যে এত ভীষণ হইবে তাহা কোন দিন ভাবি নাই।

অধিক কি লিখিব। বিস্তৃত পত্র দিও। ওখানকার খবর কি?

৪২

শুক্রবার

(১৯১৭)

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি—তিনি ভাল Seat এখনও খুঁজে পান নাই। নূতন mess, University করিতে পারে এরূপ আশা আছে। তার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় দেখি না। অতুলবাবু যে সব সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলি মোটেই সুবিধাজনক নহে—দেখা যাক কি হয়। শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে যে মেস আছে—তাতে দ্বিতলে একটা Seat আছে—কিন্তু

ভাল আলো হাওয়া প্রবেশ করে না। সেজন্য সেটা নেওয়া যায় না।

আমি স্কটিশ চার্চে 3rd year-এ প্রবেশ লাভ করেছি।

আমি তোমার পত্রের তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। আমি গরীবের ঘরে জন্মাই নাই। একথা ঠিক—কিন্তু তার জন্য কি আমি দায়ী? তার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতে হইবে? আমরা যেরূপ সাংসারিক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি—সে অবস্থার full advantage নেওয়া ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় দেখি না। তবে যাহারা রীতিমত সন্ন্যাসী তাদের আলাদা কথা। আমি তাহা নই।

তারপর আমি ত নিজের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না। বাহিরে কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকিতে পারে সেটা necessity-র দরুণ কিন্তু ভিতরে ত কিছু হয় নাই। তবে যৌবনের উদ্দামভাব যে স্থির হয়ে আসছে। বয়সের সঙ্গে ২, অভিজ্ঞতার সঙ্গে ২, চিত্তটা ধৈর্য্য অবলম্বন করে। আমার বোধ হয় তাহাই হয়েছে। যৌবনে, যে সব ভাব—সব বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে—সে সব ভাবগুলি বয়সের সঙ্গে ১ জমাট বেঁধে যায়।

তবে একটা কথা—মানুষ যদি মনে করে যে আর একজনের ভিতরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে—তাহা হইলে হাজারই explain করুক বা বোঝাক—সে কখনও Convinced হবে না যে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। মানুষ যদি এরূপ স্থলে বেশী চেষ্টা করে নিজেকে explain করিতে তাহা হইলে লোকের বিপরীত Conviction ই বদ্ধমূল হয়। যাক্—

যদি কেহ মনে করে যে আমার ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে বা I am not what I was—তবে সেটা আমার পক্ষে বড় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের কথা। তুমি ইহা মনে করিবে। ইহা আমি ভাবি নাই।

আমরা যেরূপ দিনকালে এবং যেরূপ জগতে বাস করিতেছি তাহাতে Sentiment গুলি অবাধে না ঢালিয়া দিয়া পুরিয়া রাখিতে হইতেছে। The whole of nature is forcing us into this.

আসল কথা হচ্ছে—ব্যাধিটা তোমারই আর কাহারও নয়—সেটা হচ্ছে আমি যাহা বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং যাহা সংশোধন করবারও অল্পাধিক চেষ্টা করিয়াছি—মানসিক বিকার। এটির যতদিন আরোগ্য না হচ্ছে—ততদিন জগৎটা—শুধু আমি কেন—বিকারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইবে।

তুমি কি Presy. College থেকে কোন উত্তর পেয়েছ?

ইতি—

সুভাষ

৪৩

Y. M. C. A.
Calcutta University Infantry
Shooting Camp
Belghurria, E. B. Rly.

৫।৪।১৮

তোমার পত্র পেয়েছি। আমি Univ. Institute এ সেদিন যাই নাই। কারণ সেদিন Camp এ যাবার কথা ছিল—ডাক্তারের অমতে·······Camp এ যেতে পারি নাই। আমরা পরশু এবং সম্ভবতঃ ২।৩ সপ্তাহ এখানে আছি। আজ rifle practice আরম্ভ হইল।

বেশ interesting লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এপ্রিলের পূর্ব্বে ছুটি পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার কথিত দিবসে নৈশ-বিদ্যালয়ে বার্ষিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতে পারিব না।

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই। তোমার শরীর কেমন আছে?

৪৪

কলিকাতা
মঙ্গলবার
৩০।৪।১৮

হেমন্ত,

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। গত শুক্রবার আমরা সকলে বাড়ী ফিরিয়াছি। শরীর ভালই আছে। বোধ হয় vacation এর মধ্যে আর কোন কাজ পড়িবে না—কারণ ছুটির মধ্যে কলকাতায় খুব অল্প লোকই থাকিবে। তবে ছুটির পর কি হইবে বলিতে পারি না। বোধ হয় দিল্লীর মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। Capt. Gray আগামী ১লা মে হইতে General I. D. F. এর ভার লইবেন। তাহাদের Training শেষ হইলে উনি recruiting এর জন্য বহির্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদের training শেষ হইতে এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে।

আমাদের experience টা মোটের উপর খুব pleasant এবং যাহা শিখিয়াছি তাহার দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পেয়েছি, তার

কোন সন্দেহ নাই। তবে তিন মাসের training এর effect তত lasting হইতে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রা-পাত্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের experience এর ভিতর romance বিশেষ কিছুই নাই, সেইজন্য কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonous বোধ হইত। কিন্তু বেলঘরে থাকিতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে তাম্বু ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪॥ টা পর্য্যন্ত Continual firing চলিয়াছিল, তখন কতকটা field service এর মত বোধ হইয়াছিল। তারপর পাইখানা প্রস্তুত করা, দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে "শান্ত্রী" পাহারা দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি night operation গুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে shooting competition হইয়াছিল—তাহাতে British instructor রা ছেলেদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। শেষ কয়দিন Camp life খুব decent বোধ হইয়াছিল, তার প্রতি বেশী মায়া জন্মেছিল এবং Camp ছাড়িতে অল্লাধিক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

কাল নীলমণি ও মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ আবার দেখা হইতে পারে। শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা করিতেছ যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর হয় না। তোমার বোলপুর যাওয়ার কি হইল? ছুটিটা কি গোয়াড়িতে থাকিবে না অন্যত্র কোথাও কোথাও যাইবে? তোমার শরীরের সংবাদটা চাই।

আমি বোধ হয় কলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে।

আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। পড়াশুনা এখনও

আরম্ভ করি নাই। কলেজের Magazine এর জন্য camp life সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব। সেটা সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব। শীঘ্রই পত্রোত্তর দিও।

সুভাষ

পুনঃ—তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছু হয় নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমি Private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt Gray র আদেশে N. C. O. দের stripes কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination এর পরিবর্ত্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি (Sick) absent ছিলাম। সুতরাং সমস্ত Posts filled up হয়ে যায়।

৪৫

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৬।৮।১৯

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ী থেকে একটা Offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌঁছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েক মাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে কেম্ব্রিজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের Primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ করা কারণ

তাহা না হইলে Education Line-এ সুবিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত? তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই। তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইব। বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাত্রার রাজী হইয়াছি। তবে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্র একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে। কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব হয়।

৪৬

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা।
৩।৯।১৯

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্যে দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবুও মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত যোগাড় ও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

Letters of introduction দরকার হইবে কিনা তাহা সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে ঠিক করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে। যাহা হউক তুমি এখানে আসিলে সে সব ঠিক হইবে। তোমার তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার দরকার নাই, কারণ আমি ২।৩ দিন পায়ের উপরই থাকিব। তারপরে আশা করি, অবসর পাব। তোমার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হইল।

৪৭

8 Glenmore Road·
Belsige Park
London N.W. 3.
Undated (১৯১৯)

হেমন্ত,

তোমাকে একটা বিস্তৃত পত্র লিখিতেছি—সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই। এ পত্রে তোমাকে শুধু আমার পহুঁছান সংবাদ এবং ঠিকানা দিলাম। এখন বড় ব্যস্ত আছি—কারণ কোথায় পড়িব ঠিক করিতে পারি নাই। আগামী মেলে তোমাকে বিস্তৃত পত্র দিব। আমার বড় দাদাও এই বাড়ীতে আছেন। আমি ২০শে অক্টোবর লণ্ডনে এসে পহুঁছিয়াছি। প্রমথকে খবর দিও যে যুগলদা এখনও Marseilles এ আছেন। তিনি November or December মাসে তাঁর regiment এর সহিত India যাবেন। সেখানে তাঁহারা বোধ হয় April 1920 তে demobilised হইবেন। ধীরেনের পিতা

Mr. M. M. Dhar এর নিকট হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম। আমি নিজে যুগলদাকে লিখিয়া খবর আনাইব এবং তোমাদের জানাইব।

Bharat Ch. Dhar মহাশয়ের পুত্রও এই বাড়ীতে আছেন। তিনি London এ B. Com. পড়িবার জন্য আসিয়াছেন। এখন এখানে বড় শীত লাগিতেছে। এখন তবে আসি।....তাড়াতাড়িতে আর লিখিতে পারিলাম না।

ইতি

তোমার সুভাষ

৪৮

Fitz William Hall
Cambridge

১২।১১।১৯

যাহাদের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা পত্র দিয়াছে অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে কতকটা বি এ-র result এর দরুণ এবং কতকটা I. D. F. Service এর দরুণ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার স্থানের অভাব সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মৎলব আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos এর পরীক্ষা দেওয়া।

এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম "Indian Majlis". সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—"Kingdom of Youth" সম্বন্ধে।—Mr. Andrews বক্তৃতা করেন Indentured Labour System সম্বন্ধে এবং Fiji island বাসী ভারতীয়দের কি কি অভাব বর্ত্তমান আছে। আমার আসিবার পূর্ব্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল বাধা দিতে, কিন্তু পারে নাই। এখানকার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাঁহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত দুইদিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এখানকার জলবায়ু লোকদের উদ্যমশীল করে তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে সময় জ্ঞানটা বড় আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে। এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে—এবং Professor দের ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী থেকে মাথা নত হয়। তুমি কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি করিবে জানিবার জন্য চিন্তিত আছি। বিস্তৃত পত্র দিও। সুনীতিবাবু লণ্ডনে research করিতেছেন। আমি ভাল আছি। যুগলদা France এ আছেন।

৪৯

Fitz William Hall
Cambridge
7. 1. 20.

হেমন্ত,

তোমার পত্র (২৭শে নভেম্বরের) কয়েকদিন হ'ল পাইলাম। এতদিন পত্র দাও নাই কেন?

*   *   *

আমার কেম্ব্রিজে আসার সংবাদ আমার পত্রেই এতদিনে পেয়েছ। এইখানেই পড়াশুনার সুবিধা দেখিলাম—সেইজন্য আসা স্থির করিলাম। স্থান পাওয়াটা সৌভাগ্যবশতঃ ঘটিয়াছে—কতকটা আমার University result এর জন্য—এবং সর্ব্বোপরি জনৈক বন্ধুর সাহায্যের জন্য।

*   *   *

প্রফুল্ল এখন কি করিবে? ভারতবর্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আমাকে পাঠাইও।

প্রফুল্লদা এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করছেন না অন্যত্র বদলী হয়েছেন? সুরেশদার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সমস্ত লিখিও। উনি যে স্কুল করবেন বলেছেন তা চাকুরী হইতে রেহাই পাইলে ত। যুগলদা মাস খানিক পূর্ব্বে লিখেছিলেন যে শীঘ্র ছাড়ান পাবেন। কিন্তু সে শীঘ্রতার কোন লক্ষণ দেখছি না।

সুরেশদা ত আমাকে একরকম পরিত্যাগই করেছেন। আমি যদি চাকরিতে না প্রবেশ করি তাহা হইলে তাঁদের সঙ্গে পুনর্মিলন হইতে পারে। আমি চাকরি করি বা না করি তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি করে ঘুচিতে পারে তাহা আমি বুঝিনা। এইরূপ

দোকানদারী ভাব কি প্রকৃত ভাব? যাহা হউক—আমার ইচ্ছা কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না—নিজের কর্ত্তব্য করে যাব—তাহাতে পাঁচজনের সঙ্গলাভ করিব—খুবই ভাল—না করি কোন ক্ষতি নাই।

সুনীতিবাবুকে লণ্ডনে দেখিলাম।

বেণীবাবুর খবর কি? দেশের বিস্তৃত খবর লিখিও—এবং তোমার চিন্তারাশি কিছু ২ জানাইও।

তোমার পত্রের মধ্যে অন্তশ্চারিণী বেদনার করুণধ্বনি উপলব্ধি করিলাম। কেন এ বেদনা?

আমি ভালই আছি। প্রমথ, হেমেন্দু কি চারুর সঙ্গে দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইলে বলিও তার পত্র পেয়েছি। আগামী মেলে উত্তর দিব।

ইতি
তোমার
সুভাষ—

৩০

Cambridge.
সোমবার
১৯শে জানুয়ারী (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। আমার মনে হয় তুমি একসঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে মানুষের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়—তার উপরে দোকান

এবং তার উপরে আরও কত কি! তুমি যখন বুঝিতে পারিতেছ যে শরীর দিন ২ খারাপ হচ্ছে—তখন এইরূপ আচরণের কোন কারণ থাকিতে পারেনা। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করেনা তাহারা কিছুই করে না আর যাহারা করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং একদিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে। তোমার যখন পূর্ব্বেকার প্রস্তাব ছিল P. R. S.-এর জন্য চেষ্টা করা এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা তখন বোধ হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না দিলে ভাল করিতে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২।১ বৎসরে তাহা সম্ভবপর নয়। অতএব তোমার যদি কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে তোমার এরূপ ভাবে কাজ করা উচিত—যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিবার শক্তি থাকিবে। অবশ্য কোন্ দিন কাহার যাবার ডাক আসিবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু তা বলে আগে থেকে গলায় ছুরী দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করে কোন লাভ নাই। আমার লেখা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না। দুঃখের বিষয় তুমি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে ২ শরীর সমর্থ না হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর। এরূপ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বুধবার, ২১শে জানুয়ারী

তোমার পরীক্ষার বিস্তৃত খবর পেয়ে সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ পেয়েছ শুনে আরও আনন্দিত হইলাম।

তুমি ঐ সব কাজে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবে আমার বিশ্বাস—তবে আমার একমাত্র আশঙ্কা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

এ দেশের "নেটিভদের" কতগুলি গুণ আছে যার জন্য এত বড় হতে পেরেছে। প্রথমতঃ—এরা ঘড়ির মত ঠিক সময়ে সব কাজ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এদের একটা robust optimism আছে—আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে—এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বুঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের জলবায়ুর দোষ—আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাইতে হইবে।

তোমার নিজের বিষয় এবং শরীরের বিষয় অযত্নের প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছে—ঐ প্রাচ্যদেশের ঔদাসীন্য। "কি হবে শরীরের যত্ন নিয়ে দু দিনের শরীর দুদিন পরে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে!" এরূপ ঔদাসীন্য কর্ম্মবীরের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার একটু প্রতীচ্যের হাওয়া দরকার তবে যদি robust optimism আসে।

বেণীবাবুকে একখানা পত্র দিয়েছি। দত্তগুপ্ত মহাশয়কে এখনও দিই নাই।

*　　*　　*

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে তোমার শরীর নষ্ট হয়—সে অপরাধ তোমারই। অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকেনা—কিন্তু তাহা ছাড়া শরীরের অযত্ন করা একটা অপরাধ—সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে নয়—পাঁচ জনের কাছে এবং সর্ব্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের শারীরিক সামর্থ্য যদি অল্প বয়সে নষ্ট হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা

সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। তোমার শরীর তোমার নয়—তুমি trustee মাত্র। এইজন্য আমি এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি সে trust অবহেলা করিবেনা।

আমার বিস্তৃত পত্র লেখা হয়ে উঠে নাই—বোধ হয় হয়ে উঠ্‌বে না। আমার ভুল হয়েছে যে জাহাজে মনে করেছিলাম যে বিলাতে পঁহুছিয়া সময়মত বিস্তৃত পত্র লিখিব। সে সময় আজ কাল পাওয়া বড় মুস্কিল।

এখনও বুঝিতে পারি নাই—আমি আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি কি না। আমি আত্ম প্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাহি না যে Civil Service এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিষটাকে ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধ হয় করি—এ অবস্থায় Civil Service এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্ব্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচক তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তাহা হইতে পারে না?

ইতি—

সুভাষ

কেম্ব্রিজ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২·

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হইলাম। দেশের প্রায় সব কাগজ এবং প্রধান মাসিক পত্র এখানে আসে। তবে পড়িবার সময় নাই—বন্ধুদের মুখে দেশের সব খবর শুনিতে পাই।

প্রফুল্লের কথা শুনে সুখী হইলাম। সুহৃৎ nomination পেয়েছে—এটা কি পাকা খবর?

* * *

তোমার বিস্তৃত পত্র মনের মধ্যে আছে—কতকটা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল কতকটা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মত করিতে। সময়াভাবে আর আপাততঃ হয়ে উঠবে না।

তুমি কত কাজ এক সঙ্গে ঘাড়ে নেবে? দোকান, শিক্ষকতা, অধ্যয়ন, নৈশবিদ্যালয়—আর কত কি। পরিণাম কি? অল্প সময়ের মধ্যে শরীর নষ্ট করে অকর্ম্মণ্য হওয়া আমাদের দেশের জল বায়ুর এমন দোষ যে moderation এবং enthusiasm এর মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না। যেখানে Enthusiasm আছে সেখানে moderation নাই আর যেখানে moderation আছে সেখানে enthusiasm নাই—এবং প্রাণ নাই। তুমি নিজেকে হাজারই Practical মনে কর—এ বিষয়ে Practical হওয়ার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত করিতে পার নাই।

এখন কেমন আছ? আমি ভালই আছি। দত্তগুপ্তকে এখনও পত্র দিই নাই—বোধ হয় আসছে মেলে দিব। ইতি—

সুভাষ

Fitz William Hall, Cambridge
২রা মার্চ্চ ১৯২০

হেমন্ত,

কয়েকদিন হইল তোমার পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই নাই। যখন সময় কম থাকে তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহাদিগকে ছুই লাইনে লেখা যাইতে পারে।

সেদিন "ভারতীয় মজলিসের" বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (Guest) হয়ে এসেছিলেন। ওখানকার বিদেশী বন্ধুরাও কেহ কেহ এসেছিলেন। মিসেস রায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ সমাজের শিক্ষাদাত্রীরূপে আসন গ্রহণ করিবেন ? না জাগিলে ভারত মহিলা, ভারত কভু জাগিবেনা। যেদিন Mrs. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল—সেদিন দেখিলাম, ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষা দীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্ম পরিচয় দিতে পারেন। তারপর লণ্ডনে ডাক্তার মৃগেন মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলাম ডাক্তার মিত্র moderate in politics কিন্তু মিসেস মিত্র extremist আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠল। তারপর "গিরীশদার মা"—মিসেস্ ধরের সঙ্গে আলাপ হয়—তিনিও extremist. এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারেনা। এদেশে যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন—আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে

গভীর স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহৃদয় বড় কোমল ও গভীর।

যাক্, বাজে বক্‌ছি। গিরীশদার সঙ্গে দেখা হয়? তিনি কোথায় ও কেমন আছেন? দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও। দোকানের অন্যান্য খবর কি? জগদীশ বাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leader রা বলেছিলেন—"The country which can tolerate Amritsar massacres deserves it." Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর Land of adoption-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। passage পাচ্ছেন না।

* * *

কোন্‌দিকে ভেসে যাচ্ছি জানিনা। কোন তীরে গিয়ে উঠব তাও জানিনা। তবে বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আজ এই পর্য্যন্ত, য়াক্, ওখানকার খবর লিখিও।

৫৩

Cambridge
১০ই মার্চ্চ (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার বিস্তৃত পত্র পেয়েছি। কয়েকবার না পড়ে এর উত্তর দিতে পারিবনা। সেই জন্য এই মেলে এর উত্তর দিলাম না—শুধু কাজের কথা লিখিলাম।

১। খরচের কথা

প্রথম চোটে কাপড় জামা এবং জিনিষ পত্রের জন্য যে খরচ হবে সেটা বাদ দিলে আমার বোধ হয় £250/-তে চলিতে পারে। তুমি বোধ হয় ordinary student হইয়া ভর্ত্তি হইবেনা—সুতরাং lecture fees টা বাদ যাবে। Ordinary Student এর পক্ষে চালান বড় শক্ত—কিন্তু আমার বোধ হয় research student এর কোন কষ্ট হইবে না। এখানে বৎসরে তিনটা term—term এর মধ্যে।

অনেক ভাবিয়া মনে হইতেছে যে বলা বড় শক্ত £250/- তে চলিবে কি না। এখানে boarding lodging ইত্যাদির জন্য চারি সপ্তাহে (একমাস বলিতে পার) ১৫ থেকে ১৬ পাউণ্ডের কম হওয়া অসম্ভব। কোনও কোনও কলেজে অনেক বেশী খরচ পড়ে। তারপর University fees এবং বই কেনা, তোমার একটা সুবিধা হইবে যে Ordinary Student এর অপেক্ষা lecture fees কম পড়িবে। এখানে সব University Charges,—term এর শেষে bill রূপে আসে। বৎসরে তিনটা term, terminal bill টা বেশ মোটা রকম আসে এবং কোন ২ কলেজের bill বেশী রকম মোটা। term এর মধ্যে তোমার মাসিক ২১ পাউণ্ডে চলা অসম্ভব। তবে একটা ভরসা যে term এ মাত্র ছয় মাস যায়। বাকী ছয় মাসে খাওয়া পরা ছাড়া অন্য কোন খরচ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে মাসে ১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অতএব বৎসরের শেষে হয়ত £ 250/-তে কুলাইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার নিজের বোধ হয় যে তোমার আরও কিছু টাকার সংস্থান করা উচিত—যাহাতে দরকারের সময়ে কাজে লাগিতে পারে। হয়ত হেমবাবু (দত্তগুপ্ত) তোমাকে কিছু ধার দিতে রাজি

হইবেন। ঐ টাকাটা fixed deposit এ তোমার নামে থাকিবে। যদি দরকার না হয়, উনি interest শুদ্ধ টাকাটা ফেরৎ পাইবেন—আর যদি খরচ হয় তাহা হইলে তুমি পরে উপার্জ্জন করে শোধ দিবে।

তুমি বৃত্তি থেকে initial outfit এর জন্য যাহা পাইবে তাহাতে বোধ হয় সব খরচ কুলাইবেনা।

২। পড়া সম্বন্ধে

বিলাতে পড়া বিষয়ে তিনটা উপায় আছে—London D. Litt. কিংবা Oxford degree কিংবা Cambridge. Oxford এর কথা আমি বিশেষ জানিনা—খোঁজ করিয়া জানাইব। Cambridge এ এখন শুধু B. A. Degree আছে, সে Degree তুমি Ordinary Student রূপে পরীক্ষা দিয়া পাইতে পার কিংবা research student রূপে thesis submit করিয়া পাইতে পার।

তুমি অবশ্য research Student হইবে। এই বৎসর থেকে একটা নূতন প্রস্তাব হচ্ছে Cambridge এ Ph. D. খোলা। বোধ হয় October term এর পূর্ব্বে এর সব বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। Dr. Taraporewalla বোধ হয় তোমাকে বলিতে পারিবেন—London, Oxford এবং Cambridge এর মধ্যে কোন্ স্থান তোমার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। খরচ হিসাবে লণ্ডন সব চেয়ে সুবিধা। তবে London University তে অনেক সময়ে M. A. Examination থেকে exempt করে না এবং M. A. Examination দেওয়া একটা হাঙ্গামের বিষয়। সুনীতিবাবুকে exempt করেছিল কিন্তু সুশীল দেকে exempt করিতে চাহে নাই। London এর atmosphere লেখা পড়ার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আমার নিজের মনে হয় Cambridge কিংবা Oxford এর Ph. D.র

জন্য পড়া সব চেয়ে ভাল এবং আশা করি October এর পূর্ব্বে Ph. D. র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

তুমি যখন Govt. Scholar তখন Prof. Cozajee র দ্বারা তিন জায়গায়ই দরখাস্ত করিবে। Oxford এবং Cambridge এ আজকাল admission পাওয়া শক্ত তবে আশা করি research Student এর পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। সুনীতিবাবু তোমাকে বলিতে পারিবেন—লণ্ডনে থেকে ওঁর কি সুবিধা এবং কি ২ অসুবিধা হইয়াছে।

Michaelmas term যখন October এর গোড়ায় আরম্ভ হচ্ছে তখন বেশী আগে এসে বিশেষ লাভ নাই। এখানে June এর পরে Long vacation—সুতরাং যখন April term এ তোমার আসা সম্ভব নয় তখন একেবারে October term এর জন্য আসাই ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

ইতি

সুভাষ

৫৪

কেম্ব্রিজ

২৩।৩।২০

তুমি ষ্টেট্ স্কলারসিপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হলাম। কোথায় ভর্ত্তি হইবে সে সম্বন্ধে যাহা হউক শীঘ্র একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখাস্ত করা উচিত। তারপর টাকার সম্বন্ধে। তোমাকে Scholarship বাদে বাৎসরিক £ 50 এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হয়ত দরকার না হইতে পারে—কিন্তু খুব

সম্ভব দরকার হইবে। তারপর outfits এর কথা। শুনিলাম Govt. Scholarship এ outfits এর জন্য কিছু দেয় না। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ outfits এ প্রায় ১০০০৲ টাকা পড়িবে—অবশ্য সমস্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে।

তোমার প্রেরিত এম. এর. তালিকা যথা সময়ে পেয়েছিলাম।

তোমার দীর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দুইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলে আমি এখন পূর্ব্বের ন্যায় গৌরব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি কাহাকেও বলি নাই, I. C. S. পাশ করিয়া বাংলা দেশে ফিরিব না।

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই অনুমোদন করি। উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

৫৫

(শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত)

কেম্‌ব্রিজ

২৩শে মার্চ্চ (১৯২০)

চারু,

তোমার পত্র পেয়ে এবং পরীক্ষার ফল জেনে সুখী হলাম। তুমি এখন জীবনের পরীক্ষার ভিতরে প্রবেশ করিতেছ—আশা করি তুমি সব পরীক্ষাতেও সমানভাবে কৃতকার্য্য হইবে।

আমি এ পর্য্যন্ত বেশী লোকের সঙ্গে মিশিবার অবসর পাই নাই—আশা করি "আগষ্টের" পরীক্ষার পর যথেষ্ট সময় পাইব।

নীলমণি, সত্যেন ধর প্রভৃতি ভাল আছে, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা এখানে বেশ ভাল research করছে—Botany সম্বন্ধে।

তোমার কি বিদেশে আসবার কোন আশা নাই?

ভারতবর্ষের সব খবরই আমরা এখানে পাই—এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হয়। যে নিজের দেশের কথা কখনও ভাবে নাই—সেও এখানে এসে না ভেবে পারে না।

আমার একটা নালিশ আছে। তুমি আমার সব পত্রের উত্তর দাও নাই। আর আমার পত্র না পেলেও কি তোমার পত্র দেওয়া উচিত নয়?

তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। Dr. Ward-এর Psychology সম্বন্ধে Dr. P. K. Roy যে সব Pamphlets লিখেছেন আমার সেগুলি চাই। তাছাড়া তোমার M. A-র Psychology-র Note চাই। আমার এখন বই পড়িবার সময় নাই—সুতরাং নোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্য্য-প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুইটা জিনিষ খুব বেশী রকম ভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—(২) Labour Movement.

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচী, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে—"Power of the people" কি করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়—সেটা আসবে ঐ "Power of the People"-এর ভিতর দিয়া।

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে ঐ Power of the People-এর জাগরণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ "বর্ত্তমান ভারতে" বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বৈশ্য বর্ণ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour Party হচ্ছে ভারতের শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass education and labour Organisation.

আজ এই পর্য্যন্ত থাক, সময় নাই। বইগুলি অবশ্য অবশ্য পাঠাইও, ভালই আছি। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

তোমাদের
সুভাষ

৫৬

(পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত)

লে-অন্-সী
এসেক্স
২২।৯।২০

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার অভিনন্দন সূচক পত্র পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। জানি না আই সি এস পরীক্ষা পাশ করিয়া আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুসী হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ বাবা ও মায়ের মন এই দুর্দ্দিনে যে একটু হাল্কা হইয়াছে ইহাতেই আমার আনন্দ।

আমি এখানে বেট্‌স্ পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেছি। শ্রীমতী বেট্‌স্-এর মধ্যে ইংরাজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই। ভদ্র-লোক মার্জ্জিত মতামতে উদার এবং ভাবে সর্ব্বদেশিক।....রুশ, পোল্যাণ্ডবাসী, লিথুয়ানীয়, আয়র্লণ্ডীয় ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব। রাশিয়ান আইরিশ ও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার গভীর অনুরাগ।....পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় আমি রাশিকৃত অভিনন্দন পাইতেছি। তবে আই সি এস. গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার চিন্তায় যে কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছি একথা বলা চলে না। যদি এই চাকুরিতে যোগ দিতে হয় তবে এ পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে যেরূপ অনিচ্ছা লইয়া বসিয়াছিলাম সেরূপ অনিচ্ছার সঙ্গেই তাহা করিতে হইবে।

চাকুরি জীবনে মোটা মাহিনা এবং তাহার পর মোটা পেন্‌সন্ আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা

অর্জ্জন করি তাহা হইলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকিলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হয়ত, কোন প্রদেশ সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ? চাকুরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব ? আমার মনে হয় আই. সি এস. গোষ্ঠীর কোন লোককে চাকুরির আইন কানুনকে যে ভাবে মাথা নিচু করিয়া মানিয়া লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছু নয়।

সাধারণ লোকের কথায় যাহাকে বলে জীবনে উন্নতি করা তাহার তোরণে দাঁড়াইয়া আমার মনের অবস্থা কী হইয়াছে তাহা আপনি নিশ্চয় বোঝেন। এ চাকুরির স্বপক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যহ অগণ্য লোকে যে অন্নের চিন্তায় হাবুডুবু খাইতেছে সেই অন্নচিন্তা ইহাতে চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইবে। জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কিন্তু আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চির-কাল "উদ্ভট" জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরন্তু, একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশের সত্যকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইনকানুনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।

আমি বুঝিতেছি যে এসব কথা বলিয়া কোনো ফল হইবে না, কারণ আমার ইচ্ছায় কিছু হইবে না। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনার কোন মোহ নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার চাকুরি ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।····

········সুতরাং দেখিতেছি—যে অর্থনৈতিক কারণে ও স্নেহের বন্ধনের ফলে আমার ইচ্ছাকে আদৌ আমার বলিয়া দাবী করিতে পারি না। কিন্তু একথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে আমার ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত হইত তাহা হইলে সিভিল সার্ভিসে আমি কখনই যোগ দিতাম না।

আপনি হয়ত বলিবেন যে এ চাকুরি এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার পাপকে দূর করাই উচিত এবং সে কথা বলিলে অবশ্যই অন্যায় বলা হইবে না। কিন্তু যদি তাহাই করি তাহা হইলেও যে কোনোদিন অবস্থা এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে যে ইস্তফা দেওয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর থাকিবে না। এখন হইতে পাঁচ দশ বৎসর পরে যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা হইলে জীবনে নূতন করিয়া পথ করিয়া লইবার উপায় থাকিবে না। সেক্ষেত্রে আজ আমার সম্মুখে অন্য পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

সন্দেহবাদী লোকে বলিবে যে চাকুরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করিয়া লইবার পর আমার সমস্ত তেজ উবিয়া যাইবে। কিন্তু এই ক্ষয়কারী প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়িতে দিব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বিবাহ করিব না, সুতরাং যখন

যাহা সত্য বুঝিব তাহাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

আমার মনের গঠন যেরূপ তাহাতে আমার সত্যই সন্দেহ হয় যে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমার যোগ্যতা আছে কিনা। বরঞ্চ আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে তাহা অন্যভাবে আমার নিজের এবং আমার দেশের উপকারে লাগাইতে পারিব।

এবিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। বাবাকে এ বিষয়ে কিছু লিখি নাই—কেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাঁহার মতও জানিতে পারিলে সুবিধা হইত।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৩৭

২৬।১।২১

........আপনি বলিতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংগ্রাম করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করিতে হইবে একাকী কর্ত্তৃপক্ষের হুমকির মধ্য দিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি সহ্য করিয়া, উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। চাকুরির মধ্যে থাকিয়া এইভাবে যেটুকু উপকার করা যায় সেটুকু বাহিরে পুরাপুরি কাজে লাগার তুলনায় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের আওতায় অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তবু আমার মনে হয় আমলাতন্ত্রের বাহিরে থাকিলে তাঁহার কাজ দেশের পক্ষে অনেক অধিক মঙ্গলজনক হইত। তাহা ছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন

নীতির। নীতি অনুসারেই আমি এই শাসন-যন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থান্ধ শক্তিতে, হৃদয়-হীনতায়, সরকারী মার প্যাঁচের জটিলতায় এই শাসন-যন্ত্র বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত।

আমি এখন দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করিবার কোনো উপায় নাই। হয় আমাকে এই গলিত চাকুরির মায়া ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে হইবে।....আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে তুমুল সোরগোল তুলিবেন।...কিন্তু তাঁহাদের মতামতে, নিন্দায় অথবা প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার নিকট আবেদন করিতেছি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই সময়ে আমার আর এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় আপনার নৈতিক সমর্থন পাইয়াছিলাম। এক বৎসরের জন্য সেই সময় আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বোধ হইয়াছিল, তবু আমি তাহার সমস্ত পরিণাম নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া নিয়াছিলাম, কখনো নিজের নিকট অভিযোগ করি নাই, সে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আজও গর্ব্ব অনুভব করি। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়া মনে বল পাইতেছি, আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আত্মত্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি সাহস এবং ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিব। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজও তাহা পাইব এ আশা করিতে পারি না কী?....

এবার বাবাকে তাঁহার সম্মতিভিক্ষা করিয়া পৃথক ভাবে লিখিলাম।

আশা করি আপনি যদি আমার সহিত একমত হন তাহা হইলে বাবাকেও তাহাতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৫৮

১৬।২।২১

....আমার "বিস্ফোরক" পত্র এতদিনে আপনি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। ঐ পত্রে আমার যে কার্য্যক্রমের উল্লেখ করিয়াছি পরবর্ত্তী চিন্তার দ্বারা তাহাই দৃঢ়তর হইয়াছে...যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরও অধিক। চাকুরি ছাড়িলেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটিবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ রহিয়াছে—যাহাতে সহস্র সহস্র কর্ম্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্ত্তমানে শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছি। ন্যাশানাল কলেজ এবং নূতন সংবাদপত্র "স্বরাজ" লইয়াই আমি এখন কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাহা ছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।

দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করিয়া বাবা ও মার নিকট পত্র দিয়াছি। এই পথে ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এই চিন্তায় তাঁহারা হয়ত আকুল হইবেন। আমি নিজে দুঃখ-ক্লেশের ভয় করিনা, সেদিন আসিলে দুঃখ হইতে সরিয়া আসিবার চেষ্টা না করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society,
Cambridge.
১৬ই ফেব্রুয়ারী। (১৯২১)

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধ হয় চিনেননা—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের Sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের barrister। আপনি আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং

চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সরকারী চাকুরী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়ীতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উত্তর পাই নাই। তাঁদের অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাঁধিয়া দেশের কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা করি—তাহা হইলে বোধ হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় "স্বরাজ" পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আরও শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা করি আপনারা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে।

আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার কৃপায় সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না।. তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—Clear-Cut Plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাদ্রাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ

এ-পর্য্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও "অসহযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎ-সামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতেছি—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর—সুতরাং আশা করি যে আমি যে পর্য্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে-পর্য্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন

না। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্ম্মের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি "স্বরাজ" পত্রিকা ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-editorial Staff এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া "জাতীয় কলেজের" নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research Student থাকিবেন—যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। আমি, যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite Policy নাই। তারপর Native States দের প্রতি কংগ্রেসের কিরূপ attitude হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় স্থির করা হয় নাই। Franchise (for men and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয় জানা নাই। তারপর Depressed Classes দের লইয়া আমাদের কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে (অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ [illegible]রার দরুণ মাদ্রাজে আজ সব Non-Brahmin এরা Pro-G[illegible]rnment এবং anti-nationalist হইয়াছে।

আমার নিজের মনে হয় যে Congress এর একটা P[illegible]anent Staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (Problem) লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে Up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures সংগৃহীত হইলে Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে

(Problem এ) একটা Policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় Problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite Policy নাই। আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী Staff of research Students চাই।

তা ছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department খোলা দরকার। Intelligence Department এ দেশের সম্বন্ধে up-to-date সব খবর facts and figures যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। Propaganda Department থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Department থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে। সেই পুস্তকে কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে। আমি অনেক লিখিয়া ফেলিলাম। আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন। আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা ইচ্ছা করিলে আমি এ বিষয়েও বোধ হয় কিছু করিতে পারিব।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে পাঠাইতে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের ভার লইতে পারি। আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে passage এবং Outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এ কাজের

ভার লইবার পূর্ব্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা লওয়া বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

প্রণত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমার ঠিকানা—
Fitz William Hall.
Cambridge.

৬০

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

২৩।২।২১

....যেদিন আই. সি. এস. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে সেইদিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে ঃ যদি চাকুরিতে থাকি তাহাতে দেশের অধিক উপকারে আসিব, না চাকুরি ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়াছি যে জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নহে। চাকুরিতে থাকিয়া দেশের কোনো উপকার করা যায় না ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাহি যে তাহাতে যেটুকু মঙ্গল হইতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশ সেবার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। নীতির দিকটাও এখানে দেখিতে হইবে সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতাকে মানিয়া লওয়া আমার নীতিতে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব। আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা উজ্জ্বল রহিয়াছে। ক্রমেই বোধ করিতেছি—এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবী মিটাইতে পারিব। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাহার অনুকূল।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society
Cambridge.
২রা মার্চ্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে এক রকম কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্ব্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কি রকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কর্ম্মীলোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে

যে পর্য্যন্ত আমার চাকুরী ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্য্যন্ত যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত Passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যতশীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) "জাতীয় কলেজে" আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research-students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগেস তারপর একটা Commi'tee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress এর কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট policy নাই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress-League Scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত সুতরাং ভাঙ্গার কার্য্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি Complete Programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন Policyর জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে—এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social Service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি তারপর সুবিধা মত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বদ্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২।১ জন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গ দেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি---এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকরী ছাড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে Self Justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

৬২

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

অক্‌স্‌ফোর্ড

৬।৪।২১

....বাবার ধারণা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস চাকুরিয়ার পক্ষে নূতন শাসন ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্ব্বিসহ হইবে না। দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্তশাসন অনিবার্য্য। কিন্তু আমার জীবন নূতন শাসন ব্যবস্থায় সহনীয় হইবে কিনা ইহা আমার প্রশ্ন নহে। পরন্তু আমার ধারণা যে চাকুরিতে বহাল থাকিয়াও আমি দেশের কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারিব। আমার প্রধান প্রশ্ন নীতিগত। বর্ত্তমান অবস্থায় কি আমাদের এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক কাঁড়ি টাকার জন্য আত্মবিক্রয় করা সমীচীন? যাহারা ইতিমধ্যেই চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা চাকুরি গ্রহণ করা ভিন্ন যাহাদের পত্যন্তর নাই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার অবস্থা অনেক দিক দিয়া সুবিধাজনক থাকিতে আমার কি এত শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? যেদিন আমি চাকুরির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিব সেদিন হইতে আমি আর স্বাধীন মানুষ থাকিব না ইহাই আমার বিশ্বাস।

যদি আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি তবে দশ বৎসরে কেন তাহার পূর্ব্বেই স্বায়ত্তশাসন আমরা অর্জ্জন করিতে পারিব। সেই মূল্য আত্মত্যাগ এবং ক্লেশ স্বীকার। কেবল এই আত্মত্যাগ এবং দুঃখ বরণের ভিত্তিতেই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি আমরা সকলে নিজের নিজের চাকুরির খুঁটি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকি, নিজের স্বার্থের অন্বেষণেই প্রবৃত্ত থাকি, তবে পঞ্চাশ বৎসরেও আমাদের স্বায়ত্তশাসন মিলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব

যদি না হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য আনিয়া দিতে হইবে। বাবা আমাকে এই আত্মত্যাগ হইতে রক্ষা করিতে চাহেন। আমাকে আমারই স্বার্থে এই দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য বুঝিব না এমন হৃদয়হীন আমি নহি। তাঁহার স্বভাবতই আশঙ্কা হয় বুঝিবা আমি তরুণ-সুলভ উত্তেজনার ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এই ত্যাগ কাহাকে না কাহাকেও করিতেই হইবে।

যদি অন্য কেহ অগ্রসর হইত, তবে আমার পিছপা হইবার, অন্ততঃ আরও খানিকটা ভাবিয়া দেখিবার কারণ বুঝিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাইতেছে না, অথচ অমূল্য সময় বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও এটুকু ঠিক যে এখন পর্য্যন্ত একজন সিভিলিয়ানও চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া আন্দোলনে নামিতে সাহস করে নাই। ভারতবর্ষের সম্মুখে যুদ্ধের আহ্বান আসিয়াছে—অথচ কেহ তাহার সমুচিত জবাব দেয় নাই। আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি সমগ্র বৃটিশভারতের ইতিহাসে একজনও ভারতীয় স্বেচ্ছায় দেশ সেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নাই। দেশের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সময় আসিয়াছে। সরকারী উচ্চ চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এমন কি তাহার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের যন্ত্র ধ্বসিয়া পড়ে।

সুতরাং এই ত্যাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার কোনও পথ দেখিতে পাইতেছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি ভালরূপে জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম ত আছেই, আরও নানা ভোগ আছে যাহার কথা স্পষ্টভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার

পক্ষে বুঝিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু এ ত্যাগ করিতেই হইবে, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করিতে হইবে। দেশে ফিরিয়া পদত্যাগ করিবার যে পরামর্শ আপনি দিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ গোলামির প্রতীক স্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করা আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানের জন্য যদি চাকুরিতে প্রবেশ করি তাহা হইলে প্রথা অনুসারে আমি ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারীর পূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারিব না। এখন যদি পদত্যাগ করি তবে জুলাই মাসেই ফিরিতে পারিব। ছয় মাসের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ঠিক মুহূর্ত্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন দমিয়া যাইতে পারে, দেরীতে সাড়া মিলিলে তাহা হয়ত ফলপ্রসূ হইবে না। আমার বিশ্বাস আরেকটি এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করিতে হয় তবে তাহা দুদিন পরে অথবা এক বৎসর পরে করিলেও আমার বা অন্য কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু দেরী করিলে আন্দোলনের পক্ষে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে। আমি জানি যে আন্দোলনকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যদি নিজের কর্ত্তব্য পালনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি তাহাও এক বৃহৎ লাভ বলিতে হইবে।...যদি কোনও কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করি তবে বাবার নিকট তৎক্ষণাৎ তার পাঠাইব, তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা ঘুচিবে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী [১৯২৩

৬৩

শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত

ফিটজ উইলিয়াম হল, কেম্বি_্জ।
২১শে এপ্রিল, ১৯২১

ভাই চারু,

তুমি জান কর্ত্তব্যের আহ্বানে একবার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তরী এখন রম্য কাননে উপনীত হয়েছে যেখানে Power, Property, Wealth আমার করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সাড়া আসছে—"তোমার এতে আনন্দ নাই। তোমার একমাত্র আনন্দ সাগরের উর্ম্মিমালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানো।"

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পৌঁছবে।

কি করব এখনও ঠিক করতে পারি নি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে—বোলপুরে যাব। আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।

ইতি—

তোমার সুভাষ।

৬৪

পরবর্ত্তী তুইখানি পত্র শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

কেম্ব্রিজ

২৮।৪।২১

আমার পদত্যাগ সম্বন্ধে ফিট্জ্ উইলিয়াম হলের সেন্সর রেডাওয়ে সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা হইল। আমি তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল—তিনি আমার চিন্তাধারার প্রতি সোৎসাহে সমর্থন জানাইলেন। আমি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি শুনিয়া তিনি নাকি আশ্চর্য্য এমন কি হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, কারণ তিনি এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয়কে এরূপ করিতে দেখেন নাই। আমি তাঁহাকে বলি যে পরে আমি সাংবাদিকতাকেই আশ্রয় করিব। তাঁহার মতে সাংবাদিক-জীবন একঘেয়ে সিভিল সার্ভিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি তিন সপ্তাহ অক্সফোর্ডে ছিলাম এবং সেখানেই আমি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শেষ কয় মাস যে চিন্তায় আমাকে অহরহ পীড়া করিয়াছে তাহা শুধু এই যে বহু ব্যক্তির বিশেষ করিয়া বাবা ও মার তুঃখ ও ক্লেশ হয় সেরূপ কার্য্য নীতিগতভাবে আমার করা উচিত কিনা।....সুতরাং নূতন পথের কিনারায় দাঁড়াইয়া আজ আমাকে বাবা-মার সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও আপনার উপদেশের বিরোধিতা করিতে হইতেছে—অবশ্য আপনি যে কোনও পথে আমি চলি না কেন আপনার "সাদর অভিনন্দন" জানাইয়া রাখিয়াছেন। সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি এই ছিল যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে যাহার এদেশে থাকিবার নৈতিক অধিকার আমি

বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে আমি তিন বৎসর অথবা তিনদিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝিয়াছি যে আপোষ হীন বস্তু—ইহাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।....সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি এড্‌মণ্ড বার্ক বর্ণিত সুবিধাবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। আমাদের এক জাতি গঠন করিতে হইবে এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে।....আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বৃটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত। প্রতি সরকারী কর্ম্মচারী, সে তুচ্ছ চাপরাশী অথবা প্রাদেশিক গভর্ণরই হউক, নিজের কাজের দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে পাকা করিতেছে। সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা। আমি টল্‌ষ্টয়ের নীতির কথা শুনিয়া অথবা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া একথা বলিতেছি না, নিজে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছি।....কয়েকদিন হইল আমার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছি। গৃহীত হওয়ার সংবাদ এখনও পাই নাই।

আমার পত্রের উত্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে আন্তরিকতাপূর্ণ কর্ম্মীদের অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। সুতরাং দেশে ফিরিবার পর অনেক প্রীতিপ্রদ কাজ আমি পাইব।....আর কিছু আমার বলিবার নাই। ফিরিবার সব পথ রুদ্ধ করিয়া আমি ঝাঁপ দিলাম,—আশা করি ইহার ফল শুভই হইবে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৫

কেম্ব্রিজ

১৮।৫।২১

স্যর উইলিয়াম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে রাজী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে বড়দাদার সহিত পত্রালাপও করিয়াছেন। কেম্ব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী রবার্টস সাহেবও আমাকে আমার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং আমাকে জানাইয়াছেন যে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দ্দেশ অনুসারেই তাঁহার এই হস্তক্ষেপ। আমি স্যর উইলিয়ামকে জানাইয়া দিয়াছি যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৬

(পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত)

মান্দালয় জেল

২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation" এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি সেজন্য খুবই খুসী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর

দেওয়া সুকঠিন, এ চিঠিখানিকে যে আবার “censor”-এর হাত অতিক্রম ক’রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা ; কেন না, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাব্ছি ও যা অনুভব কর্ছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারিনা যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেননা, সেটা নিছক ভণ্ডামী হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা' হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাক্‌ত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তা হলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে

লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়— সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

৺লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ' বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত

স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিষটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশীদিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকাল বার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফুর্ত্তির অভাব, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল-বার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত-চর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলা-ধূলা করা, মনোমত কাব্য-সাহিত্যের চর্চ্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং

ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাঁদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশী উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমার জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথা-

সম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত যন্ত্রণাদায়ক হয় না, এই সমস্ত সূক্ষ্ম ধরণের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দ ধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেম-বিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ কষ্টের ছোট খাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখিনা বরং আমার মনে হয় দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারবনা, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

মান্দালয় জেল
২৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের Smoke বইটা পাইনি। আফিসে পার্শ্বেলটী খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কলকাতায় C. I. D. আফিসে তিনি খোঁজ করবেন, তুমিও D. I. G. C. I. D.-কে লিখে এ-বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russell-এর "Prospects of Industrial Civilisation" খানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অনেকেই সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইটা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত-বেশী যে, একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখিলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আটকে রাখবার জন্যে দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারিনি। "Free thought and

official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি ?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখানা হালের "বঙ্গবাণী" তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম, আমি এখনও সেটা পড়ি নি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্ম্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—censoı-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গালার যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে

মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তারা পারলেও আজ কিছু বল্‌তে সাহস করছেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারিনা। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যই যেন নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভার চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russell যখন বলছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটী সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং

আমার বিশ্বাস যে কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড, সেই এ কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয়ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও একটা idealism আছে। তারা যাকে পূজার সামগ্রী মনে করে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারা যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জ্জিত মনে করতে পারিনা। সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বত্র যারা কর্ম্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্মনিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুস্ড়ে পড়তে বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা

করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয়নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটী পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায়নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরান পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারীদের ছায়া না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে, এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সবচেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৮

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

শ্রীচরণেষু মা,

আজ আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাঙ্গালী আপনার নিকট সান্ত্বনার বাণী প্রেরণ করিতেছি, যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভূত করিয়াছে তদপেক্ষা মহান বিপদ কোন মহিলার জীবনে ঘটিতে পারে না। যে শোক আজ আপনার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও হিন্দু নারীর জীবনে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দ্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিপদের ঘন কুজ্ঝটিকায় শোকের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পৌঁছায় তাহা হইলে আমরা ধন্য হইব।

যিনি গিয়াছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ভারতবাসীই কাঁদিতেছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী কাঁদিতেছে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়।

তাঁহার আত্মীয়-স্বজন—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের বন্ধুরা—আজ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছেন। সাহিত্য ও কলা জগতের মহারথীরা—এমন কি সকল ক্ষেত্রের ভাবুক সম্প্রদায়—আজ তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। যাহাদের জন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধন ও যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—যাহাদের সেবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয়ু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার শোকে অবসন্ন। কিন্তু বাঙ্গলার যে সব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উদ্ধৃত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে দুঃখে আঁধারে আলোয় তাঁহার আদেশ বাণী অনুসরণ করিয়াছে—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কখনও বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে কখনও বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা, সখা ও গুরুর অপূর্ব্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয় মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা।

যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে ; সে তিমির প্রাচীরের মধ্যে আলোক প্রবেশের তিলার্দ্ধ স্থানও নাই।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন বাঙ্গলার আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, বাঙ্গলার বীর-কেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত। সেদিন নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব মোহনীয় মূর্ত্তি বরাভয়হস্তা মহাশক্তিরূপে বাঙ্গলার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিনিয়াছিল ; সেদিন বাঙ্গালী আপনাকে শুধু দেশনায়িকা নয়—দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল। সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার দিন বাঙ্গলা ভুলে নাই, ভুলিতে পারেনা। সে দিন বাঙ্গালী আপনাকে যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার সেই সিংহাসন অটুট রহিয়াছে। সেদিন হইতে আপনি শুধু চিররঞ্জন মাতা নন,—আপনি বঙ্গমাতা।

তাই বলি আমাদের এই বিপদের দিনে আপনিই আমাদের শক্তি সাহস ও সান্ত্বনা দিন, যে নিবিড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র দেশ নিমগ্ন—যে বিষাদ ও হাহাকারে আজ সোনার বাঙ্গলা শ্মশান প্রায়—তার মধ্যে, নূতন আলোক বিকিরণ, নব শক্তির উন্মেষ ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার—আপনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে ? যে আহ্বানে আপনি একদিন বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙ্গালীকে জাগান। যে মন্ত্র-বলে আপনি একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তিরূপে, আপনি আর একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবসাদ ঘুচিবে—প্রাণে নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ আসিবে—আশার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশদিক আবার সুখে হাসিয়া

উঠিবে। বাঙ্গলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিবে; আপনার আশীষ লভিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবে এবং অর্জ্জিত জয়মাল্য আপনাকে ভূষিত করিয়া গাহিবে

"বন্দে মাতরম্"।

ইতি—

আপনার সেবকবৃন্দ

ম্যাণ্ডেলে সেণ্ট্রাল জেল
ইং ৬।৭।২৫

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমদনমোহন ভৌমিক
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী

To

Mrs C. R. Das
148, Russa Road, South
Calcutta

৬৯

শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ

মান্দালয় জেল

৩-৭-২৫

তোমার তিনখানা পত্র আমি যথা সময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই নাই; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখা পড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্ব্বে মাত্র দুইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে দু'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার সুযোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো, শুধু দান করা Organised Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারেনা। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্য প্রার্থীদের মনে জাগান উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয়—তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দু' একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

(১) যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালী কাজ করিয়া তাহার যদি অন্য কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্যে সময় কাটাইতেছে কি না। এই জন্য inspection বা স্থানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা

সত্ত্বেও যাহারা কাজ করেনা তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

(২) যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্য্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

(৩) কাজ করাইতে হইলে Variety of Choice থাকা চাই; কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।

(৪) যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পর্য্যন্ত সে ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্ত্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social Service-এ অসীম ধৈর্য্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই—raw-materials (যেমন খবরের কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে, যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই সব জিনিষ তাহারা বিক্রয়

করিয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে (অন্তত আংশিক ভাবে) খরচ উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইব্রেরীর জন্য hap-hazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলা ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্তত কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আসুক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই।

* * *

দূরদেশে যদি সূতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে

তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সূতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই, যদি অন্ততঃ খানিকটা সূতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সূতা কাটিবে অথচ সূতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সূতায় যদি ধুতি বা শাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সূতা কাটিতে পারে। পূর্ব্বে অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করাইত। এখনকার অবস্থা আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে সূতা লইয়া ধুতি শাড়ী প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

৭০

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Mandalay Central Jail
10.7.25.

মা,

এতদিন পত্র দিবার চেষ্টা করি নাই, কলমে ভাষা আসছিল না—হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যখন খবর কাগজে দেখি—তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে একই কথা

দেখলাম—তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল। তিনি নিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে আবার কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করেছিল যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেনই। কিন্তু এর মধ্যেই বজ্রপাত! বজ্রপাতে লোকের শরীর মন অল্পক্ষণের জন্য অবসন্ন থাকে—কিন্তু এ হেন অশনিপাতে অবসন্নতা সহজে দূর হয় না।

প্রথম কথা মনে হ'ল—আজ আমি যে সুদূর ব্রহ্মদেশে! হৃদয়ের প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। এ দুঃখ আমার পক্ষে ভোলবার নয়। কারাগৃহ—কারার লৌহকপাট—কারার অসংখ্য গারদগুলি ইহার পূর্ব্বে কখনও এত বিষময় বলিয়া বোধ হয় নাই। ইচ্ছা হ'ল টেলিগ্রাম করে প্রাণের একটা কথা অন্ততঃ বলে পাঠাই—কিন্তু Conventional হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাহা করলাম না।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে বহরমপুরে বদলি হ'ব। বিদায়ের সময়ে আমি তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বললাম "আপনার সঙ্গে বোধ হয় অনেকদিন দেখা হবেনা"। তিনি উত্তরে হেসে বললেন "না আমি তোমাদের বেশীদিন জেলে থাক্‌তে দিচ্ছি না।" হায়! তখন কি আমি জানি যে আমার কথা এত বেশী সত্য হয়ে দাঁড়াবে—অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আমি ৬ই জুনে তাঁর নিকট একখানি পত্র দিই—সে পত্র কি তিনি পেয়েছিলেন? তাঁর শেষ পত্র আমি এইখানেই পাই। সেই চিঠি এবং সেই চিঠির ভাষা তাঁহার ভালবাসার শেষ নিদর্শন। আমি সেই চিঠির উত্তরে ৬ই জুনে দার্জ্জিলিং এর ঠিকানায় পত্র দিই।

কয়েকদিন হ'ল আপনার নিকট ১৪৮নং ঠিকানায় আমরা সকলে মিলে একটা Joint চিঠি দিয়েছি। সে চিঠি পেলেন কিনা তা' জানবার জন্য আমরা একটু উদ্বিগ্ন আছি। আপনার মনের অবস্থা যদি সে রকম না হয়—তা' হ'লে লৌকিকতার দরুণ কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্তি সংবাদ পেলেই আমাদের যথেষ্ট হবে।

তাঁর বন্ধু বান্ধব ও follower দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার appreciation লিখেছেন বা লিখিতেছেন। কিন্তু appreciation লিখবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা তাঁর এত নিকটে বাস করেছি এবং তাঁহার প্রাণের গভীরতা ও বিস্তৃতি এতটা অনুভব করেছি যে সেই অনুভূতি-জনিত বিহ্বলতার মধ্যে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সান্ত্বনা দিবার ভার যাঁদের উপর—আশা করি তাঁহারা সে কর্ত্তব্য পালন করেছেন। আমার কি সান্ত্বনা দিবার শক্তি আছে? আমারই যে সান্ত্বনার প্রয়োজন। তাই বলি আপনাকে ভগবানই শক্তি ও সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

ভোম্বলকে পত্র দিয়েছিলাম—তার উত্তর পেয়েছি। প্রত্যুত্তর আগামী সপ্তাহে দিব।

আমি বাহিরে থাকলে আমার সেবার কোনও ফল হত কিনা জানিনা। আমার সেবার প্রয়োজন হ'ত কিনা—তা'ও জানিনা। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ যে সেবার সুযোগ আমার নাই—এই কথা যেন ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বন্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্যহীন—সেখানে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা

ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমায় ধন্য করুন।

আপনার সেবক
শ্রীসুভাষ
(C/o D.I.G. I.B, C.I.D
I3, Elysium Row.
Calcutta)

Mrs C. R. Das
2, Beltala Road,
Calcutta.

৭১

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
৭।৮।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোনও পত্র দিই নাই। এ সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখবার প্রয়োজন নাই তাই ঘরকন্না সম্বন্ধে লিখব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব, সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেরালছানা দিয়ে মেটান হয়।

আমি ছোট ছেলে মেয়ে খুব পছন্দ করি কিন্তু বেরালছানা আমার ভাল লাগেনা—বিশেষতঃ যেখানে সব কয়টা বেরালই বদরঙ্গের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায়না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেরাল ভালবাসে—আর যে সব গরীব কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে তারাও বেরাল ও বেরালছানাকে আদর করে। এইসব লোকের বেরাল প্রীতির ফলে এখানে বেরালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেরাল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই "ময়লা-লু" বলে, তার আসল নাম "লবানা"। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে "ময়লালু"—বর্ম্মা ভাষায় "লু" মানে "লোক" বা "মানুষ"। সে ময়লা সাফা করে অতএব তার নাম "ময়লালু"। "ময়লালু" কথাটা ভাল লাগেনা বলে "মলয়ালু"—তার থেকে তার ভাল নাম দাঁড়িয়ে গেছে "মলয়"। আমাদের "মলয়" যখন শোয়—তখন তার মাথার কাছে বেরাল, বুকের উপর বেরাল, পায়ের কাছে বেরাল। চতুর্দ্দিকে বেরালের পরিবারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেরালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে বেরাল ছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয় রাজ্যের বেরাল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেরাল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা ৯ জন। তবে বলা বাহুল্য যে সকলেই পুরুষ। চাকর টাকর নিয়ে মোট ২০ জনের বেশী বই কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায়না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবুর্চী, মশালজী, মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সবরকম লোক আছে। বসতবাটী ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রান্নাঘর, পুখুর, খেলবার জন্য টেনিস কোর্ট

প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর গত ৬মাস ধরে তৈয়ারী হচ্ছে কবে তৈয়ারী শেষ হবে তা শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।

বুঝতেই পারছেন যে এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী—কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী আর কেহ আমার মত বিনাবিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর ঘৃণার ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকেই বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অন্যায় করে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বলে—"গৃহিণী গৃহং উচ্যতে" অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ নাকি গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই। গৃহিণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজার বাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে ম্যানেজার বাবু আমাদের মত একজন বিনা বিচারে কয়েদী। তিনি হিসাব পত্র রাখেন; দৈনিক বাজারের ফর্দ্দ তৈয়ারী করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, আমাদের এই বিশাল সংসার তাঁর অঙ্গুলি চালনায় চলে। খাওয়া পরার জন্য তাঁকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খারাপ হলে তাঁকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সংসারের নাম রাখা হয়েছে—অমুক বাবুর হোটেল।

এখানকার খাওয়া দাওয়া সাধারণতঃ মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তা এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না – তবে জিনিষপত্রের দাম বড় বেশী। ম্যানেজার বাবুর কৃপায় এখানে

আমাদের উঠানের এককোণে মুরগীশালা খোলা হয়েছে—সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মোরগ ও মুরগী স্থান পেয়েছে। সকাল সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিশিষ্ট জীবের "কক্কর কোঁ" শব্দে আমি অস্থির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজার বাবুর নাকি ঘুম হয়না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুখুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্য্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পরিষ্কার থাকলে আমরা লম্ফ ঝম্ফ করে, একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলেছি মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজার বাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন সূর্য্যমুখী ফুলই বেশী, এ রাজ্যে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জানি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোর সুগন্ধি নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক যাবে না। কাহিনী সকলকে পড়ে শোনাবেন; মেজদাদাকেও। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ীতে পত্র দিই। যদি কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিণ্ট্যাণ্ডেণ্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কিনা জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি
সুভাষ

৭২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

মান্দালয় জেল
১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার "স্মৃতি কথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ক'রে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্‌কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তার অনুগ্রহ, কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশে পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই ; পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায় ? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না

করতে পারে তা' হলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয়, "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ"। আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে ?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে।...."আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ"। প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মত নির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল-বাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্য চরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করিনা কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুকনা কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা !" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের

পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানা প্রকার অসত্যে এবং অৰ্দ্ধ সত্যে বাঙ্গলার সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণ ধুলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণ গৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুয়ের চাপে তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধর-পাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম

বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্ক বিতর্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল, তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আবার বাগ্দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্ব প্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও ঊর্ম্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্ত্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোক-চক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁর সাধনা তার সমস্ত পরিবারকে নিয়ে। আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি

দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও অনুগত কর্ম্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না।........ দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকাল-মৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তার অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকল্‌মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতি কথা' র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস

হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো

কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখিনা, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D.I.G. I.B., C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta.

৭৩

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
১১।৯।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি পেয়ে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যে রস উপভোগ করেছেন তা' জেনে সুখী হয়েছি—কারণ মধ্যে ২ আশঙ্কা হয় যে হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে "রসো বৈ সঃ"—অর্থাৎ ভগবান না কি রসময়। সুতরাং রস যে লোক হারিয়েছে—সে যে জীবনের সার বস্তু—আনন্দ—হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তার জীবন তখন ব্যর্থ, নিরানন্দ ও দুঃখময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যদি আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে আমি আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড়

বড় লোকেরা—যেমন দেশবন্ধু, রবি ঠাকুর ইত্যাদি—অনেক বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত—আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হারান না। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

যাক্—বক্তৃতা রেখে এখন গল্প করি। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যা শুনলে আপনারা মনে করবেন বুঝি নাটক অথবা উপন্যাসের কথা বলছি। আমাদের মলয় হঠাৎ খালাস পেয়ে বাড়ী চলে গেছে। তার সাত বৎসর মেয়াদ হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে তিন বৎসর মেয়াদ সে ভোগ করেছিল। গভর্ণমেণ্টের নূতন নিয়ম অনুসারে যাদের বেশী মেয়াদ হয়, তাদের মেয়াদের অর্দ্ধেকটা.... ভোগ হয়ে গেলে, তারা খালাস পেতে পারে। সে নিয়মানুসারে হঠাৎ একদিন খবর এলো যে মলয় কালই খালাস পাবে। যার তিন বৎসর মেয়াদ বাকী আছে, সে যদি হঠাৎ খবর পায় কালই খালাস পাবে, তবে তার মনের অবস্থা কি রকম হবে—তা হয় তো কল্পনা করতে পারেন। বহুদিন যাদের দেখে নাই, বহুদিন যাদের খবর পায় নাই, বহুকাল যাদের দেখা পাবার আশা ছিল না—হঠাৎ তাদের সব কথা সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তখন বোধ হয় মানুষের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আমরা মনে করে-ছিলাম যে হঠাৎ খালাসের খবর পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করবে—কিন্তু তা যখন করলে না তখন বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত আনন্দের চাপে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলছে "কাউণ্ডে কাউণ্ডে" অর্থাৎ "ভাল ভাল"।

তার খালাসের পূর্ব্বদিনে তাকে কাছে বসিয়ে তার বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম তার দুইটি স্ত্রী, এবং দুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। এক স্ত্রীর কোন সন্তান হয় নাই। বহুকাল, অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর, এদের সম্বন্ধে কোনও খবর পায় নাই। তাই

খালাসের সময়ে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অমঙ্গল চিন্তা করে মনটা আকুল হয়েছে। তারা সকলে বেঁচে আছে কিনা—তারা কেমন আছে এই সব চিন্তা এতদিন এক রকম চাপা ছিল। কিন্তু খালাসের সময়ে এই কথা মনে আসতে একদিকে আনন্দ হচ্ছে এবং অপর দিকে নানা প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণে ও খালাসের খবর পেয়েও বেশী আনন্দ করতে পারে নাই।

তারপর তার বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে সে গ্রাম্য জমিদার কি রাজা। পূর্ব্বে তারা একেবারে স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য বর্ম্মীদের রাজাদের সহিত লড়াই করেছিল। তারপর ইংরাজের অধীনে তারা গিয়ে পড়ে। মধ্যে প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে, খাজনা বন্ধ করাতে ইংরাজের সহিত তাদের লড়াই হয়। সেই লড়াইতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরে। শেষে হার মেনে সে পলায়ন করে। প্রায় তিন বৎসর লুকিয়ে থাকবার পর তার বৈমাত্রেয় ভাই তাকে এবং তার ভাইকে ধরিয়ে দেয়। তার ভায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তার অর্থাৎ মলয়ের সাত বৎসর মেয়াদ হয়।

তারপর মলয় তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন দেখাইল সে সবগুলি যুদ্ধের সময়ে আঘাতের চিহ্ন। তারপর আমরা বর্ম্মাদেশের ইতিহাস শুনে দেখলাম যে তার কথা সত্য বটে। তার খালাসের পরও সেই দেশের অন্যান্য কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে মলয়ের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

একজন গ্রাম্যরাজাকে আমরা মেথর করে রেখেছি একথা শুনে আমরা লজ্জায় মাথা হেঁট করলাম। শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেন মেথরের কাজ করতে স্বীকার করল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত সে বললে—"কি করব—জেলের হুকুম! এখানে

কি আর মানুষ আছি—এখানে কুকুর হয়ে গেছি। আবার বাহিরে গেলে তখন মানুষ হব।”

তার করুণ কাহিনী শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—ভবিষ্যতে সে কি করবে। অনেক চিন্তা করে বললে,—“এখনও কিছু স্থির করতে পারি নাই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই আবার শত্রুতা আচরণ করবে কিনা জানিনা—কারণ আমার অবর্ত্তমানে সেই জমিদারী ভোগ করছিল। ভয় হয়—হয় তো আমার কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে।”

যাবার সময়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ীতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে কিনা। তখন গদগদ কণ্ঠে বল্লে—“বেঁচে থাকতে আপনাদের স্নেহের কথা ভুলবনা—এবং আমার ছেলে ও নাতিদের কাছে আপনাদের গল্প করব।”

এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়, না উপন্যাসের গল্প বলে মনে হয়? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও অলৌকিক বলে বোধ হয়। এও তাই।

বর্ম্মা ভাষা ভালো রকম শিখতে পারি নাই—তবে সাধারণ কথাবার্ত্তা চালাবার মত কিছু কিছু শিখেছি। বর্ম্মাদের মধ্যেও কেহ কেহ ইংরাজী বা হিন্দুস্থানী জানে তাদের সাহায্য নিয়ে বর্ম্মা কথা আমরা বুঝে থাকি। মোটের উপর একটু অসুবিধা হলেও আমরা কোন রকমে কাজ চালিয়ে নি।

টেনিস কোর্টের দরুণ আমরা কতকটা ব্যায়াম করতে পারি। তা না হ'লে বোধ হয় বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতুম। এম্‌নি তো বাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ব'লে বোধ হয়। পূর্ব্বে আমরা ব্যাড-মিণ্টন খেলতে পেতাম। ব্যাডমিণ্টন আমি চিরকাল মেয়েদের খেলা

বলে মনে করতাম এবং সেইজন্য কখনও খেলি নাই। জেলে এসে সব উল্টে যায়—তাই আবার শৈশব ফিরে আসে এবং আমরা ব্যাডমিণ্টন খেলতে আরম্ভ করি। প্রথমে যে একটু লজ্জা হ'ত না তা বলতে পারি না। তবে শাস্ত্রে বলে যে মধু না পাওয়া গেলে গুড় ব্যবহার করা উচিৎ। তাই অন্য খেলার অভাবে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলা খেলে আশ মেটাতে হ'ত। আমাদের সব সময়ে জেলখানার মধ্যে আর একটা ক্ষুদ্র জেলে বাস করতে হয়—আমাদের ওয়ার্ডের (ward) বাহিরে আর কাহারও সহিত মিশিবার উপায় নাই। অধিকাংশ জেলে আমাদের কপালে এরূপ ward (ওয়ার্ড) জুটতো—যে কোন রকমে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মত জায়গা করে নেওয়া যায়। এখানে একটু জায়গা বেশী থাকাতে টেনিস খেলা সম্ভব হয়েছে। তাতেও মুস্কিল এই যে বলগুলি প্রায় দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে। আর যে গুলি বাইরে যায় না সেগুলি দেয়ালের গায়ে আঘাত খেয়ে আবার কোর্টের মধ্যে এসে পড়ে। তবুও—"নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।"

পুখুরের জল বাড়বার উপায় নাই। কারণ বাড়লেই উপছে নর্দ্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর মধ্যে মধ্যে পুখুর খালি করে নূতন জল ভরতে হয়। বস্তুতঃ চৌবাচ্চা না বলে পুখুর বলবার কোনও কারণ নাই। তবে ব'লে মনকে বোঝান যায় যে পুখুরে স্নান করেছি।

এখানে তুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করতে পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত ঝগড়া চলছে দেখা যাক কি হয়। পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে।

আমাদের হোটেলে সবই পাওয়া যায়। সেদিন ম্যানেজার বাবু আমাদের গরম গরম জিলিপী খাওয়ালেন—আর আমরাও তুহাত তুলে

আশীর্ব্বাদ করলাম তিনি যেন চিরকাল জেলেই থাকেন। তার পূর্ব্বে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন যদিও গোল্লা রসে ভাসছিল তবুও ভিতরে রস ছিল না এবং ছুড়ে মারলে রগ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমরা সেই লৌহবৎ রসগোল্লা নিশ্চিন্তমনে গলাধঃকরণ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে ম্যানেজার বাবুর দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলাম।

আমরা যখন বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালী রকমের রান্না নিশ্চয় হয়। ম্যানেজার বাবু স্থির করেছেন যে জগতে একমাত্র পেঁপেই সত্য—তাই ঝোলে ঝালে অম্বলে, তরকারীতে ডালনায়—সর্ব্বত্র পেঁপে পাওয়া যায়। আর যেহেতু আমাদের ম্যানেজার বাবু half doctor অর্থাৎ আধা ডাক্তার—তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বেশী পরিমাণে পেঁপে ভক্ষণ করলে পেটের অবস্থা ভাল থাকবে। চলতি কথায় বলে—"খাওয়ার মধ্যে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।" এখানে থোড়ও পাই না আর বড়িও পাই না। তাই বলতে ইচ্ছা করে নিরামিষ রান্নার মধ্যে পেঁপে, বেগুন, শাক, বেগুন, পেঁপে। ভাগ্যিস পাঁঠা ও মুরগীটা খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাই ম্যানেজারের গুণগান করতে পারছি—তা না হলে কি হোত বলা শক্ত।

এটা কিন্তু না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যে এর মধ্যে ম্যানেজার বাবু অনেক অনুরোধের ফলে ধোঁকার ডাল্‌না, ছানার কালিয়া ও ছানার পোলাও খাইয়েছেন। অতএব তাঁর জয় হ'ক। দুর্ম্মুখেরাও যেন তাঁহার নিন্দা কখনও না করে!

বাগানের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখানে বাগানের অবস্থা শোচনীয়। ফুলের বীচি লাগান হয়েছিল পিঁপড়ে ও পোকার উপদ্রবে বেশী গাছ গজায় নি। যে কয়টি হয়েছিল মুরগী কয়টা মিলে সেগুলি ধ্বংস করেছে। ফলে, গাছের মধ্যে এখন দাঁড়িয়েছে সূর্য্যমুখী এবং ঐ জাতীয় দুই এক রকম গাছ। রজনীগন্ধা গাছ কয়েকটা আছে কিন্তু

গন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গন্ধ ও গানের অভাব সময় সময় বোধ করি। কিন্তু উপায় কি?

এ মুলুকে ভাল চা পাওয়া যায় না—তাই কলকাতা থেকে ভাল চা আনবার জন্য দোকানে আমরা ফরমাস দিয়েছি। এখানকার লিপ্‌টন ও ব্রুকবণ্ড চা অখাদ্য এবং উভয়ই বিলাতী। আমি গত চিঠিতে খলের কথা লিখেছিলাম। একটা ভাল খল কবিরাজী ওষুধ খাবার জন্য। এবং খুড়োকে বলবেন ভালো চায়ের দোকানের ঠিকানা আমাকে জানাতে। আমরা দার্জ্জিলিঙের অরেঞ্জপিকো (Orange Pekoe) চা খাই। এখানকার দোকানে ফরমাস দিয়ে আমরা কলকাতার সেই দোকান থেকে চা আনাবো।

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার ঈলিশ মাছ। দেখতে ঠিক গঙ্গার ঈলিশ। কিন্তু গঙ্গার অথবা বাঙ্গালার ঈলিশের মত একটুও স্বাদ নাই। খাবার সময় বলতে পারা যায় না কি মাছ। মাছের মধ্যে রুই ভিন্ন ভাল মাছ পাওয়া যায় না। চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় বটে—কিন্তু আগুন দর।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। কঞ্চি মামা এখন কোথায়? প্রাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? মেজদাদাকে বলবেন যে টাকার কথা যা লিখেছিলাম তা যেন পাঠান। আপনারা কি এবার দেশে যাবেন পূজার সময়? আমার Financial Secretary-র খবর কি? তিনি এখন বোধ হয় কটকে? অরুণার ও গোরার বিবাহ কি স্থির হল? বড়দিদিরা কেমন আছেন? শরীর কেমন?

কাপড় জামা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনারা কি জানেন না যে আমরা সম্রাটের অতিথি? আমাদের কি কোন অভাব থাকতে পারে? আমাদের অভাব মানে যে সম্রাটের নিন্দা। আর তাও কি হতে পারে?

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। সুখে দুঃখে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। গরমের সময় বেশ অসুবিধা হয়েছিল আর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছিল। বদলী হবার জন্য যে দরখাস্ত করি সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা বোধ হয় মনে করেন যে আমি ছলনা করে বলছি যে—আমার শরীর খারাপ। অথবা মনে করেন যে আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; সরকার এত কষ্ট করে আমার খোরাক পোষাক বিনা খরচে যোগাচ্ছেন—আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বদলী হবার জন্য ব্যস্ত। যাক্ এখন আর বদলী হবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। গরমটা কমেছে; শরীরটা তাই পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। যদি হজমের গোলমাল না বাড়ে, তবে শীতকালটা ভাল থাকব বলে ভরসা করি। এখান থেকে বর্ম্মারাজার প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়—এবং তাঁরই কেল্লার মধ্যে যে জেলখানা সেই জেলখানার মধ্যে আমরা বাস করি। পূর্ব্ব গৌরবের কথা প্রায় মনে হয় এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে যে চোখে জল আসে না তা বলতে পারি না। ভারত কি ছিল—আর কি হয়েছে!

এখানে এসে অনেক শিখেছি এবং সে হিসেবে অনেক লাভও হয়েছে। ভগবান যা করেন—মঙ্গলের জন্য করেন। দেশকে কত ভালবাসি তা বোধ হয় এখানে এসে ভালরকম বুঝতে পেরেছি।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

৭৪

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Mandalay Jail
ইং ২৫।৯।২৫

শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন যাবৎ আপনার কোন খবর পাই নাই। আপনি কেমন আছেন? বাড়ীর চিঠি-তে আপনার খবর যা পেয়ে থাকি। তা ভিন্ন কোনও খবর আর পাই না। আমি মনে করেছিলাম যে ভোম্বল মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে—কিন্তু সে তা করে না। কয়েকদিন হইল ভোম্বলকে পত্র দিয়াছি—তার কোনও উত্তর আজও পাইলাম না। পূর্ব্ব পত্রের উত্তর তো দেয়ই নাই। যাহা হউক চোখের সামনে না থাকলে বোধ হয় লোকের অস্তিত্ব থাকে না—তাই সে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। আর এক হিসাবে আমাদের ত অস্তিত্ব নাই-ই। মহাত্মার কথায় আমরা "civilly dead."। বুঝি—কিন্তু মন বোঝে না বলে বাহিরের খবর পেতে ইচ্ছা করে। এই রকমভাবে কিছুদিন চললে আর "civilly dead" না হয়ে উপায় থাকবে না।

আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধ হয় আমাদের কথা ভোলেন নাই তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে

কয় বৎসর কাটবে জানিনা। তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস দুর্ব্বিসহ হইবে না ভরসা করি।

এ চিঠি যখন আপনার নিকট পৌঁছাবে তখন বিজয়া দশমী হয়ে গেছে। বিজয়ার সময়ে সকলের ভক্তি ও প্রণাম আপনার নিকট পৌঁছবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অর্ঘ্য আপনার নিকট পৌঁছায়—আর প্রতিদানে যদি একটীবার আমি নীরব আশীষ লাভ করি তবে আমি ধন্য হইব।

ইতি—

আপনার সেবক—

শ্রীসুভাষ

To

Sjta. Basanti Devi

2, Beltola Road

Calcutta

৭৫

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত

ম্যাণ্ডেলে জেল

৯।১০।২৫

একথা কিছুতেই মনে কোরোনা যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number" এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive" নয়

"unproductive"; তবে কোন কাজ যে "productive," তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। আমি কিন্তু কারু কলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক ব'লে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বল্‌তে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহ'লে আমি নাচার। সে যাই হ'ক এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হ'লুম না তার কারণ, হতে পারলুম না, আর আমার বিশ্বাস শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না, এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই, আর কোনও কলার সমঝদার হ'তে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে এ আক্ষেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint". বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন্ সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হ'তে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই,

কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি কর্‌তে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে।

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য কর্‌তে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চল্‌বে, আর সে রকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্ব সাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জ্জিব ও খর্ব্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তা হ'লে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘট্‌বে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদার 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙ্গলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে ব'লেও আমি জানিনে, আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন ক'রে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙ্গলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্র যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই

এই যে সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই বেঁচে আছে, আর সেই হিসাবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনও পূরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ আহ্লাদের খোরাক যোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মার আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্য জ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষয় আরো কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোট খাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতারূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম ব'লে নয়। তাঁর বেশীর ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া
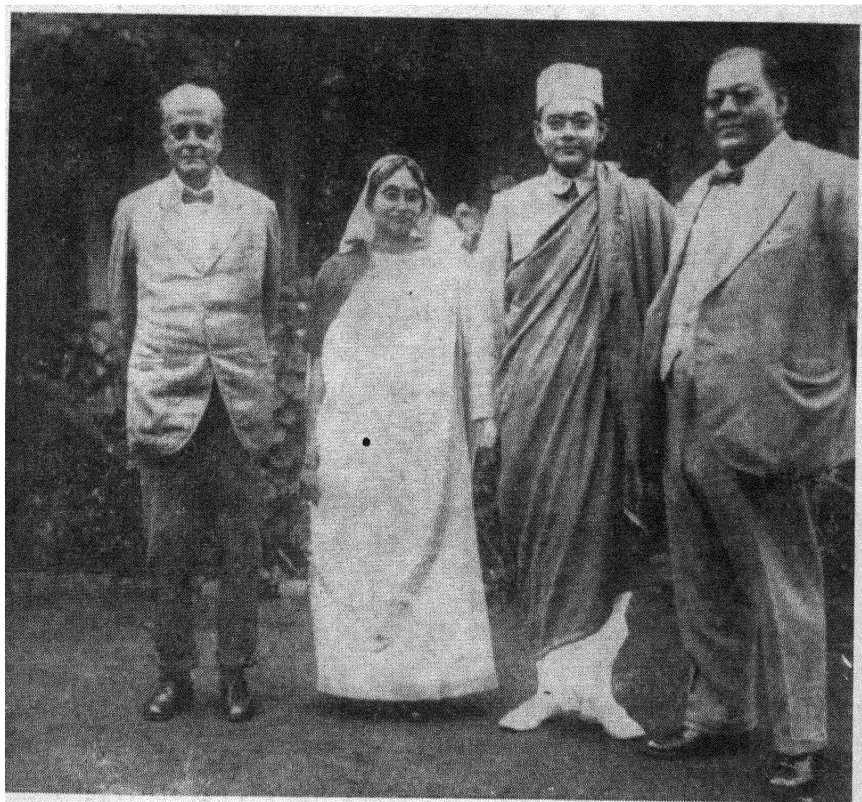
জানকীনাথ, বিভাবতী, সুভাষচন্দ্র. শরৎচন্দ্র [১৯২৭

তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হ'লেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘ-কালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবন-স্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌লে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার এক পেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হ'য়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের—"double dose"। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তা হলে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমার যেন "Sicklied o'er with the pale cast of thought" না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার চেলারা? গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না?

আমি এ কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তা'তে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাঁকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে, সুতরাং আত্ম-বিকাশের সত্য পথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তা হ'লে লোক-মত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি।

তোমার স্নেহবদ্ধ—সুভাষ

৭৬

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৫ ?)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্য্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারায় অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবাকার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি ?

মাসিক ১৪০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ীভাড়া এখন কত দিতে হয় ? বাড়ী কয়তালা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে ? কর্পোরেসনের প্রাইমারি স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পড়িতে আসে ? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন।

দৈনিক রন্ধন কে করে ? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে ? কতদিনের মধ্যে অন্ততঃ

একটী বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাইর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন ?

বালকদের average intelligence কি রকম ? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে ? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না ? ইতি—

৭৭

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন-ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিস্ফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allo-wance পাইবেন। ত্রিশটাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবেনা তবে যে Principle গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালে অতিতুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "এহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা

বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারেনা, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভাল-ভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

* * *

Social Service এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Home Industries) কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্ব্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্য্য প্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে, তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প বিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কর্ম্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখিনা। Electroplating

প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্ম্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবেনা। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটীর পুতুলের কাজ আমরা কুটীর শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা এ কাজ আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটীর পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে-কোনও কর্ম্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্ব্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্ম্মীকে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নূতন কর্ম্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্ম্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া

বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত্ত করা যায় এবং হয় তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তাদরে raw materials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে। ইতি—

৭৮

মান্দালয় জেল

আপনি পূর্ব্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা পত্র, দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্য্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। গতকাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্য্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

*   *   *

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা সূতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা

লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবেনা। আপনি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবেনা। দু'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন, (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয়, তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা ঐগুলি বর্জ্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে-কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর শিল্পগুলি যদি financial success না হয় তবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ী, আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি ? বাজারে

চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল পাইতে পারেন—(বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দোকানদারদের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কিনা, Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব সুতরাং আম, লেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ'সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে খুব Conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার।

কলিকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেণ্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি

আত্মীয়স্বজন কলিকাতায় কেহ না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা Organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবা-সমিতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একটী উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার Polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীম-বাজারের স্কুলে মাটীর পুতুল ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খুব সুন্দর তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্ব্বত্র, (বিশেষতঃ মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এদেশে আছে—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুল সমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারী করা। জিনিষগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকেনা যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারী। ভদ্র ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে

ঢাকার বোতাম তৈয়ারী কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বুঝি ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয়না। পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্য এত সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয় তো কি ভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধহয় ভাল হইবে। ইতি—

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
ইং ১৬ই ডিসেম্বর।
(১৯২৫)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই ডিসেম্বরের পত্র পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত হয়েছি তা বলতে পারি না। আপনার দুইখানি পত্রের উত্তর না দেওয়াতে আমি আশা করি নাই যে আপনার পত্র পাব। যাক এখন তিন খানা পত্রের উত্তর দিচ্ছি।

আপনাদের প্রেরিত পাঞ্জাবী কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। পার্শ্বেলটা পেয়েই বুঝতে পারি যে বাড়ীর সূতায় তৈয়ারী—কারণ তা নাহলে একখানা পাঞ্জাবী আস্‌ত না। তবে আমি ঠিক করতে পারি নাই কার সূতায় তৈয়ারী। একবার মনে হ'ল যে পূর্ব্বে সেজবৌদিদিরা যে সূতা কেটেছিলেন তার দ্বারা তৈয়ারী। তার পর মনে হল যে হয়তো লাল মামীমার সূতায় তৈয়ারী—কারণ গতবার যখন জেলে ছিলুম তখন তিনি তাঁর নিজের সূতায় তৈয়ায়ী কাপড় ও চাদর আমায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার অনুমান ঠিক হয় নাই। আপনারা যে এখন সূতা কাটছেন তা পূর্ব্বে আমি শুনি নাই। আপনারা কে কে সূতা কাটেন এবং কার সূতা কি রকম হয় তা আমাকে অবশ্য ২ লিখবেন। কার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ? দিদি সূতা কাটতে পারে? সূতা দিয়ে আপনারা থান্ কোথায় বোনান?

পাঞ্জাবীটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমি পরেই লিখছি। নিজের হাতের রান্না যেমন পরের রান্নার চেয়ে দশগুণ মিষ্ট লাগে নিজের হাতে তৈয়ারী কাপড় পরের তৈয়ারী কাপড়ের চেয়ে দশগুণ সুন্দর বোধ হয়। আশা করি আপনাদের উৎসাহ দিন দিন বেড়েই যাবে। আমরা এখানে এসে কয়েকদিন সূতা কাটি। তারপর চরকাটা ভেঙ্গে যায় এবং যাঁর খুব বেশী উৎসাহ ছিল তিনি এখান থেকে বদলী হয়ে যান। তাই এখন ভাঙ্গা চরকাটা আলমারীর উপর তোলা আছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল কলকাতায় ডাক্তার পি. সি রায়কে লিখি একটা চরকা পাঠাতে। তারপর ভাবলুম যে হয়তো পথে আসিতে ২ ভেঙ্গে যাবে, তাই লেখা হ'ল না।

সারদার কথা প্রায় মনে হয়। সে এখন কেমন আছে? তার এখন প্রধান অবলম্বন কি? ছাগল, না বৈড়াল, না পাখী, না ছেলে মেয়েরা? কাকে নিয়ে বেশী থাকে?

অনেকদিন পূর্ব্বে শুনেছিলুম যে ছোট বৌদিদির অসুখ করেছিল, তিনি এখন কেমন আছেন?

আমি যে এক বৎসর কাল দেশান্তরে কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছি তাতে আপনারা সকলে এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত দুঃখিত। আমারও যে মনে কষ্ট হয় না—তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি প্রায়ই ভেবে দেখি যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবানের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। তা যদি না হয় তবে এত রাজবন্দীদের মধ্যে আমি বা আমরা কয়জন কেন এখানে এলুম? তা'ছাড়া, আমি মধ্যে মধ্যে এত আনন্দ অনুভব করি যে তা বলতে পারিনা। এ আনন্দ যদি না পেতুম, তবে এতদিনে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম। আমরা ধর্ম্ম পুস্তকে প্রায়ই পড়ে থাকি যে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে। এ কথাটা একশবার সত্যি। কর্ম্মের মধ্যে যদি মানুষ কোন প্রকার

সুখ না পেতো, তা হ'লে মানুষ কখনও অম্লান মনে কষ্ট সইতে পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মানুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধ হয় অন্য কোন কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই ভাইয়ের জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশ-সেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করছি আজ আমার জন্ম-ভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত মধুর, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?.... [ইহার পর পাঁচটি পঙ্‌তি সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়াছিল]'

১৯।১২।২৫

মেজদাকে গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহে পত্র দিতে পারি নাই—আগামী সপ্তাহে পত্র দেব।

কনকের প্রেরিত ভাই ফোঁটার ধুতি ও চাদর পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তাকে আলাদা পত্র দেব মনে করেছিলুম—কিন্তু শীঘ্র হয়ে উঠবে কিনা জানিনা। সে ওখানে এলে আমার কথা বলবেন।

একটা কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময়ে পৌঁছায়নি বটে কিন্তু তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মাসের মধ্যে

আমাদের ৩০ দিনেই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে বিজয়ার প্রণাম জানাতে পারি নাই। মেজদাদার পত্রে জানিয়েছিলুম। আশা করি রাগ করেন নাই।

৺পূজার কথা বোধ হয় এখন পুরোণ হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়া ঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি ৺ মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।

হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমি মেজদাদাকে পূর্ব্বে জানিয়েছিলুম যে ৺ দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে ৫০০৲ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক—বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০৲ টাকার এক পয়সা আমরা দিতে পারব না—এবং দোব না।

এখানকার খবর অবশ্য জানতে চান। মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে। চারটী ছানা হয়েছে। আরও কয়েকটা হয়েছিল—জন্মাবার পর মারা যায়। মুরগীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত একটা ঘর তৈয়ারী করা হয়েছে। আর নূতন মোরগও কেনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মোরগের লড়াই হয়। পূর্ব্বে আমি কখনও মোরগের লড়াই দেখি নাই। পায়রা পোষবার প্রস্তাব হয়েছিল—রাখবার ঘরের অভাবের দরুণ কেনা হয় নাই। তবে এখানে বেশীদিন থাকলে যে একটা পায়রার আড্ডা করা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জেলের

মধ্যে জীবনটা এত একঘেয়ে এবং নীরস যে এর মধ্যে রসের সৃষ্টি না করতে পারলে মাথা ঠিক রাখা কষ্টকর ব্যাপার।

বেরালের উপদ্রব পূর্ব্ববৎ চলেছে। পূর্ব্বে ৮।৯টা ছিল। প্রত্যহ রাত্রে হুলো বেরালদের ঝগড়ায় ঘুম ভেঙ্গে যেতো। আমাদের তর্জ্জন গর্জ্জন তারা গ্রাহ্য করত না—কারণ তারা বুঝতে পারত যে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ। তারপর একদিন আমরা সব কটাকে বস্তা বন্ধ করে দূরদেশে পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে কয়েকটা আবার ফিরে আসে। এখন দাঁড়িয়েছে তিনটা। এদেরও মধ্যে বিদায় করা হয়, আবার ফিরে আসে। এখানে অনেকে খুব বেরাল প্রেমিক। কি করবে—আদর করার বস্তুর অভাবে শেষে বেরালকে আদর ক'রে মনের আশা মেটায়। আমি কিন্তু এখনও বেরাল ভালবাসতে পারলুম না—(আর এগুলো দেখতে এত বিশ্রী)—তবে সারদার বেরালের মত সুন্দর হয় তো ভালবাসা যায়।

বাগান করবার চেষ্টা খুব চলেছে। আমাদের স্থায়ী ম্যানেজার এখন ম্যানেজারী কাজ ছেড়ে বাগানের পেছনে লেগেছেন। কিন্তু জমি রাজী নয় সোনা ফলাতে। ম্যানেজার বাবুও নাছোড়বান্দা। দুই হাত জমির মধ্যে এমন কিছুই নাই তিনি লাগান নাই। শাক, বেগুন, ছোলা, মটর, আখ, আনারস, প্যাঁজ কত কি? তা ছাড়া নানা রকমের ফুলের গাছ। খানিকটা জায়গায় রোদ লাগে না বলে ফুলের গাছগুলি বাড়ছে না দেখে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছেন। আজ এক সপ্তাহ হ'ল তিনি রোদের মধ্যে একটা বড় আর্শি রেখে ফুলের গাছগুলির উপর সূর্য্যের আলো কয়েক ঘণ্টা করে ফেলছেন। তাঁর মতে এই উপায়ের দরুণ ফুলের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি এখন বাড়ছে। আমরা তাই এখন তাঁকে "দ্বিতীয় জগদীশ বোস্" সাব্যস্ত করেছি।

জেলখানা যে একটা চিড়িয়াখানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের এখানে একটী লোক আছে তার নাম শ্যামলাল। তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে "পণ্ডিত" উপাধি দিয়েছি। সম্প্রতি আরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে "উপাধ্যায়" দেওয়া হয়েছে এবং তাকে ভরসা দেওয়া হয়েছে যে ক্রমশঃ "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাবে।

শ্যামলাল মহাপ্রভু ডাকাতি করতে গিয়ে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাজারের বেশী টাকা তার ডাকাত বন্ধুরা তাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ টাকার জন্য সে পেল ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। তাকে পাঠান হ'ল রাজসাহী জেলে। সেখানে কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে পালাল। যখন সব কয়েদীরা পালাল তখন শ্যামলাল দেখল যে জেলখানা খালি এবং সদর দরজা খোলা। সে গিয়ে জমাদারকে বললে—"জমাদার সাহেব, আমিও কি যেতে পারি?" জমাদার উত্তর দিল "তুমরা যেসা খুসী করো"। যখন সব কয়েদীরা ধরা পড়ে আবার জেলে এলো—তাদের বিচার আরম্ভ হ'ল। বিচারের সময় শ্যামলাল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে "হুজুর আমি জমাদারের অনুমতি নিয়ে জেলের বাহিরে গিছলুম।" জজ তার কথা শুনলে না—সে পেলো এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—জেলভাঙ্গার অপরাধে।

এখানে এসে শ্যামলালকে দেওয়া হ'ল স্নানের ঘরের কাজ। তার কাজ জল ঠিক রাখা—কাপড়, তেল, সাবান ঠিক রাখা ইত্যাদি। পাঁচজন কয়েদী এসে স্নানের জল নষ্ট করে দেখে সে মনে মনে বুদ্ধি আঁটল কি করলে জল নষ্ট হবে না। অনেক চিন্তার পর সে স্নানের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে জোরে ধাক্কা দিয়ে জানলা বন্ধ করল। ছিটকিনি পড়ে ভিতর থেকে জানালা বন্ধ হয়ে গেল এবং শ্যামলালও মনে

মনে খুব সন্তুষ্ট হল। স্নানের সময় যখন দরজা খোলা দরকার হল তখন শ্যামলাল মাথা চুলকোতে লাগল। আমরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ "পণ্ডিত" উপাধি দিলুম।

শ্যামলালের উপাধির সংখ্যাও বাড়তে লাগল কিন্তু সে পণ্ডিত নামে সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট রইল এবং উপাধিটি পাবার পর তার কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

চুলকানি হয়েছে দেখে শ্যাম পণ্ডিত একদিন স্থির করল তার কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছে। কি উপায়ে কুষ্ঠ রোগের আরাম হতে পারে তা জানবার জন্য সে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর আর একটি ঘটনায় সে এরূপ বুদ্ধি দেখায় যে তার প্রমোশন হয়ে সে "উপাধ্যায়" উপাধি পায়। যে রকম বেগে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে, সে যে শীঘ্র "মহামহোপাধ্যায়" নাম পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি মজার লোক এখানে আছে। তার নাম "ইয়াঙ্কায়া" তার আদি নিবাস মান্দ্রাজ অঞ্চলে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজেরা উত্তর বর্ম্মা দখল করে তখন সে ইংরাজদের সহিত এদেশে আসে। এখন তার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর এবং জীবনে মাত্র তিনবার বিবাহ করেছে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, আর পেটটা তার চেয়ে বড়। খেতে খুব ভালবাসে এবং দুনিয়ার মধ্যে পেটটা সব চেয়ে বড় সত্য একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝে। কোন ভাষা সে জানে না। এখন যে ভাষা বলে সেটা কারুঙ্গী (একটা মান্দ্রাজীয় ভাষা) হিন্দুস্থানী ও বর্ম্মা ভাষার একটা খিচুড়ি। সে কোন ভাষা ভাল বলতে পারে না এই গুণের জন্য তাকে প্রথমে বাঙ্গালীদের কাজের জন্য দেওয়া হয়। এখন তার ভাষার চেয়ে তার ভাব ভঙ্গী দেখে বুঝি। তার আর একটা বড় গুণ আছে, সে কোনও নাম ঠিক করে

উচ্চারণ করতে পারে না। "ভোগ সিং" না ব'লে বলে "বুর্সিং"; কৃপারামের স্থলে সে বলে "ত্রিপদ-রাজু"; সুভাষবাবুর স্থলে সে বলে "সুর্ব্বন বাবু" "বিপিন বাবু" স্থলে "গোবিন্ বাবু" ইত্যাদি। তার ভাষার একটা নমুনা দিই—"ত্রিপদ-রাজু চলা গয়া সীদে" অর্থাৎ কৃপারাম চলে গেছে। এর মধ্যে "চলা গয়া" হচ্ছে হিন্দুস্থানী এবং "সীদে" হচ্ছে বর্ম্মা কথা। ইয়াঙ্কায়ার সদা সর্ব্বদা আশঙ্কা হয় আমরা কোনদিন চলে যাব। তখন ওর খাওয়া দাওয়ার একটু অসুবিধে হতে পারে।

খবর কাগজ নিয়ে আমরা যদি একত্র বসে পড়তে বসি—অমনি তার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়। একটু আড়ালে এলেই সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে "বাবু বেংলা চলা গয়া?" অর্থাৎ বাবু বাংলা দেশে চলে যাবেন না কি? "না" উত্তর পেলে সে আশ্বস্ত হয়। তবে মুখে বলে "বাবু, বেংলা চলা গয়া বহুৎ কাউণ্ডে" অর্থাৎ বাবুরা বাংলা দেশে চলে গেলে খুব ভাল হয়। "কাউণ্ডে" হচ্ছে বর্ম্মাকথা তার মানে "ভাল"।

যাক্ একদিনে কাহিনী শেষ করলে চলবে না। পলি কেমন আছে? কবিরাজী ওষুধ খেয়ে কিছু উপকার পেয়েছি, কিন্তু উপকারটা স্থায়ী হবে কি না বলতে পারি না। মধ্যে সর্দ্দিজ্বর মত হয়েছিল এখন ভাল আছি। আপনারা সকলে কে কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
1/2/26
for D.I.G., I.B, C.I.D.
Bengal

Mandalay Jail
(C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)
13, Elysium Row
Calcutta)
23.1.26.

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন যাবৎ আপনার কোনও খবর পাই নাই। ২।৩ দিন পূর্ব্বে মেজদাদার পত্রে আপনার খবর পেলুম। অনেকদিন থেকে আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে—উত্তর পাবার জন্য নয়—যদিও উত্তর পেলে যার পর নাই সুখী হব। পত্রটা লিখলে হয়তো মনটা হাল্‌কা হবে—এই জন্য। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার খবর পাবার জন্য মিঃ হালদারকে পত্র দিই। তিনি উত্তর দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পত্র পুলিশ কর্ত্তৃক আটক হয়। জানি না আপনার খবর পাবার জন্য আমার মন কেন উতলা হয়।

মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল সরকারের নিকট একটা দরখাস্ত দিই আপনার সহিত একবার দেখা করার অনুমতির জন্য। রাজবন্দীদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করতে দেওয়া হয়—এমন কি ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে থেকে আসতে দিয়েছে আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখলুম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই কারণ সে সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটবে বলে ভরসা হয়না। প্রার্থনা করাই সার হবে—আর লাভের মধ্যে মনকে আরও উদ্বিগ্ন করা হবে এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে একটা অর্থহীন

আপত্তি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি।

আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে খুব চিন্তিত হয়েছি। কি করি আমরা এত নিঃসহায় যে কিছুই করিতে পারিনা। আমাদের কপালে যে কি আছে তাহাও জানিনা। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক দ্বিধার পর লিখতে বসেছি—কারণ এ পত্র অন্যের হাত দিয়ে যাবে।

খবরকাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করলুম। ঐ করুণামাখা Pathos-পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হৃদয়তন্ত্রীকে কি ভাবে আঘাত করেছে তা বলতে পারি না। নিজের পর্ব্বত-প্রমাণ বিপদ ও দুঃখরাশি পায়ে ঠেলে যিনি পরের জন্য কাঁদেন তাঁর প্রতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেনা। অপর কেহ যদি ঐ বাণী পাঠাতেন তা' হ'লেও আমি কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা জানাতুম—কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্বন্ধ এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পরিচয় না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে "মা" বলে সম্বোধন করবে কেন? যাঁকে মা বলা হয়, তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা জানান যায়? মার প্রাণ যদি সন্তানের জন্য না কাঁদে, তবে কার প্রাণ কাঁদবে? কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পবিত্র সম্বন্ধকে অপমান করা হয়না? আশা করি আপনার সকল শোক ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলিবেন না বাঙ্গলার কত সন্তান আপনাকে "মা" বলে থাকে। হয়তো এ কথা মনে পড়লে আপনি কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও, আপনার বিপদকে তারা নিজেদের বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে।

আজ আপনার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আপনার দেশবাসীকে—আমাদের সকলকে—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি যদি এত সহিতে পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশও সহিতে পারবনা? আশীর্ব্বাদ করুন—যত বড় বিপদ আস্থক না কেন—যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করবার শক্তিও আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্য্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসছি—চিরকাল যেন এই শক্তি পাই, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জীবনে আর নাই। আজ তবে আসি মা।

আর কি লিখিব? কি লিখিতে কি লিখেছি জানিনা।

ইতি—

আপনার সেবক

শ্রীস্থভাষ

Srijukta Basanti Debi
C/o Mr. Justice P. R. Das
Patna

৮১

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্ম্মীর অভাব বড় বেশী তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য ও ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতির আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঙ্কিল; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্গলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * *

তোমার মনের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি। শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরে সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত

ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটিঃ—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্ত্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্ত্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে, সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই-জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভালবাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্ব্বল পাপী', যে ভাবে সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী, প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া

তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্ব্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিস দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ—রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্ব্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion,' 'Jnanyoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়।

ডি. এল. রায়ের অনেক বই আছে (যেমন ‘মেবার পতন’ ,‘দুর্গাদাস’) যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবু ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ও পড়িতে পার। ‘শিখের বলিদান’ও (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই, Victor Hugo-র ‘Les Miserables’ পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়ি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটী তালিকা করিয়া পাঠাইব। ইতি—

৮২

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চ্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। Muller-এর “My System” বই জোগাড় ক’রে যদি তদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক’রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই :—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে। (২) ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই (৩) শুধু অঙ্গ-বিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের মাংসপেশীর চালনা হয়, (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে—যদি মুলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে খুব উপকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজ কর্ম্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে একদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা শূন্যতা বা অভাব-বোধ শেষ পর্য্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই:—(১) ব্যায়াম-চর্চ্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এসব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজকর্ম্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটী অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টা সময় দিতে পারে, তা হলে খুব উপকার হবে। মুলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জ্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘণ্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘণ্টা লেখা পড়ার জন্য রাখা যায় (খবর কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা। অন্ততঃ পক্ষে এই দেড়

ঘণ্টা সময় করে নিতে হবে—তারপর "অধিকন্তু ন দোষায়"—যত বেশী সময় দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখিলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি ঃ

(ক) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য্য'—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য: ঐ—রমেশ চক্রবর্ত্তী; ঐ—ফকির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ চক্রবর্ত্তী; (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ; (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—বিবেকানন্দ; (৬) 'বক্তৃতাবলী'—বিবেকানন্দ; (৭) 'ভাববার কথা'—ঐ; (৮) 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ: (৯) 'চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি ঃ—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'—(বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক', ও 'পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেব বাবুর—'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'; (৮) ডি. এল. রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ', (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান'—কুমুদিনী বসু; (১১) রাজনারায়ণ বসুর—'সেকাল ও একাল':

(১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ) ; (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের 'আত্মজীবনচরিত', (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ) ; (১৫) 'নব্য জাপান'—মন্মথ ঘোষ ; (১৬) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত ; (১৭) উপেনবাবুর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক ; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বইর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন facts শিখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নূতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার বা মনে রাখার শক্তি ভাল রকম জাগে। সেইজন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন গরু, ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জিনিষগুলি চোখের সামনে না ধরলে শেখান মুস্কিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্তু শেখান হয় যা ছাত্র কখনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তাশক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজ্‌না সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ্‌ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণ-

শক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোন জিনিষ দেখা মাত্র স্পর্শ করিতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফললাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগণিত শেখাবার সময়ে শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইটপাথরের টুকরা দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিষ শিশুরা খুব শীঘ্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারী করা, মাটী দিয়ে মানচিত্র তৈরী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহার দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্ব্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে। পাঁচরকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বাড়ে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয়না। পাঁচরকম জিনিষ না শিখে যদি কেবলি মুখস্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায়না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয়না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক যদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ায় সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া

যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যে গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই Joy of Creation শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারী করে। বাগানে বীজ পুঁতে গাছের সৃষ্টির দ্বারাই হোক অথবা নিজের হাতে পুতুল তৈয়ারী করেই হোক, যে কোন বস্তু নূতন করে সৃষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের originality বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করিতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়াম-চর্চ্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলা করে, গান-বাজনা শেখে, route march ক'রে পথে পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, Clay-modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারী করা) শেখে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। গল্পচ্ছলে শেখান সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখা-পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে তারা গল্প শুনছে অথবা খেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text-Book-এর আদৌ প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছ-পালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দিবে। যে জিনিষই শেখাবে তা যেন সকল ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শিখাবে তখন মানচিত্র, Globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গানশিক্ষা, Painting, Drawing

প্রভৃতি শিক্ষা, Gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার Principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text-Book এর কথা ইচ্ছে করেই বলি নাই। Text-Book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য পুস্তক যে গুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার fundamental Principles সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্ত্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা না করতে পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং Personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটী ঃ—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যাইতে পারে।

*　　　*　　　*

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

৮৩

মান্দালয় জেল

ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লভাবে সকল কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell," অবশ্য এ কথা কার্য্যে পরিণত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই, কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ তোমাকে বর্ম্মের মত সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব—বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও—তুমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দূর হইলেও) মানুষ সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

৮৪

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
১২-২-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। অশোক এত ভালো সূতা কাটতে শিখেছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশ্চর্য্য যে হই নাই তা বলতে পারি না। বস্তুতঃ সূতা কাটা এত সহজ যে, আমার মনে হয় অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষা পেলে কাটতে পারে। আসাম অঞ্চলে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে বিবাহের সময় কন্যার পক্ষে খুব ভাল সূতা কাটা জানা চাই—আমাদের মধ্যে যেমন এক সময় খুব ভাল রান্না জানার প্রথা ছিল। গোরা, অরুণা প্রভৃতি কেন সূতা কাটে না? তারা অবসর নিশ্চয় যথেষ্ট পায়। আমার মনে হয় যে একবার যদি নিজের হাতে কাটা সূতার কাপড় কেহ চোখে দেখে তা হ'লে তার সূতা কাটার উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে। নিজের হাতের রান্না যেমন মিষ্টি লাগবেই লাগবে—নিজের হাতে কাটা সূতার জামা কাপড়ও সেরূপ ভাল লাগবেই লাগবে।

ভগবানের ইচ্ছায় আজকাল আমার প্রায় প্রত্যেকটি চিঠির কয়েক লাইন কাটা হয়ে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। তার অর্থ বোধ হয় আপনারা বুঝতে পারেন।

আপনার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই এখানে পায়রার আড্ডা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর মধ্যে একটী পায়রা এর মধ্যেই একটা হুলো

বেরালের উদরস্থ হয়েছে। এখানে কোর্ট বসিয়ে বেরালের বিচার করা হ'ল। খাবার দিয়ে, রাত্রে ফাঁদ পেতে; বেরালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে কথা উঠে যে বেরালের ফাঁসি হওয়া উচিত। কারণ মানুষ হত্যা করলে জেলখানায় মানুষের ফাঁসি হয়ে থাকে। তার পর কথা উঠে যে ফাঁসি দিয়ে যখন কাহারও কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন বেরাল ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে কতকগুলো লোক অভাবে পড়লে বেরাল খেতে আপত্তি করে না—সেরূপ কয়েদী জেলের মধ্যে আছে। জেলখানায় কয়েদীদের পক্ষে যখন মৎস্য-মাংস দুষ্প্রাপ্য, তখন তাহারা একটা বেরাল পেলে রান্না করে খেতে প্রস্তুত হতে পারে—এরূপ প্রস্তাব একজন ভদ্রলোক করলেন। সর্ব্বশেষে হঠাৎ সকলের মধ্যে বৈষ্ণব ভাব জেগে উঠল এবং বেরালকে বস্তায় বন্ধ করে বনবাসে পাঠাবার হুকুম জারি করা হয়ে গেল।

প্রায় একমাস কাল মুরগী ডিমে তা দিয়ে, ডিম ফুটে ছানা বাহির হ'ল। ইয়াঙ্কা ছিলেন সেই সব মুরগী দেখা শোনার কাজে। গোড়া থেকেই ইয়াঙ্কা প্রভু ডিম সরাতে আরম্ভ করলেন। যেখানে ডিম হয় ৫।৬ টা সেখানে ঘরে উঠে মাত্র ২।৩ টা। বাকী কয়টা তাঁর কৃপায় অদৃশ্য হয়। যেদিন ধরা পড়লেন, সেদিন একেবারে নেকা। তাঁর বয়স মাত্র ৭১ বৎসর কিন্তু পেটটা অতিশয় বড়। অনেকে বলেন যে তিনি ভোলানাথের অবতার; কারণ পেটটা একেবারে মহাদেবের মত। ইয়াঙ্কার কৃপায় প্রত্যহ মুরগীর ছানা মরতে আরম্ভ করল। ১০।১২ থেকে দাঁড়াল তিনটা সেগুলি এখনও পর্য্যন্ত জীবিত আছে বোধ হয় মরবার আর আপাততঃ আশা নাই। একদিন তার অযত্নের দরুণ চিল এসে ছোঁ মেরে একটী মুরগী ছানা নিয়ে গেল। সকাল বেলা যখন ধরা পড়ল তখন ইয়াঙ্কা সাধু সেজে বল্লেন "মুসীতু"

অর্থাৎ "ছিলনা"। অনেক ধম্‌কা-ধম্‌কির পর সত্য কথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু আসলে ইয়াঙ্কা লোক মন্দ নয়। সে বুঝেছে যে জগতে সার সত্য হচ্ছে পেট। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং" পেট ঠাণ্ডা হলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। এবং পেটের জন্য সে কোনও কাজ করতে পশ্চাৎ-পদ হয় না। বুদ্ধের স্তব বর্ম্মা ভাষায় সে বেশ বলতে পারে—তার কাছ থেকে আমি সে স্তব শুনে শিখেছি। যখন ফিরব তখন আপনাদের সকলকে সে স্তব শোনাব।

বাঙ্গলা দেশ থেকে চারজন কয়েদীকে এ জেলে বদলী করে আনা হয় আমাদের কাজকর্ম্ম করার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজের লোক মাত্র একজন। তার উপরেই রান্নাঘরের ভার। এখানে এত রকম লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে আনন্দ যেমন পাওয়া যায়—শিক্ষাও সেরূপ হয়।

কবিরাজী ঔষধ খেয়ে প্রায় দুইমাস বেশ উপকার পেয়েছিলাম। এখন বোধ হয় ঔষধ বদলাতে হবে কারণ বিশেষ সুবিধা বোধ হয়না। গরমও পড়তে আরম্ভ করেছে—গ্রীসকালেই যত গণ্ডগোল। যাক্ দিনগুলি কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নাই। আমার চিঠিগুলি আপনি রেখে দেবেন এবং মেজদাদাকে বলবেন রেখে দিতে।

আশা করি ওখানকার সকল খবর ভাল। আমি মেজদাদাকে লিখছি চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের জন্য মাষ্টার ছেলেমেয়েদের জন্য রাখতে। তাঁর মত কি হবে জানি না—তবে আমি এই দুই জিনিষের অভাব নিজের জীবনে বোধ করি। সেইজন্য ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা হ'লে সুখী হব।

সরস্বতী পূজা আমরা এখানেও করেছিলুম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের গণ্ডগোল চলেছে। দুর্গাপূজার টাকা ও

সরস্বতী পূজার টাকা এখনও সরকার দেয় নাই। আমি কয়েকটি কাগজ এর সহিত পাঠাচ্ছি–তার থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সংক্রান্ত খরচ মঞ্জুর করবার ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর—বর্ম্মা সরকারের উপর নয়। বর্ম্মা সরকার বলেন যে খরচের ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর এবং বাঙ্গলা কাউন্সিলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে সব খরচ মঞ্জুর করে বর্ম্মা সরকার। এই কাগজগুলি হতে বুঝতে পারবেন যে পূজার খরচ নামঞ্জুর করেছে বাঙ্গলা সরকার। এই কাগজগুলির মধ্যে দুই দরখাস্তের নকল পাঠাচ্ছি। এই দরখাস্তগুলি আমরা বর্ম্মা সরকারের নিকট পাঠিয়েছি।

ইতি—

শ্রীসুভাষ।

৮৫

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

ইং ৯।৪।২৬

পূজনীয়া বৌদিদি,

আপনার দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়া ছিলাম—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নাই।

সেজদাদার চিরুণী ও দেশলাই পাইয়াছি। বেশ ভালই হইয়াছে। আশা করি ক্রমশঃ আরও ভাল হইবে।

এখানে খুব গরম পড়িয়াছে—দিনের বেলায় আমরা চিংড়ি মাছ ভাজার মত হই। তবে এখনও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে, তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

আপাততঃ কবিরাজী ওষুধ খাইতেছি না। প্রয়োজন হইলে কিছুদিন পরে খাইব।

অশোক ও অরুণার সূতাতে বোনা দুইখানি ধুতি পাইয়াছি—বেশ হইয়াছে। সেই পার্শ্বেলে এক বাণ্ডেল পাঁপড়ও পাইয়াছি। যাহারা সূতা কাটে তাহাদের জন্য এই সূতা দিয়া কাপড় অথবা জামা করাইবেন—নিজের সূতায় তৈয়ারী জিনিস পাইলে তাহাদের উৎসাহ আরও বেশী হইবে।

জীবনটা যখন একঘেয়ে বোধ হয় তখন মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের দরকার হয়। এই নূতনত্বের জন্যেই পাখী ও পায়রা পোষা। কাল আমরা একটা টিয়া পাখী জোগাড় করিয়াছি—আগামী মাসে ময়না পাখী জোগাড় করিব।

আমার শেষ পত্রের সঙ্গে যে কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলাম—তাহা কেন পান নাই বুঝিতে পারিতেছি না। এই রকম গোলমাল মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

গোপালীর পরীক্ষা কেমন হইয়াছে জানাইবেন। অশোক এখন কোন্ ক্লাসে পড়িতেছে?

এ সপ্তাহে আমি মেজদাদাকে পত্র দিতেছি না। আজকাল মনে হয় যে জেলখানা আমাদের কায়েমী স্বত্ব হইয়া গিয়াছে। জেল-খানা হইতে যে সহজে আমাদের কেউ তাড়াইতে পারিবে তাহা মনে হয়না।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। বাবা ও মা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ।

৮৬

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
3/5/26
for D.I.G., I.B., C.I.D.
Bengal.

Mandalay Jail
[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)
13, Elysium Row. Calcutta.]
ইং ২৬।৪।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, আপনার ৬ই ফেব্রুয়ারীর পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম—নানা কারণে উত্তর দিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে পত্র পাইব—এই ভরসায় আমি পত্র দিই নাই। তবে বহুকাল পরে আপনার হাতের লেখা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু পত্র পড়িতে পড়িতে সে আনন্দ শুকাইয়া গেল। মনে হইল, হয়তো বাহিরে থাকিলে আমরা কিছু সান্ত্বনা দিতে পারিতাম। আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল আমরা সকল রকমে মা-ছাড়া। কবে যে এই দীর্ঘ প্রবাস রজনীর অবসান হইবে তা শুধু ভগবানই জানেন। আমরা ক্রমশঃ যেন এই অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। বাহিরের আলোক যেন দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে। কারাবাসের প্রথমদিকে যে বন্ধনের জ্বালা হৃদয়ে

অনুভব করিতাম তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তার পরিবর্ত্তে এক নির্ব্বিকার ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, কোন্ দিকে চলিতেছি তা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদিগকে প্রবাসী করিয়া তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হইতেছে তাহা মন যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাই সর্ব্বদা তাঁর নিকট এই প্রার্থনা করি—যেন এই সব বিপদ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আমার এই অসার, অপূর্ণ ও নীরস জীবনকে তিনি তাঁহার পানে টানিয়া তোলেন।

তিনি যে তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সকল রকমে অবলম্বনহীন করিয়াছেন তা' বুঝিতে পারি। কিন্তু এই দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও কি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি ?

যাক্—কি বলিতে গিয়া কি বলিতেছি। কবে আবার যে আপনার শ্রীচরণের দর্শন পাইব তাহা জানিনা। তবে আপনার কথা চিন্তা না করিয়া পারি না, বোধ হয় এমন একদিনও যায় না, যে দিন আপনার কথা না মনে আসে। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া যদি আপনাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা বা সেবা করিতে পারিতাম তাহা হইলেও ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়।

আজ যেন কলমে আর কথা আসিতেছে না—তাই আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এখন তবে আসি মা। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন।

ইতি

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ

৮৭

Censored and Passed
স্বাঃ অস্পষ্ট
28/7/26
for D.I.G., I.B., C.I.D.
(১) Bengal

Mandalay Jail
[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
13. Elysium Row,
Calcutta]
ইং ২১।৭।২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন হইল পাটনার ঠিকানায় আপনাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি যথা সময়ে তাঁহা পাইয়াছেন। ১৬ই জুন তারিখে আপনাকে পত্র লিখিতে বসি, কিন্তু কিছু দূর লিখিয়া আর কলম চলিল না। সে পত্র আজও পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারি নাই, তাই নূতন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি। ইতি মধ্যে আপনার মাথার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া উঠে। ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? এমনই ভাবে কি মানুষকে পরীক্ষা করিতে হয়? ২৯শে জুন বৈকালের কাগজে যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাই, তখন সকলের ইচ্ছায় একটা টেলিগ্রাম করি আপনার নিকট, তারপর আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হইয়াছে—কিন্তু লিখিতে বসিয়া ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। কি লিখিব? কি বলিব? কি করিয়া সান্ত্বনা দিব? কি করিয়া শোকের গুরুভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিব?

কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার নয়। জীবনে কখনও হইবে কিনা—তাহা জানিনা। আমরা তো এখানে Permanent Settlement এর জন্য প্রস্তুত। জননী, বঙ্গজননী, বিশ্বজননী—এ সব অত্যন্ত আপনার জিনিষ কারার বন্ধনের মধ্যে আমাদের নিকট সহস্র গুণে পবিত্র, সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানস জগতে তাঁহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু তাঁহাদের মানস সত্তা বাস্তব জগতের বিচ্ছেদকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।

আকাশের তারার ন্যায় পুণ্য ও মহিমান্বিত সেই সব মূর্ত্তির দিকে মানস জগতে চাহিয়া চাহিয়া কতদিন, কতমাস, কত বৎসর কাটাইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের আত্মা সত্য তার জীবন সত্য এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য। এ জীবনের শেষ হইলেও জীবনের শেষ নাই—জীবনের সম্বন্ধগুলিরও শেষ নাই। পার্থিব শক্তি আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিতে পারে, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে কিন্তু জীবনের শেষ করিতে পারে না—জীবনের নিত্য পবিত্র সম্বন্ধগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনায় ও ধ্যানে আমরা বর্ত্তমানের সকল দুঃখ ও বন্ধন অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ ও প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ আলোর দর্শনে আমরা বর্ত্তমানের নিবিড় অন্ধকার সহ্য করিতেছি। তাই নিতান্ত অসহায় হইলেও আমরা সুস্থির ভাবে সেই সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

জগতের মূলে যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এ কথা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরও একদিন আসিবে। তখন আমরা বর্ত্তমান শূন্যতা ও অভাবের শোধ কড়ায় গণ্ডায় তুলিয়া

লইব। এই বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা বাস্তবের চাপে নিষ্পেষিত হই নাই বা হইবনা।

যাক্ অনেক বাজে বকিলাম, আপনার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা হয়। আপনি কেমন আছেন? মেজদাদা ও বৌদিদি আপনার সহিত দেখা করিতে যান শুনিয়া সুখী হইলাম। এখানকার নূতন খবর কিছু নাই।

ইতি

আপনাদের সেবক

সুভাষ

৮৮

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

মান্দালয় জেল

২৭।৭।২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৪ই জুলাইর পত্র আজ পেয়েছি, অশোকের পত্র আমি ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। শীঘ্র উত্তর দিব। ন' দাদা এখন কি চাকরী করছেন? তিনি কি পুরাণ চাকরী নিয়ে সিজুয়ায় গেছেন, না নূতন চাকরী নিয়ে? সেজদিদি গোরক্ষপুর গেলে কি গোরাকে রেখে যাবেন, না ছেলেমেয়েদের সকলকে নিয়ে যাবেন? মা ও বাবার পত্র অনেকদিন হল পাই নাই। গেজেটে দেখলুম গোপালী

পাশ করেছে। সে এখন কি করবে? আপনি মা বাসন্তী দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে যান শুনে আমি সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোন্ বাড়ীতে থাকেন? তাঁকে একবার দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছা হয়—কিন্তু উপায় নাই। সরকারের খোসামুদী আমার দ্বারা হবেনা। তার উপর্য্যুপরি এই রকম বিপদের সময়ে আমি তাঁর কোনও রকম সেবা করতে পারলুম না ইহাই আমার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য।

এখানে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়। কিন্তু তবুও গরম এমাসটা কম আছে। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ জেলখানায় এবং সহরে খুব হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একজনের ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অসুখ হয়—তার নাম Sandfly fever, একরকম মশা কামড়ালে নাকি হয়। তারপর আর একজনের এ্যাপিণ্ডিসাইটিস (appendicitis) হয়। তারপর আর একজনের ডেঙ্গুর জ্বর হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল বুঝি টাইফয়েড হবে কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। এ সময়টা কারও স্বাস্থ্য ভাল নয়—কাজ কর্ম্মে মন লাগে না। গুরুতর অসুখ আমার কিছু হয় নাই।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? পূজার ছুটি কবে আরম্ভ হবে? আপনারা ছুটীতে কি কার্শিয়াং যাবেন না অন্যত্র?

এখানে আপাততঃ গুরুতর অসুখ কাহারও নাই। এখানে আমাদের দলপুষ্টি হবে—এখানকার সব কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থা থেকে মনে হয়। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
২৮-৭-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২৭শে এপ্রিলের চিঠির উত্তর আজ পর্য্যন্ত দিই নাই। গোপালীর পরীক্ষার খবর কি বেরিয়েছে? অশোকের ও অরুণার পত্র আমি দেরীতে পাই—তার উত্তরও দিয়েছি। আশা করি তারা যথাসময়ে পেয়েছে। দিদির পত্রে জানলাম যে অরুণা এখন শ্বশুর বাড়ীতে। বড়দিদিরা এখন কোথায়? বিমল কোথায় ও কেমন পড়ছে?

এবার এখানে জুন জুলাই মাসে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা তবে এর-পর আবার গরম পড়বে কিনা জানি না। কিন্তু এ দুই মাসে এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। এখানে একে একে সকলে শয্যা গ্রহণ করেছেন। আমি অবশ্য খাড়া আছি তবে শীত না পড়লে আমার পেটের অবস্থা যে সারবে বা ভাল হবে তা মনে হয় না। গত বৎসরের মত এখন আর কোন কাজে মন লাগে না—কোন রকমে দিন কাটান হচ্ছে। শীতটা যখন আসবে তখন আবার পড়াশুনায় ঝোঁক দিব মনে করছি। কাগজে দেখলুম যে এবার ওখানে খুব গরম; এবং গরমের দরুণ লোক মারাও গেছে। এখন গরমটা কি রকম?

আমি মেজদাদাকে লিখেছিলুম যাতে ছেলেমেয়েদের গান বাজনা ও চিত্রাঙ্কন শেখান হয়—বাড়ীতে মাষ্টার রেখে। প্রথমে তারা হয় তো স্বেচ্ছায় শিখতে চাইবে না এবং জোর করে শেখাতে হবে।

কিন্তু এর ভাল ফল তারা সারাজীবন ভোগ করবে। আমি যদি গানবাজনা বা চিত্রাঙ্কন জানতুম তাহলে এখানকার দিনগুলি আরও আনন্দে কাটাতুম।

টিয়াপাখী খেয়ে খেয়ে বড় হচ্ছে—কিন্তু কথা কইতে যে শিখবে তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। পায়রার বংশ বেড়েই চলেছে—এখন ছয় জোড়ায় দাঁড়িয়েছে। তুই জোড়া সাদা কালো মেশান এক জোড়া লাল, এক জোড়া সাদা এবং তুই জোড়া ময়ূরপঙ্খী। ময়ূরপঙ্খী পায়রা দেখতে বেশ সুন্দর। ময়ূরের মত প্যাখম ধরে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়ায়। ডিম তুইজোড়া হয়েছে—তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলি ফুটলে বংশ আরও বাড়বে। আমাদের এখানে যে ছোট্ট পুকুর বা চৌবাচ্চা আছে তার ধারে যখন সকালবেলা পায়রার পাল সারি দিয়ে বসে তখন বড় সুন্দর বোধ হয়।

মা ও বাবা কোথায় ও কেমন আছেন? আমি অনেকদিন হল তাঁদের কোন পত্র পাই নাই। ছোট মামার পরীক্ষার ফল কি বেরিয়েছে? তিনি ও ছোট দাদা কবে ফিরবেন? মীরার টায়ফয়েডের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই—দিদির পত্রে জানলাম। মীরা এখন কেমন আছে? ন' দাদা এখন কি চাকরী করছেন? চাকরী কি পাকা না অস্থায়ী? লালমামাবাবুর প্র্যাক্‌টিশ কেমন হচ্ছে? অন্যান্য মামাবাবুরা কোথায় ও কেমন আছেন? লাল-মামাবাবুর শরীর কেমন? গোপালী কোথায় আছে এখন? সে আমায় পত্র লিখলে পারে। দিদি কি ওখানেই থাকবেন, না কটকে যাবেন? পলির শরীর এখন কি রকম? সেজদাদার কারখানার জিনিষপত্র কি বাজারে বেরিয়েছে?

*   *   *

৯০

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৬)

প্রিয়বরেষু,—

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের কাজকর্ম্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আমি শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এ রকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায়না? এই দলাদলির জন্য বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে—আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ বিবাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি

চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্ম্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গালার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, Contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও"
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে

প্রভাবতী বসুকে লিখিত পত্রের অনুলিপি

কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি ?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠি পত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটা নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা আমি পূর্ব্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক্, এখন ত "গতস্য

শোচনা নাস্তি।" আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহ নির্ম্মাণ' ভাণ্ডার সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক্, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা Constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্ম্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার

বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটী নূতন জিনিষ শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, Clay modelling পুতুল নির্ম্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery-র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির Constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম্ম প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণ পোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হইত; সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার Clear Conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটী পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্ব্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন

অনেক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয় সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্য ভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করি—সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম, এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটী কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

> "এখনো বিহার কল্প জগতে
> জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
> এখনো কেবল নীরব ভাবনা
> কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
> দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
> আপন মর্ম্মবাণী।

* * *

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*   *   *

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

*   *   *

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
‘পেয়েছি আমার শেষ !’
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ !”

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্য চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করিয়া পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

৯১

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত

মান্দালয় জেল

ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ ক'রলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে, তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন—এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারেনা। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চ স্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি। স্বদেশসেবী হবার স্পর্দ্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী নয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্ম্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me...."

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল ; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী, কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত প্রহেলিকার মত বোধ হয় ; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর। বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য ! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃত পক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি ; অনেক সত্য যাহা এক সময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর ক'রে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্দ্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা ! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপূর হয়ে হাসে কি করে ? যে বস্তুটা বাহির থেকে suffering ব'লে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এ ভাব আমার থাকেনা, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যার নাই সে না পারে Suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে না পারে Suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাক্তে।

আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখন খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন খালাসের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে কেহ আট্কে রাখ্তে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না! জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারিনা। ৺দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতি কবিতায় বলেছেন "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।" এ উক্তির সত্যতা

কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, মধু গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ"—এসব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর চরণ প্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

"তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।"

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে— তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য রয়েছে তা কে পূর্ব্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"— তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্য্যোদয়ের কথা, যে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক্—আমি বোধ হয় Pedantic হয়ে পড়েছি। তবে এটা Pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান প্রদান বহুদিন বন্ধ

থাকলে যা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা Steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের orphanage-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছেনা বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি—

৯২

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censord and Passed.

স্বাঃ অস্পষ্ট

11/1/27

for. D. I. G., I. B., C. I. D.

Bengal

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল।

ইং ২০।১২।২৬

শ্রীচরণেষু

মা, অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে শান্তি পেলাম। আমি ১৩ই সেপ্টেম্বরে আপনাকে পত্র দিয়েছি—তার পর ১৭ই নভেম্বরে আবার দিয়েছি। শেষ পত্র বোধ হয় এতদিনে আপনি পেয়েছেন। আপনার ৩রা ডিসেম্বরের পত্র আজ পেলাম। আজ ৫।৬ দিন হ'ল আমি ম্যাণ্ডেলে থেকে এখানে এসেছি—স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। বোধ হয় ২।৩ দিনের মধ্যে আবার ম্যাণ্ডেলে ফিরে যাব।

আমি প্রায়ই চিঠি লিখবার চেষ্টা করে কলম নিয়ে বসি—কিন্তু কলম চলে না; তাই অগত্যা কিছু দূর লিখে লেখা বন্ধ করি। আমাকে চিঠি লিখে আমার কারাক্লেশ দুর্বিসহ করবার কোনও আশঙ্কা নাই। এখানে আমার কষ্ট নাই—এ কথা বললে সত্য বলা হবেনা। কিন্তু কষ্ট যা আছে—পত্র না লিখলে তা কি কমবে?—এবং পত্র লিখলে তা কি বাড়বে? পত্র পড়ে যে কষ্ট হয়না—তা নয়। কিন্তু শুধু কি কষ্টই পাই? আর এই সব সুখ-দুঃখময় স্মৃতি, যার মধ্যে ব্যথার অংশ এখন বেশী হয়ে পড়েছে—তা ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? সন্ন্যাসের মার্গ যখন নিই

নাই—তখন বাহিরের স্মৃতি—দুঃখদায়ক হলেও—কি করে ভুলব? শত যন্ত্রণা পেলেও সে সব স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

আপনি নির্জ্জন বাস করতে চান—কিন্তু নির্জ্জন বাসেই কি শান্তি পাবেন? কে বলতে পারে? প্রাণটা যদি আরও ছোট হইত—তা হলে হয়তো বা পেতেন? আপনার শরীরের সংবাদ ২।৩ দিন হইল আমি প্রথমে সংবাদপত্রে পাই—তখন ইচ্ছা হল একবার টেলিগ্রাম করে খবর লই। তারপর ভাবলাম যে ২।১ দিনের মধ্যে যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি তখন ম্যাণ্ডেলে ফিরে খবর পাবার চেষ্টা করব। তারপর আপনার চিঠি আমার হাতে এল।

বন্দী অবস্থায় আর কতদিন থাকতে হবে তা শুধু ভগবান জানেন। তবে যতদিন থাকতে হউক না কেন—আমাকে যে সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এক এক সময়ে শুধু এক এক সময়ে কেন, প্রায়ই মনে হয় আমি এখন বাহিরে যাবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত নই। যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তা এখনও সফল হয় নাই এবং আমার কারা-বাসকালীন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। স্থিরভাবে যখনই ভেবে দেখি তখনই মনে হয় যে আমার পক্ষে এখন কারাবাসই প্রশস্ত। তবে প্রাণ সব সময়ে মানতে চায়না। শুধু আপন জন নয়, আজ বাঙ্গলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার কাছে যেন অশেষ মাধুরী মাখা উজ্জ্বল স্বপ্ন। বাস্তব দূরে সরে রয়েছে—আমি এই স্বপ্নকে আকড়ে ধরে রয়েছি। এই স্বপ্নের পেছনে যে বাস্তব সত্য তার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠে। আমার মত কঠিন হৃদয় লোকের পক্ষে এই সাময়িক উদ্বেল ভাব চেপে রাখা সম্ভব-পর—কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে সন্ন্যাস মানিনা—তাই দুঃখকে অস্বীকার করবার আমার অধিকার নাই।

ম্যাণ্ডেলে জেল
৩০।১২।২৬

যে সব পুরাণ স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে আসে এবং আমার এই সুদীর্ঘ অবসর কাটাবার সম্বলস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলির মধ্যে ব্যথার অংশ যে বেশী তা মনে হয় না। তার মধ্যে সুখের ও শান্তির উপাদানই বেশী—তবে বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্যথার উদ্রেক হয়। সে ব্যথার মধ্যেও যে কোন সুখ নাই এ কথা আমি বলতে পারিনা।

আমার একজন বন্ধু কিছুকাল পূর্ব্বে আমাকে লিখেছিলেন—দেশবাসীর মিলিত অশ্রুরাশির মধ্যে নিজের অশ্রু মিশিয়ে আমরা ব্যথার গুরুভার লাঘব করছি কিন্তু সে সান্ত্বনা ভগবান আপনাদের দেন নাই। এ কথা সত্য। নীরবে ও নির্জ্জনে অশ্রুমালা রচনা করা খুব কষ্টদায়ক; কিন্তু এ বিপদের সময়েও যে আমরা কোনও কাজে লাগলাম না, এ ভাবনা কম কষ্টদায়ক নয়।

নিজেকে কর্ম্ম কোলাহল হতে দূরে রাখলেই যে "নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ লইয়া কাহাকেও ব্যস্ত করা" হইবে না এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নাই—বরং উল্টাটাই ঘটিতে পারে। আপনি লিখেছেন—জানিনা তোমাদের সাথে এ জীবনে দেখা হইবে কি না। আমি মোটেই নিরাশ নই যদিও আমি সকল ব্যথার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। আমার মনে হয় যে দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য যদি আমাকে সারাজীবন কারাগারে যাপন করতে হয় আমি তাতে মোটেই পশ্চাৎপদ হবনা।

আমি আমার জীবনটাকে একটা adventure বলেই গ্রহণ করছি—জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে। আমার দুঃখ

শুধু এই যে এখানে থাকতে যতটা উন্নতি সাধন করা উচিত ছিল তা করতে পারি নাই; তথাপি আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আপনি সত্যই বলেছেন –তোমাদের নির্য্যাতিত জীবনের প্রতিঘাত ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন....একদিন এ দিনের শেষ আছেই। এ কথা আমরাও বিশ্বাস করি। আপনার ভাষায় "একদিন সফলতার গৌরবে জীবন গৌরবান্বিত" হইবেই। আপনার সান্ত্বনামাখা অমূল্য কথাগুলি আমাদের অন্তরের বাণী এবং সর্ব্বাবস্থায় আমাদের পরম অবলম্বন স্বরূপ। আমার শুধু আরও একটু মনে হয়—সারাজীবন কাটাতে হলেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে না—কারণ জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তো অন্তরের বিকাশ, বাহিরের ক্রিয়াকলাপ নয়। আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদের সর্ব্বদা বর্ম্মের ন্যায় রক্ষা করুক—এই প্রার্থনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন সর্ব্বদা সত্য-পথে চলিয়া আপনার ঐ অমূল্য স্নেহাশীর্ব্বাদের কতকটা যোগ্য হতে পারি।

তাঁর জীবনী লিখবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আছে–কিন্তু ভরসা হয় না। যে ২।১ বার ২।১ লাইন লিখবার চেষ্টা করেছি তাতে আরও নির্ভরসা হয়ে পড়েছি। তবু মনে হয় যে তাঁর গভীর ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের যতটা আভাস আমি পেয়েছি—ততটা অনেকেই পান নাই। তাই আমার অভিজ্ঞতার ভাগ যে অপরকে দিতে ইচ্ছা হয় না—তা নয়। সত্যেন বাবু বলেন যে তিনি বলতেন যে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর ঠিক ঠিক জীবনী লিখতে পারবেন। তবে আপনি যদি কিছু উপাদান দিতে পারেন—তবে অসমর্থ হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই কাজের জন্য যে সময়ের অভাব হবে না—একথা আমি বলতে পারি। প্রকৃত অন্তরায় সময়ের অভাব নয়, সামর্থ্যের

অভাব এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আর একটা কাজ আমার মনের সামনে রয়েছে—তাঁর কারাবাসের সময়ে তিনি যে সব notes লিখেছিলেন সেগুলি থেকে একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত প্রবন্ধ বা পুস্তিকা প্রণয়ন করা।

কয়েকদিন হ'ল মেজদাদার পত্রে আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত রয়েছি। আপনার নিজের মনের অবস্থা যাহা হউক না কেন—চিকিৎসা সম্বন্ধে অপর সকলের, এবং ডাক্তারদের কথায় আপনার আপত্তি তোলা উচিত নয়। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি গ্রাহ্য করেন না—এবং আপনার মনের কথা যে আমরা একেবারে বুঝি না—তা নয়। তবুও আমাদের সকলের—এবং সমগ্র দেশবাসীর নিকট আপনার স্বাস্থ্যের মূল্য যে কতবেশী তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।

প্রায় ৭ দিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি—এখন এখানেই থাকব। আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আমার শরীরের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই—একথা রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছেন। এখন তবে আসি মা।

ইতি

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ

৯৩

বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
৭।২।২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৬ই জানুয়ারীর পত্র ২২শে তারিখে হস্তগত হয়েছে—সঙ্গে অশোকের পত্রও পেয়েছি। অনেকদিন পরে আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এখানে এখনও শীত কিছু আছে—তবে এই মাসের মধ্যে বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। মার্চ্চ মাসটা বসন্তের হাওয়া বইবে, তারপর এপ্রিল মাসে রীতিমত গরম পড়ে যাবে। গত বৎসর এপ্রিল মাসেই সব চেয়ে বেশী গরম পড়েছিল।

আমাদের ফুলের বাগানে এবার নানা রঙের ফুল ফুটে বেশ শোভা ধরেছে। তবে এগুলি অধিকাংশই Season Flower। সুতরাং শীতের শেষে গরমের প্রতাপ আরম্ভ হ'লে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপাততঃ বাগানের দিকে তাকালে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়।

গতকাল আমরা এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা করেছি। মূর্ত্তি এখানেই গড়ান হয়েছিল এবং বেশ ভালই হয়েছে। এ দেশে যাহারা সরস্বতী পূজা করে তাহারা গঙ্গায় (অর্থাৎ ইরাবতীতে) ভাসায় না।

আমার শরীরের অবস্থা মেজদাদাকে যে পত্র দিই তার থেকে পেয়ে থাকবেন। আগের থেকে খারাপ বই ভাল বোধ হয় না। ওজন কিছু কমেছে এখন ১৩৮ পাউণ্ড। ছোটদাদা আগামী বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার এখানে এসে বোধহয় পৌঁছাবেন।

নতুন মামাবাবু পূর্ব্বের থেকে কিছু ভাল আছেন জেনে খুব সুখী হয়েছি। তিনি এখন কোথায় আছেন—ঠিকানা লিখবেন।

বাবা বোধ হয় সরস্বতী পূজার ছুটীতে কলকাতায় এসেছিলেন।

আমাদের পায়রার খুব বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়রার খোপও বাড়াতে হচ্ছে। মুরগী মোরগের পালও খুব বেড়ে গেছে। (এতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো?) ২।৩ জোড়া বিলিতি মোরগ ও মুরগীর সাহায্যে কি করে অল্প দিনের মধ্যে এক পাল ভাল জাতের মোরগ ও মুরগী হতে পারে—তা আমরা হাতে হাতে দেখছি। পায়রার সম্বন্ধেও ঐ এক কথা খাটে। তবে ময়ুরপঙ্খীদের বাঁচান গেল না—তারা ক্রমাগত মরে যায়। টিয়াপাখী বেঁচে আছে—মনের সুখে কি তুঃখে তা বলতে পারি না। নানাপ্রকার আওয়াজ করে এক শীষ দেয়। কথা এখনও বলতে শিখে নাই তবে শিখতে পারে।

অভয় আশ্রমের দোকানে আপনার সূতা হারিয়ে গেছে শুনে খুব তুঃখিত হয়েছি। আশা করি আপনি তার জন্য নির্ভরসা হবেন না। অশোকের তো অল্পদিনের মধ্যে লম্বা ছুটী হবে—সেও তখন অবসর মত সূতা কাটতে পারে। অশোকের চিঠির জবাব আমি পরে দিব।

সরকার বাহাতুর আমাদের জানিয়েছেন যে জানুয়ারী ১৯২৫ থেকে তুই বৎসর অতীত হলেও অর্ডিনেন্স আটকের হুকুম এখনও চলবে। চাক্‌রী বজায় থাকা উপলক্ষে এখানে ছোটখাট ভোজ হয়ে গেছে।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন এবং গুরুজনদের জানাবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ।

পুন :—ছোটদাদার সহিত সাক্ষাৎ এবং ডাক্তারী পরীক্ষা এখানে হবে কি রেঙ্গুনে হবে—তাহা এখন স্থির হয় নাই। রেঙ্গুনে হয় তো যেতে হবে।

শ্রীসুভাষ।

৯৪

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মিঃ মোবার্লীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না; তবু আমার মতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব বার বার অতি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ প্রতি কথা বার বার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন

করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোনও নির্দ্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্ত্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না! স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটী কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্য্য-কাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠকরিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যরূপে

আমি মাননীয় সভ্যের এরূপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থা-স্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্ব্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতভেদের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্ব্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ অনুমোদনকে কিরূপ রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্য্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস্ স্বাস্থ্যা-শ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও

অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষ্মারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান্ রোগী সুইট্জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগ বিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জ্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতূহল হয়, সরকার কবে আমাকে "অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেই দিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগবিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না। বা বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যতদিন অর্ডিনান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে। তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি, আই, ডি, পুলিশের কর্ত্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়, এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্ব্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি, আই, ডি, বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি

ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পাদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা, আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিষ্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য্য তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে

ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয় ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্ত্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকার পক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি?

যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই

যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি বাঙ্গলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য্য করি নাই, এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙ্গলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলা-সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্ব্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাইরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কন্‌ফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায়

ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্ব্বপ্রকার গতি-বিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিষ্টার মোবার্লী একটী বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসর কাল আমি নির্ব্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক

রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্যর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন ? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্ব্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না ? ইউরোপে যতদিন হৃত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন ? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগ মুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে

দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্ত্তমান ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি ঃ—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া

কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে জন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্ব্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৯৫

শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত

ইনসিন জেল

৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি ?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং"। পরিণামে কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিষ্যতের কথা জানি না। তবে এখন পর্য্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে ? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশীদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র

সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্দ্ধারণ করেন তবে—"মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ"। যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয় তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকিতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান্ আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান্ আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু,—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation

and realisation একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। এখনই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে, "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এখন দেখা যাক্।

Systematic Study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটী মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখা পড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়া কলাপের উপর তাঁহার আশীষ নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

ইতি—

৯৬

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

ইনসিন জেল
৬ই, মে ১৯২৭

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

দীর্ঘ পত্র লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই ; আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সহিত আমার অনেক আলাপ হইয়াছে। আমার এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। মান্যবর স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার সহিত এ পর্য্যন্ত যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছিল এই ব্যবহার তাহা হইতে পৃথক।

গবর্ণমেণ্টের উত্তর, বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানাইয়াছিলেন। এই উত্তর বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হইয়াছে। ১১ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তের আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি পুনরায় সেই উত্তরই ঠিক বলিয়া মনে করিতেছি।

আমার সিদ্ধান্ত—সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হয়। জীবনকে সহজ ভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ভালভাবে বিচার করিবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হইয়াছে। কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া

থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক।

হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরী বার্গসর Lean Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর সর্ত্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি, আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করিনা যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করিনা। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন—

"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম উচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য—সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধান কর্ত্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে যাইব কিনা বর্ত্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে আমি অক্ষম। বর্ত্তমানে প্রথমতঃ ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে। কতদিনে আমি সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অন্ততঃ আরও অনেকটা সুস্থ হইবার পূর্ব্বে সুইট্জারল্যাণ্ড যাওয়ার কথা উঠিতেই পারেনা। আবার আমি যদি ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশানুরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্বেচ্ছানির্ব্বাসন বরণ করিয়া না লইলে সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার আবশ্যকতাই বা কি?

অতঃপর সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষভাবে পিতামাতার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজ-

নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার সুইট্জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্ত্তা চালান বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান্—অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা মহান্—আমরা তাহাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিতে পারেনা।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যে, যাঁহারা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থা-সম্পন্ন তাঁহারা পরস্পরের সুখের ও দুঃখের অংশ সমানভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৯৭

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Kelsall Lodge
Shillong
১৪।৬।২৭

শ্রীচরণেষু

মা,

পরশুদিন এখানে পৌঁছেছি—পথে বিশেষ অসুবিধা বা কষ্ট হয় নি। এখানে এসে প্রায় একই রকম আছি—তবে গরমের উৎপাত নেই বলে সে রকম ক্লান্তি বোধ হয় না। বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্ছে—বৃষ্টির সময়টা Depressing বোধ হয়। বৃষ্টি না হলে খুবই সুন্দর বোধ হ'ত। এখানকার দৃশ্য বেশ সুন্দর—তবে দার্জ্জিলিঙের Snowy range এর সৌন্দর্য্য এখানে নেই। ঠাণ্ডার দরুণ যে উপকার হবার কথা—তা হবে কিন্তু হজমের উপকার হবে কিনা তা বুঝতে পারছি না।

ভাস্করবাবু ষ্টেশনে এসেছিলেন এবং ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত এক ট্রেনে এলেন। জষ্টিস্ দাস কেমন আছেন? তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ চাই। ওখানকার সকলের স্বাস্থ্য সংবাদ দিবেন এবং আপনারও। এখানকার সব কুশল। এখন আসি।

ইতি
আপনাদের সেবক
শ্রীসুভাষ।

Kelsall Lodge
Shillong
১৭।৭।২৭

পরম পূজনীয়া

মা, আপনার ১০ই জুলাইর পত্র ১৩ই তারিখে আমি পেয়েছি। আমার কথা মত আপনাকে পত্র দিই নাই—আমারই দোষ—সুতরাং আমি ক্ষমার পাত্র। মানুষ কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্ত্তব্য তার ঘাড়ে এসে পড়ে—এবং সেগুলি সম্পাদন না করলে তার পক্ষে অন্যায় হয়। অতএব আমার যে ত্রুটি হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আপনি যে প্রায়ই বলে থাকেন এবং লিখেও থাকেন—"এ সংসারে আমার সাহচর্য্য আর কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারিবে না"—এ কথা মোটেই সত্য নয়। আপনি কি জানেন না—বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা (আর সকলের কথা না হয় তর্কের খাতিরে বাদ দিলাম) আজও আপনাকে কি চোখে দেখে? আপনি যদি তাদের একেবারে "পর" বলে ভাবেন—তবে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয় না? তারা কি তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আপনার চরণে ঢেলে দেয়নি? তারা কত আশা করেছিল যে দেশবন্ধু যখন ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন আপনি এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবেন। সে আশা যখন পূর্ণ হ'ল না তখন তাহাদের হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা ও হতাশা রাখবার কি আর স্থান ছিল? দেশবন্ধু জীবদ্দশায় বলতেন যে আপনি তাঁহার জীবদ্দশায় জনহিতকর কাজে প্রকাশ্যভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন যে হিন্দু মহিলার কাজ পরিবারের মধ্যে, পর্দ্দার আড়ালে—public platform এ নয়। আমি মা'র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা রাখিনা; কিন্তু আমার মনে হয় যে আজ আমাদের দেশের ও সমাজের সহজ অবস্থা নয়। আজ যে আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে—মা। ঘরে আগুন লাগে যখন—তখন যিনি পর্দ্দানশীন তাঁকেও সাহস করে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। সন্তানকে বাঁচাবার জন্য—আগুনের হাত থেকে মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য—তাঁকেও পুরুষ-বিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়। তাতে কি তাঁর মর্য্যাদার বা grace এর হানি হয়?

'বাঙ্গলার সাধনা প্রধানতঃ মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে প্রকট হয়েছে। কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা' কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করেছি। কিন্তু হায়! বাঙ্গলার পুরুষেরা আজ এত নির্ব্বীর্য্য ও কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় স্ত্রীলোকদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। সে দিন (কয়েক মাস হ'ল) "সঞ্জীবনীতে" লিখেছিল—"আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো।" কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগল। আজ বাস্তবিক দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাই; শুধু তাহা নয়—বোধ হয় সন্তানের মান রাখতেও জননীকে অগ্রসর হতে হবে—দেশ এমনই হতশ্রী ও হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছে।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে আপনি যদি বাহিরের পাঁচ-রকম জনহিতকর কাজে মন দিতে পারতেন—তা' হ'লে বোধ হয় ভিতরের জ্বালাটা কিয়ৎপরিমাণেও কমত। পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের দ্বারা কি আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? আপনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী—আজ আপনি পার্থিব দৃষ্টিতে রিক্তহস্তা। এ কথা যে ভাবে—তারই হৃদয়ে তীব্র জ্বালা

না হয়ে পারে না। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা এই যে ভারতের নরনারী অনাদিকাল হ'তে রাজার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা সন্ন্যাসের গৌরবকে অধিকতর শ্লাঘ্য, শ্রেয় ও পূজ্য বলে মনে করে আসছে। সন্ন্যাসের গৌরবময় প্রভাবে আপনার দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান যে কত উঁচুতে উঠেছে তা বোধ হয় আপনি জানেনও না। জানি না এ সব কথা বলা আমার পক্ষে চাপল্য হ'ল কি না কিন্তু আমার justification শুধু এই যে, যে তীব্র জ্বালা আপনাকে নিরন্তর দগ্ধ করছে তাহা অতি সামান্যভাবেও আমাকে সময়ে সময়ে পীড়া দেয়—এবং একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে বাঙ্গলার অসংখ্য যুবককেও পীড়া দেয়।

পূর্ব্ব পত্রে আপনি লিখেছিলেন "অভিশপ্ত জীবনের সব কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাইনা। জানি না কত যুগ যুগান্তরে আমার অভীষ্ট মিলিবে।"

আমার আশঙ্কা হয় যে অত্যধিক brooding এর ফলে আপনি সময়ে সময়ে ভুলে যান যে দেশের বুকে—এবং আমাদের বুকে আপনার আসন কোথায়। তা যদি বিস্মৃত না হতেন তবে নিজের জীবনকে ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও—"অভিশপ্ত" বলতে পারতেন না। ভগবানের নিকট যিনি প্রিয় তাঁর উপরেই বারে বারে দুঃখ ও বিপদ বর্ষিত হয়—এ কথা কি একেবারে মিথ্যা? আর, মানুষের হৃদয় যত বড় হয় তার দুঃখও তত বেশী জোটে—একথাও কি একেবারে মিথ্যা? আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনি পূরণ করুন—আপনার আসন চিরকাল দেশের বুকে অটুট থাকবে। যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আপনার চরণে দেশের লোক ঢেলে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দিবে—তার দশমাংশও কি কোনও

তথাকথিত ভাগ্যবান লোক পেতে পারেন? কত আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে করে নিয়ে দেশবন্ধু আমাদের ফেলে চলে গেলেন। তাঁর সেই সব স্বপ্নই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Legacy। যে Legacy আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পেয়েছেন। সুতরাং আপনি কি বাস্তবিকই অন্তরের সহিত বলিতে পারেন—আপনার কাজ শেষ হয়েছে এবং যাবার সময় হয়েছে? বললে ধৃষ্টতা হয় কিন্তু তবুও বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার যিনি ইষ্ট তিনি কখনও এ বিষয়ে আপনার কথা সমর্থন করবেন না—বরং আমার কথাই সমর্থন করবেন।

আপনি লিখেছেন—"জড় প্রকৃতির সাথে এখানেই আমার অন্তর-প্রকৃতির যথার্থ মিলন। এই ঘন ঘোর অন্ধকার আমার বেশ লাগে।" আপনার হয়তো সব সময়েই অন্ধকার আজকাল ভাল লাগতে পারে—কিন্তু সকলেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে অন্ধকার ভাল লাগে। অন্ধকারকে ভালবাসলে তার বুকে যে আলো লুকান আছে—তাকে কি ভাল-বাসতে নাই? সে বেচারীর অপরাধ কি? সে তো সকলকে সুখী করতে চায়, আলো ও আনন্দ দিতে চায়।

আপনি হয় তো কোনও বন্ধনের মধ্যে আসতে চান না—সে বন্ধন কাজেরই হউক বা মানুষেরই হউক। কিন্তু আমাদের তো কোন উপায় নাই। যে দিন "মা" বলেছি সে দিনই সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছি। এ সম্বন্ধ তো অন্ততঃ ইহজীবনে ছিন্ন হবার নয়। সংসারের প্রাচীর আছে—বাধা আছে—লোকাচার আছে—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অন্তরের সম্বন্ধ তো মিথ্যা হতে পারে না।

মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু Blind Worship। তাই বুঝি "মা"র সৃষ্টি।. ভগবান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।

আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কতকটা জোর পেয়েছি—ঘুম ভাল হচ্ছে—(বোধ হয় একটু বেশীই হচ্ছে) এবং হজমের গোলমাল মোটের উপর কমেছে। ওজন বোধ করি বেড়েছে তবে ওজন নেওয়া হচ্ছে না বলে সঠিক বলতে পারছি না। হজমের আরও একটু উন্নতি হলে তাড়াতাড়ি শরীর সারবে। বৃষ্টি বেশ হচ্ছে—সব সময়ে বৃষ্টি ভাল লাগে না। সংসারে অবিরাম ক্রন্দনটা সত্য, কিন্তু হাসিটাও বোধ হয় সত্য। তাই জ্যোৎস্নার আলোক পেলে যে সুখী হই না তা নয়।

অনেকটা চপলতা প্রকাশ করেছি—ক্ষমা পাব তা জানি—এই ভরসায়। ওখানকার কুশল সংবাদ চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি—
আপনাদের সেবক
সুভাষ

পুনঃ—"সেবা সদনের List of
donors আমার সঙ্গে
চলে এসেছে। আমি ২।১
দিনের মধ্যে Register করে
পাঠিয়ে দিব।
সুভাষ।

Kelsall Lodge.
Shillong.
৩০।৭।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পূর্ব্বে পত্রে আমি ধৃষ্টতাবশতঃ আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সে চাপল্য স্নেহগুণে ক্ষমা করিয়াছেন। ধৃষ্টতা আমার অনেক আছে—তাহা না হইলে অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা কোথা হইতে পাইব? আমরা যে লক্ষ্মীছাড়ার দল।

আমরা যে মার মুখপানে এখনও তাকাইয়া আছি, এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুণ নয়। আত্মবিশ্বাস আমাদের যথেষ্ট আছে—বোধ হয় একটু বেশীই আছে। তবুও আমরা মা-কে চাই কেন? তার কারণ এই যে মা-কে বাদ দিয়া কোনও পূজাই হয় না। আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ-আপদ জুটিয়াছে তখনই মা-র আবাহন আমরা করিয়াছি। আমাদের অন্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লইয়াই মাতৃমূর্ত্তি রচনা করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' গান লইয়া আমাদের জাতীয় অভিযান সুরু হইয়াছে। তাই আজ এমনভাবে মা-কে ডাকিতেছি—কিন্তু পাষাণীর হৃদয় কি গলিবে না?

সন্তান বলিয়া যখন নিজের কাছে নিজের পরিচয় দিতেছি তখন যেন আমার দ্বারা মা-এর নাম কলঙ্কিত না হয় সেই আশীর্ব্বাদই করুন। মা-এর উপযুক্ত সন্তান হইব—এত বড় স্পর্দ্ধা আমার নাই।

যে কণ্টকময় পথে চলিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত যেন এমনই ভাবে চলিয়া যাইতে পারি—সেই আশীর্ব্বাদ করুন। সন্ন্যাসের শূন্যতার মধ্যে যেন

জীবন শুকাইয়া না যায় ; এই শূন্যতার মধ্যে যে অমৃত লুক্কায়িত আছে তার সংস্পর্শে যেন জীবনটা মঙ্গলের দিকে ফুটিয়া উঠে—সেই আশীর্ব্বাদ চাই। আপনার আশীর্ব্বাদের মূল্য আমার কাছে কত—তাহা কি বলিতে হইবে ?

একদিকে আমার ধৃষ্টতার যেমন অবধি নাই, অপরদিকে নিজের অযোগ্যতার চিন্তা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করে। এই Conflict টা কাল্পনিক নয়—বাস্তব সত্য। ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" তবুও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, ভয় হয়—বুঝি, দেশ যা চায় তাহা দিতে পারিব না। বুঝি, বামন হইয়া চন্দ্রমা স্পর্শের চেষ্টায় মাঝ গঙ্গায় ভরাডুবি হইয়া মরিব। মা, তুমি কি আমায় অভয় বাণী শুনাবে ?

আর একটা কথা বলিব—অনেকদিন বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই। সন্তানের একটা কর্ত্তব্য আছে—একটা অধিকার আছে। সেবা-র অধিকারে কি চিরকাল বঞ্চিত হইব ? চিরকাল কি 'পর' হইয়া থাকিব ? এই অসীম বিশ্বের মধ্যে মানুষের গড়া ক্ষুদ্র সংসারটাই কি সবচেয়ে বড় সত্য ?

আপনার দিবার অনেক কিছু আছে—দেশ এখনও তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এটা আমার মনগড়া কথা নয়—দেশের প্রাণের কথা। তবে আপনার দেয় আপনি দিবেন কি না—তার মীমাংসা আপনার হাতে। দেশ যাহা আশা করিতেছে তাহা যদি না পায় তবে দেশেরই দুর্ভাগ্য—এ ছাড়া আর কি বলিব।

আপনি লিখেছেন—"নবীনের প্রবীণের চিন্তাসূত্র—কর্ম্মধারা এক নয়।" এ কথা সত্য কিন্তু তথাকথিত নবীনদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ পাওয়া যায়—এবং তথাকথিত বৃদ্ধদের মধ্যে অনেক তরুণ পাওয়া যায়। তরুণেরা যদি আপনাকে তাদেরই একজন মনে করে—যদি

তাদের নেত্রীত্বের ভার আপনাকে দেয়, তবে তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি আছে ?

আমি কলিকাতায় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তার মীমাংসা এই যে আপনি যদি আমাদের নেত্রীত্বের ভার গ্রহণ না করেন তবে বাঙ্গলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাঁকে আমরা অন্তরের সহিত নেতা বা নেত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও সভায় সভাপতির কাজ চালাইবার জন্য কাহাকেও বরণ করিলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করা হয়না। তেমন নেতা বাঙ্গলাদেশে অনেক আছেন—কিন্তু প্রকৃত নেতা—যাঁর কাছে, হৃদয় সহজেই ভক্তিতে আনত হইয়া পড়ে—আজ বাঙ্গলাদেশে বিরল। যদি আপনাকে আমরা না পাই তবে এই লক্ষ্মীছাড়ার দলকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে হবে। আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের নিকট অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তদপেক্ষা বেশী কিছু চাই।

আমরা এখানে এক প্রকার ভাল আছি। আমার বোনের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মা একরকম ভালই আছেন। আমার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে—তবে weight তেমন বাড়িতেছে না। অবশ্য আমি ওজন বাড়াটা চাই না—কিন্তু ডাক্তারদের তার উপর খুব ঝোঁক। প্রত্যহ বৈকালের দিকে বেড়াতে যাই—এবং হাঁটাও হয়।

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর শরীর খুব খারাপ দেখেছিলাম। তিনি এখন কেমন আছেন ? মিনু-রা ভাল আছে তো ? অন্যান্য সকলের কুশল সংবাদ দিবেন। জষ্টিস্ দাস কেমন আছেন ?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

পুনঃ—সেদিন মার কাছে শুনিলাম আপনি স্বপ্নে একটা ঔষধ পেয়েছিলেন—আমার অসুখের জন্য—অথচ আপনি আমাকে সে ঔষধ দেন নাই বা সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুনে আমার খুব রাগ হয়েছে। চিরকাল কি পর করে রাখবেন? আপনি জানেন যে, যে কোনও ঔষধ আপনি দিলে আমি সাগ্রহে এবং ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম।

১০০

পরবর্ত্তী তিনখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কেলসল লজ,
শিলং
৩।৮।২৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৮শে জুলাইর পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে কয়েকদিন যাবৎ দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে—আজ একটু পরিষ্কার আকাশ পেয়ে আমরা সকলেই বেড়াতে গিছলুম। আপনার শরীর এখন কি রকম আছে? মেজদাদার শরীর এখন কি রকম? আমার অনুরোধ জানাবেন, যেন বেশী রাত্রে খাওয়াটা বন্ধ করেন। আমি যে কয়দিন কলকাতায় ছিলুম খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অনিয়ম দেখতুম। আমি নিজে বোধ হয় এত অনিয়ম কখনও করিনি। আর একটা অনুরোধ জানাবেন যেন সেপ্টেম্বর মাসটা বিশ্রাম করেন। টাকার চেয়ে স্বাস্থ্য বড়—যদিও এখন টাকার খুব বেশী দরকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে যাকে

ইংরাজীতে বলে—he cannot afford to get ill—আমার মত তো আর vagabond নন, যে বাঁচলুম কি মরলুম তাতে কিছু এসে যায় না।

পলি ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে—তবে বড় ধীরে ধীরে উপকার হচ্ছে। মিস্ হার্মেন আজ অনেক দিন পরে তাকে দেখে বল্লেন যে বেশ উপকার হয়েছে। এক মাইল আন্দাজ হাঁটাও হয় যেদিন বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়। তার মনটাও আজকাল ততটা বিমর্ষ নয়—শিশুকে পড়ান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। পলির জন্যে আপনার সমবেদনা দেখে আমি বড় খুশী হয়েছি।

মার হাতের আঙ্গুলটা কষ্ট দিচ্ছে—fomentation দিয়ে বিশেষ উপকার হয়নি। বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত পাকবে।

বীর আজকাল বিশেষ গোলমাল করে না। ড্রাইভার বরাবরই ঠিক মত কাজ করছে। ছোটখাটো মেরামত গাড়ীতে করতে হয়েছে। তাতে জুন ও জুলাই মাসের বিল ৩০ টাকা দাঁড়িয়েছে। গাড়ী আজকাল ভালই চলছে।

ফলের পার্শ্বেল আমরা কাল পেয়েছি—মোটের উপর ফলের অবস্থা ভালই। ললিত (ননীর স্বামী) আবার ফলের পার্শ্বেল তাঁর একজন বন্ধু মারফৎ পাঠিয়েছেন—কাল আমরা পেয়েছি।

আপনি যে কর্ত্তব্যবোধে কলিকাতায় গেছেন—তাতে আমি সুখী হয়েছি। আমি গোড়া থেকেই মনে করেছিলুম যে আপনার এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আপনাকে বার বার বলেছি এবং মেজদাদাকে লিখেছি—যাতে কোনও প্রকার সঙ্কোচ না বোধ করেন। আমার সুবিধার জন্য আপনি যদি কর্ত্তব্যহানি করে বা নিজের কষ্ট করে এখানে থাকতেন তাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হতুম। আমি যে রাস্তায় চলেছি তাতে নিজের সুবিধা বা সুখের জন্য কাহাকেও কষ্ট

বা অসুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে মহাপাপ। আদর্শটা বড় কঠিন তা আমি জানি এবং আমার জন্য অপরের যে অসুবিধা ও কষ্ট হয়, তাহা সব সময়ে নিবারণ করা যায় না—তবুও সাধ্যমত আমাকে এই আদর্শ টা সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে।

টাকা সম্বন্ধে যা লিখেছেন—সে কথা ঠিক কিন্তু আমি যা লিখেছিলুম সে কথাও ঠিক। টাকা যে রোজগার করবে তার পক্ষে "টাকা মাটী; মাটী টাকা" এই ভাব হৃদয়ে রাখা ভাল। তা' হ'লে মানুষ স্বার্থপর বা কৃপণ কখনও হবেনা। কিন্তু আমার দিক থেকে এ কথা বলা খাটে না। আমার কাছে প্রত্যেক টাকাটীর মূল্য খুব বেশী। যে টাকাটী আমার নিজের জন্য ব্যয় করি, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় যে ঐ টাকা অপরের জন্য ব্যয় করতে পারলে আমি বেশী সুখী হতুম। এ ভাব যেতে পারে না—এবং বোধ হয় যাওয়া উচিত নয় (অবশ্য আমি এখানে আমার দিক থেকেই বলছি—আপনার দিক থেকে নয়)। নিজের টাকাটা নিঃশেষে জনহিতের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে—এইটা যখন আদর্শ করেছি তখন কোনও প্রকার স্বার্থপরতাকে যদি মনের মধ্যে স্থান দিই তা হলে তো আমি ভরাডুবি হব। এ সব কথা বলা বা লেখা সত্ত্বেও আমি যথেষ্ট স্বার্থপর এবং নিজের জন্য আমি অনেক কিছু করি। তার কারণ একদিনে আদর্শে পৌছান যায় না এবং স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে অনেকদিন ধরে সাধনা করা চাই।

নবৌদিদি যদি নিজের অসুবিধা করে বা নদাদার অসুবিধা করে আমাদের জন্য এখানে আসতেন, তাতে আমি মোটেই সুখী হতুম না। তবে যদি ছায়ার বা রাধুর জন্য বা নিজের একটু হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আসতেন তাতে সুখী হতুম—সে কথা বলা বাহুল্য। আমাকে সর্ব্বদা সকল রকম অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এর জন্য বহুদিনের অভ্যাস চাই। তা না হ'লে হঠাৎ একদিন বিপদ
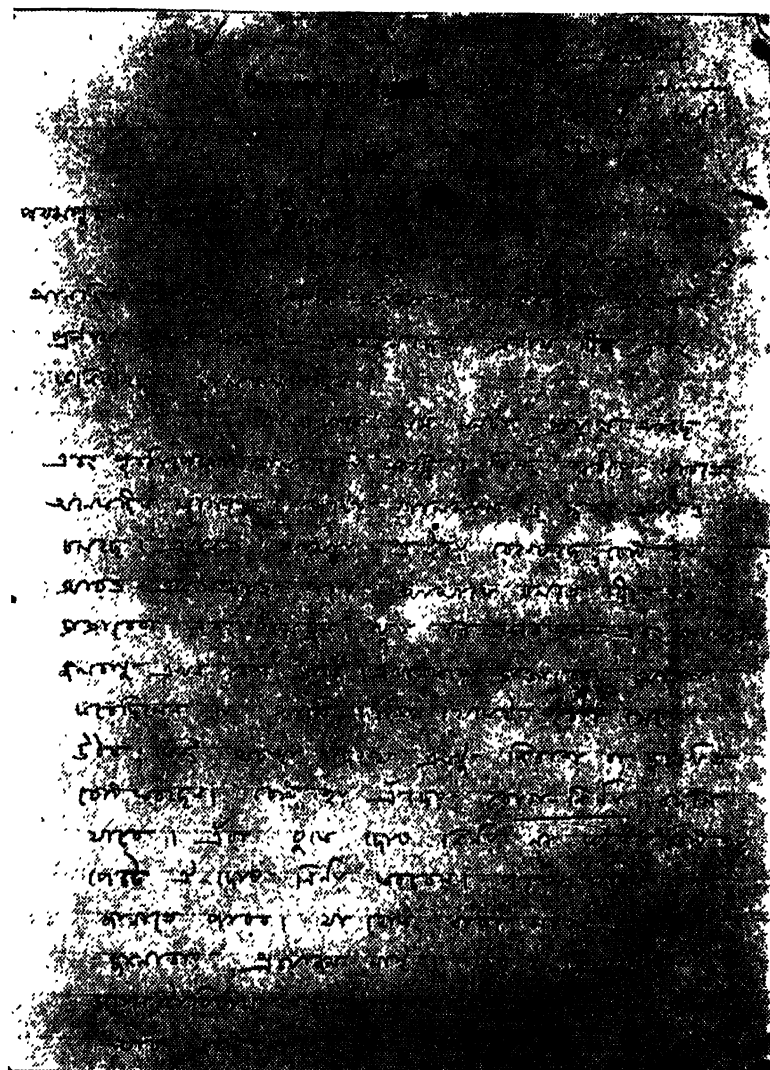
বিভাবতী বসুকে লিখিত পত্রের অনুলিপি

যখন আসবে তখন তো মন ঠিক রাখতে পারব না। আমি অতি অধম, অতি দুর্ব্বল ছিলুম; গত ১৬।১৭ বৎসর নিজের মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে যা কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছি। এ সংগ্রামের বোধ হয় শেষ নাই কারণ মনের উন্নতিরও কোনও শেষ নাই—যত উঁচুতে ওঠা যায়, আরও বেশী উঁচুতে উঠতে ইচ্ছা হয়। ফলে যুদ্ধ চলতেই থাকে।

যাক্ অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না। পাগল আমি নই তবে যদি মনে করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। একটু আধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন? একেবারে স্থিরমস্তিষ্ক হওয়াটা কি ভাল!

আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই বেশ আছি। পলি বোধ হয় একটু একলা পড়ে গেছে। সমবয়সী কেহ নাই।

রাঙ্গা মামাবাবুর আসা সম্বন্ধে কিছু স্থির হলে আমাকে জানাবেন এবং অশোককে বলবেন বইগুলি পাঠিয়ে দিতে।

ওজনের কলের ভাঙ্গা অংশটা মেরামত হয়ে এসেছে। কিন্তু আগেকার মত ঠিক record হয় না। ২।৪ পাউণ্ড এদিক ওদিক হয়। মেজদাদাকে বলবেন যে আমার এখনকার ওজন ১৪৪-১৪৬। কলিকাতা থেকে যখন আসি তখন ছিল ১৩৪ পাউণ্ড।

"Mother" বইটা আমার আর একবার পড়ার ইচ্ছা আছে। যদি লোক মারফৎ পাঠাবার সুবিধা হয় তো পাঠিয়ে দিবেন। ঐ বইর একটা সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা আছে।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলুম—তার মীমাংসা হয়ে গেছে।

আপনারা যখন কলিকাতায় যান তখন শান্তাহার ষ্টেশনে সাহা মহাশয় কি বাবার দুধ এনেছিলেন? এ বিষয়ে আপনারা কেহ

লেখেন নাই। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। এখানে থাকার সম্বন্ধে আমার মত এই।

(১) যদি প্রয়োজন হয় তবে এই মাসের ২০।২২ তারিখ নাগাদ কলিকাতা যাব—কাউন্সিলের জন্য। কাউন্সিল শেষ হয়ে গেলে কলিকাতা ছেড়ে কোথাও যাব।

(২) আপনারা সকলে যদি সেপ্টেম্বর মাসে শিলংএ আসেন তবে আমি শিলং ফিরে আসব। তারপর সেপ্টেম্বরের শেষে (অথবা সুবিধা হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি) আমরা সকলে এক-সঙ্গে কলিকাতায় নেমে যাব।

(৩) আপনি ও ছেলেরা না এলে মেজদাদা বোধ হয় একলা এখানে আসবেন না। উনি বলবেন—আমার change দরকার নেই—শরীর বেশ ভালই আছে—সুতরাং কলিকাতায় থেকে কিছু টাকা রোজগার করি। আপনি যদি বলেন যে ছেলেমেয়েদের Change দরকার, তখন উনি সহজে কথা কাটাতে পারবেন না। যদি Vacation এর মধ্যে টাকা রোজগার করা বিশেষ দরকার হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাস এখানে কাটিয়ে উনি অক্‌টোবর মাসটা কলিকাতায় থাকতে পারেন। কিন্তু একমাস বিশ্রাম অন্ততঃপক্ষে—তাঁর নেওয়া একান্ত দরকার।

(৪) আপনারা এলে বড়দাদা বৌদিদি প্রভৃতিও আসতে পারেন। আপনাদের ঘর তো খালি পড়ে আছে—আপনারা এসে দখল করলেই পারেন। বড়দাদা বৌদিদি আমার ঘরে থাকবেন। আমি বড় ছেলেদের (যেমন অশোক, অমি) নিয়ে Cottage-এ থাকতে পারি—তাতে আমার Cottage দখল করবার সুযোগ হবে।

(৫) যদি কলিকাতা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন

তা হলে Council এর শেষে আমার এখানে ফিরবার ইচ্ছা নাই। তা হলে আমি বরং কটক পুরীর দিকে যাব।

(৬) যদি কাউন্সিলে যাওয়া না হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন তা হলে আমরা সকলে (এখন যাঁরা এখানে আছেন) এই মাসের শেষে নেমে যেতে পারি।

অনেক কথা লিখলুম। আমার শরীর ক্রমশঃ ভালই হচ্ছে। পেটের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল। রাত্রে এখন লঘু আহার করি—যেমন Benjers food, toast ইত্যাদি।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—
আপনাদের সেবক
শ্রীসুভাষ।

১০১

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শিলং
১১-৮-২৭

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ৫ই তারিখের পত্র ৮ই তারিখে পেয়েছি। খামের উপর "1 P. M." ছাপ রয়েছে তবুও সেইদিনকার মেল-গাড়ী ধরতে পারে নাই। আপনি কাহাকেও দিয়ে খবর নেবেন--আসাম মেল ধরবার জন্য কয়টার মধ্যে এলগিন রোড পোষ্ট অফিসে চিঠি ছাড়তে হয়। G. P. O. তে ২টার মধ্যে চিঠি ছাড়লে সেইদিনকার মেল ধরতে পারে।

এই মাসে খুব বৃষ্টি হয়েছে—মধ্যে মধ্যে আমাদের বেড়ান বাদ গেছে। তা সত্ত্বেও পূর্ব্বে যেরূপ খারাপ বোধ হ'ত, ঘরে বন্ধ থাকলে—এখন সেরূপ মনে হয় না।

আপনি নিজের সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেন নি দেখছি। মনে হ'চ্ছে যে আপনার কলিকাতা ছাড়বার তত ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমি বলি—বাড়ী তো আর পালিয়ে যাবে না। বাড়ী যখন একবার খাড়া হয়েছে তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। বাড়ী গোছ করবার অনেক সময় পাবেন—তার জন্য এত ব্যস্ত কেন ?

মার হাতের আঙ্গুল এখনও কষ্ট দিচ্ছে। মা বলছিলেন যে পলি যতদিন থাকবে ততদিন তাঁকে বোধ হয় থাকতে হবে।

Benjers food খেয়ে আমার পৈটিক অবস্থা কিছু ভাল আছে। ওজনের কলটা ঠিক হয়েছে—তবে আগেকার মত একেবারে সঠিক record হয় না। এখানে আসার পরে ওজন কিছু বেড়েছে। পলির শরীর আজকাল একটু ভাল বোধ হচ্ছে এবং মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ভাল আছে।

আপনাদের সকলের শারীরিক কুশল জানাবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি

সেবক

সুভাষ।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শিলং

(১৯২৭)

*　　*　　*

ছেলেরা এখানে থাকলে বোধ হয় শরীরটা আর একটু সারতো। তবে গিয়ে ভালোই হয়েছে—পড়া শুনার ক্ষতি হবেনা। আমার শুধু মনে হয় যে এই যে এতটাকা ব্যয় হচ্ছে এখানকার জন্যে এর আরও একটু সদ্ব্যবহার হ'লে ভাল হ'ত--অন্ততঃ তাতে আমি একটু সুখী হতুম। নিজের জন্য এত টাকা ব্যয় হবে এই চিন্তা আমাকে কাঁটার মত বিঁধে—হয় তো এটা আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু স্বভাব তো সহজে বদলান যায় না।

সারাভাইরা (অম্বালাল সারাভাই) ১৭ তারিখে রওনা হয়েছেন ষ্টীমারে। বোধ হয় পঁচিশে নাগাদ পৌঁছাবেন। যদি তাঁদের একবার চা-এ নিমন্ত্রণ করতে পারেন তা' হলে ভাল হয়। তাঁরা বোধ হয় ২।১ দিনের বেশী থাকবেন না। আমি বিধানবাবুকে বলেছি যেন একবার সেবাসদনটা তাঁদের দেখান।

ছেলেদের সকলকে কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তে দিবেন। যোগীন বাবুর সংস্করণগুলি বোধ হয় সবচেয়ে ভাল। তিনি আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের প্রাচীন ভাষা তর্জমা করেছেন এবং কবিতার আকারে লিখে গেছেন—সুতরাং ছেলেদের পক্ষে পড়া খুব সহজ। মহাভারত ও রামায়ণ আমাদের সভ্যতার মূলভিত্তি একথা আমি যত বড় হচ্ছি তত বুঝতে আরম্ভ করেছি। দুঃখের বিষয় যে মহাভারত ও রামায়ণ আগাগোড়া ভাল করে কোনও দিন পড়লাম না।

অশোককে আমি বলেছি যে কতকগুলি বই যাহা আমার দরকার—যেন আলাদা করে রাখে। কোনও লোক মারফৎ পাঠান যদি সুবিধা কখনও হয় যেন পাঠিয়ে দেয়। সেই বইগুলির মধ্যে বাঙ্গলা অভিধান (যা আমি রেঙ্গুন থেকে এনেছি) ও Shakespeare's Works যেন রেখে দেয়। ছোট Type এর একটা বইতে Shakespeare এর Complete Works আছে—আমি সেই বইটা চাই। বোধ হয় বইটা বড় বাড়ীতে আছে।

আপনার "Mother" কি পড়া শেষ হ'ল? কেমন লাগল?

আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে একটু মুস্কিলে পড়েছিলুম। খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল—একটু কষ্ট হয়েছিল বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বহুকাল এরূপ ভাব আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি মনে করতুম যে আমি মায়া মমতার বাহিরে। তাই একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবারে মমতাহীন হতে পার নি। এটা দুঃখের কথা কি সুখের কথা তার বিচার এখন করব না।

প্রথম আঘাতটার পর আমি চিন্তা করতে লাগলুম কেন আমার এরূপ মনের অবস্থা হ'ল। সে চিন্তা এখনও চলছে। আমার মত অবস্থা যাদের—তারা যদি একেবারে মমতাহীন হতে না পারে তবে তাদের ভাগ্যে কষ্টই বেশী জুটবে। তিন বৎসর পূর্ব্বে কারার আহ্বান যখন আসে এবং আমি শয্যা ত্যাগ করে আলীপুর জেলের দিকে রওনা হই—তখন তো একবারের তরে মন কেমন করেনি—বেশ নির্ব্বিকার ভাবে চলে গেলুম এবং আড়াই বৎসরও বেশ নির্ব্বিকার ভাবে কাটিয়ে দিলুম। এই সময়ে জীবনের প্রতি মমতা একরকম ত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু তার জন্যও তো কোন কষ্ট হয়

নি। তবে এ অবস্থা আমার কেন হল ? এটা কি মনের দুর্ব্বলতা, না বয়সের প্রভাব না বহুকাল বাড়ী ছাড়া হওয়ার পরিণাম ?

এখন আবার মনটা বসতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য Company-র অভাব বোধ করি। কিন্তু তাতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না। নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বন জঙ্গলের মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি—ঝরনার অবিরাম কলকল নাদ—এ সব নিয়ে বেশ আছি। তাতে শরীর ও মন বেশ স্নিগ্ধ হয় আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব ভাষা আমার অন্তরে প্রবেশ করে—আর মনে পড়ে সেই কবির কথা—

And this our life exempt from public haunt
Finds tongues in trees in running brooks,
Sorrows in stones and in every thing.

বহুলোকের মাঝে থাকলে এ অনুভূতিটা হয় তো পেতুম না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজের প্রাণকে মিশিয়ে দেওয়া মনটাকে সংযত করে প্রকৃতির ভাষা বুঝবার চেষ্টা করা—এটা অবশ্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তথাপি সামান্য ভাবেও তাহা করতে পারলে প্রাণটা আনন্দে ভরে যায়।

যাক্ অনেক বাজে কথা বক্‌লুম—কিছু মনে করবেন না। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ও একত্র ঘর করে আমার মত মুখ-চোরা লোকও বাধ্য হয়ে বাচাল হয়েছে।

কাউন্সিলের সময়ে কি করব এখনও স্থির করি নাই। আপনাদের পূজার ছুটির Programme যখন স্থির হবে তখন আমাকে জানাবেন।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে ? রাত্রে ঘুম ভাল হয়—না আগেকার মতই অনিদ্রা ? যন্ত্রণা গেছে তো ?

আর অধিক কি লিখব। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ছেলেদের ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

সেবক

সুভাষ।

চিঠিটা (খামটা নয়) সূতায় বেঁধে Seal করে দিচ্ছি। Seal কি অবস্থায় পান জানাবেন।

সুভাষ।

১০৩

পরবর্ত্তী নয়খানি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Kelsall Lodge
Shillong
১২।৯।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ২রা তারিখের চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে পৌঁছবার পর আপনাকে পত্র দিয়েছি—আশা করি তাহা যথা সময়ে পেয়েছেন। এখানে আসার পর এক সপ্তাহ ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েছে—ঠিক ভরা-বাদর। যা হোক্ কাল থেকে রোদ পাওয়া যাচ্ছে। এখনও আকাশে মেঘ জমা রয়েছে—সুতরাং এ মাসটাও বোধ হয় অল্প বিস্তর বৃষ্টি হবে। হজমের দোষ এখনও আছে—তা ছাড়া শরীর ভালই আছে।

সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে আছি। অক্টোবর মাসটাও থাকতে পারি যদি বাড়ীটা এক মাসের জন্য পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, তবে অক্টোবরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরব। তার পর হয় পুরুলিয়া না হয় সিজুয়া যাবার ইচ্ছা আছে। আপনি কবে পুরুলিয়া যাবেন এবং কতদিন থাকবেন—আমাকে জানাবেন। পুরুলিয়াতে আপনার সঙ্গে আর কে থাকবেন? সুধীরবাবুরা কোথায় যাওয়া স্থির করলেন?

আপনার শরীর কেমন আছে? Heart এর কষ্ট কি আজকাল হয়? আপনার শরীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখবেন কি?

ইতি

আপনাদের সেবক

সুভাষ

১০৪

Kelsall Lodge
Shillong
১।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে এসে সব শুদ্ধ তিনখানি পত্র দিয়েছি—শেষ দুই পত্র ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আশা করি সব চিঠিগুলি যথা সময়ে পেয়েছেন।

আমার শরীর মোটের উপর ভালই আছে—যদিও এখানে খুব বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে ২।১ জনের অসুখ হয়েছে—তবে বেশী কিছু নয়। মেজদা এখানে ফিরে এসেছেন। ডাঃ রায়ও এসেছেন—গোস্বামীর আসবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নাই। গোস্বামীকে আপনি বেনারসের বাড়ীর জন্য লিখেছেন—এ কথা ডাঃ রায়ের কাছে শুনলাম। হালদার সাহেব সপরিবারে ২।৩ দিন হল এখানে এসেছেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমরা নেমে যাব—তারপর কোথায় থাকবো স্থির করি নাই। বোধ হয় বাকী মাসটা কলিকাতায় থাকব। আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা আছে—সে কথা বলা বাহুল্য। তবে ভিড়ের জন্যই চিন্তা। এত ভিড়ের মধ্যে আমার ভাল লাগবে কি না জানি না। এখানেও ভিড়ের জন্য আমি আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করি নাই—যদিও প্রথমটা আমি সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। যাহা হউক কলিকাতায় গিয়ে স্থির করা যাবে।

বেহারের খদ্দরের সম্বন্ধে যা লিখেছেন—তা সত্য। কিন্তু শুধু সমালোচনা করলেই কি হবে? কাজে না নামলে চলবে না।

আমার নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু ভেবে রাখবেন। দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন এই বিষয়ে করব। আপনার মতের যে আমার কাছে কত মূল্য তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আপনার মত না নিয়ে আমি এখন কোনও কাজে হাত দিতে চাই না।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

১০৫

Kelsall Lodge,
Shillong
১৫।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ৬ই তারিখের চিঠি ৯ই তারিখে পেয়েছি। আমি ২নং বেলতলা রোডের ঠিকানায় ইতিপূর্ব্বে যে ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছি আশা করি তাহা পেয়েছেন।

আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

আপনি লিখেছেন—"কোনও বিষয়ে আমার সাহায্য তোমরা আশা করো না।" এ কথাগুলি প'ড়ে বড় ব্যথিত হয়েছি; ব্যথিত হয়েছি নিজের জন্য নয়, দেশের কথা ভেবে। আজ বাঙ্গলার বড় দুর্দ্দিন। Wholetime কর্ম্মীর বড় অভাব। মিঃ সেনগুপ্ত কংগ্রেসের কাজ এক রকম ছেড়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। কিরণবাবু আমাকে নোটিশ দিয়েছেন যে অক্টোবর মাস থেকে তিনি আমার উপর বোঝা চাপিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন। তুলসী বাবুর দেশের কাজে আর বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহ আমি দেখিনা। Big five দের আপনি জানেন; তুলসী বাবু বাদে তাঁহারা professional লোক সুতরাং কংগ্রেসের কাজে তাঁহারা বেশী সময় দিতে পারেন না। আপাততঃ এক বিধান বাবুই B. P. C. C. র কাজে interest রাখেন; কিন্তু তাঁহারও সময় অল্প। কংগ্রেসের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। দেশবন্ধুর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একজনকেও দেশের কাজে পাওয়া যায় না। আমাদের একমাত্র ভরসা আপনি—কিন্তু আপনিও সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চান। এই সব দেখে শুনে কয়েকদিন যাবৎ আমি ভাবছি—

আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন যে নিজের আত্মিক অকল্যাণ সাধন করে আমাকে এই ভূতের বোঝা বইতে হবে। রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নয়; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়েছি। এখন এই অবসরে আমিও আমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারি। সংসারে আমার আসক্তি নাই, তাই আমি সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করলাম না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কেন শান্তির পথ ছেড়ে নূতন সংসার-জাল রচনা করে তার মধ্যে প্রবেশ করব, তার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

দেশ আপনাকে চায়—রাজবন্দীরা আপনাকে চায়। সকলে আমাকে বার ২ অনুরোধ করেছে যেন আমি আপনাকে তাহাদের কথা নিবেদন করি। আমিও অহঙ্কার পরবশ হ'য়ে মনে করেছি যে আমি তাহাদের বার্ত্তাবহ হ'য়ে গেলে আপনি সে কথা ঠেলতে পারবেন না। ভগবান আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। বড় আশা নিয়ে আমি জেল থেকে বাহির হয়েছিলাম, এখন দেখছি সে আশা অমূলক। যাঁহাদের উপর খুব বেশী ভরসা ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের কাজ করা দূরে থাকুক, দেশের সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করতে চান না। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবলে চোখ ফেটে জল আসে। কংগ্রেসের যে কঙ্কাল আজ আমাদের সামনে পড়ে আছে—এই কঙ্কালের জন্যই কি দেশবন্ধু তাঁহার অমূল্য জীবন দিয়ে গেলেন? দেশবন্ধুর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সহকর্ম্মী অনুচর—যাঁহারা তাঁহাকে খুব ভাল রকম চিনবার ও বুঝবার অবসর পেয়েছিলেন—তাঁহাদেরই আজ দেশের কাজে সব চেয়ে বেশী অনাস্থা। ইহারই বা কারণ কি?

দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর যাঁহারা কর্ত্তব্য অবহেলা করেছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি সর্ব্ব প্রধান—কারণ তাঁহার দেহ চলে গেলেও

আপনার মধ্যে তাঁহার আত্মা—তাঁহার অতৃপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা—বিরাজ করছে। সেই আত্মার প্রতীক স্বরূপ হ'য়েও, এবং আপনার এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, আপনি কিছু করতে চান না। বড় দুঃখে এ কথা আমি বলছি—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আমি শেষ বারের মত হৃদয়ের বেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করছি। আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

আমি মনে করেছিলাম এই মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের গোড়ায় আপনার কাছে একবার যাব। এখন দেখছি যে গিয়ে কোনও লাভ নাই। নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যাহা নিজের ক্ষমতার বাইরে তার জন্য চেষ্টা করে লাভ নাই। বাঙ্গলা দেশের বড় দুর্ভাগ্য—তাহা না হ'লে এত অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের এই দুরবস্থা ঘটত না।

আর একটী কথা বলে আমি ক্ষান্ত হ'ব। জীবনে কাহারও কখনও খোসামুদী করি নাই—অপরের মন যুগিয়ে কথা বলার রীতি আমার জানা নাই। আমাদের Leader এর জীবদ্দশায় যখন সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁহার মনের মত কথা বলেছেন, আমি তখন অপ্রিয় সত্য বলে তাঁহার সহিত ঝগড়া করেছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কোনও কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসী আপনাকে চায়—আপনার উপর তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সকল দল আপনাকে মানবে আপনাকে খাতির করবে, আপনার কথা রাখবে। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি ব'লে আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অথবা আপনার খোসামুদি করবার জন্য এ কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান কোথায়—দেশের মধ্যে আপনার position কি, তাহা জানি বলেই আপনাকে জানিয়েছি।

দেশের মধ্যে কোনও দল আপনাকে exploit করবে আমি তাহা চাই না। আমার যদি আশঙ্কা থাকত যে কোনও দল আপনাকে exploit ক'রে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করতে চায়, আমি তাহা হইলে আপনাকে সে কথা জানাতাম। আপনাকে শুধু কোনও দল বিশেষ চায় না—সমগ্র দেশ আপনাকে চায়। আপনি দেশের কাজে বড় asset—সুতরাং আপনাকে আমরা সর্ব্বদা দলাদলির বাহিরে রাখতে চাই। দেশ আপনাকে চায়—exploit করবার জন্য নয়, follow করবার জন্য।

আপনার একটা individuality আছে—দেশবন্ধুর জীবদ্দশায়ও আপনার individuality ছিল—সেইজন্য আপনার শক্তির উপর জনসাধারণের এত বিশ্বাস! দেশের মধ্যে যেটা better mind—সেটা একেবারে unreasonable নয়। Better minds রা আপনার কাছ থেকে অন্যায় কিছু দাবী করে না। তাহারা চায় না যে আপনাকে পথে, ঘাটে, মাঠে ঘোরাঘুরি করে বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তাহারা চায় দেশের কাজে 'আপনার আস্থা ও উৎসাহ—তাহারা চায় আপনার উপদেশ ও পরামর্শ—তাহারা চায় জগতে ঘোষণা করতে যে দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজ-সমূহ আপনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন—তাহারা শুধু চায় দেখতে যে দেশবন্ধুর অতৃপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আপনার জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠছে।

যাহারা দেশবন্ধুকে সুখে দুঃখে অনুসরণ করেছে—আজও তাহারা সেই devotion এর সহিত আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কথায় বাঙ্গলা দেশ ওঠে বসে কিনা তা আপনি ইচ্ছা করলেই পরীক্ষা করতে পারেন।

যাক্ অনেক কথা লিখে ফেললাম—অন্যায় বলে থাকলে ক্ষমা

করবেন। আমি ভাড়াটিয়া সৈনিক নহি। সহজে কোথাও আত্মসমর্পণ করি না—কিন্তু যেখানে করি, সেখান থেকে সহজে ফিরি না। আমার loyalty and devotion এর উপর আপনার পূর্ণ দাবী সর্ব্বদাই থাকবে—আপনি তাহা use করুন বা না করুন। আপাততঃ আমাকে নিজের পথ নিজেই স্থির করতে হবে। সে পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনও স্থির করতে পারি নাই।

এখানে বোধ হয় বেশীদিন থাকব না—সুতরাং পত্র দিলে কলকাতার ঠিকানায় দেওয়া ভাল। November এর Programme স্থির করি নাই—কলকাতার বাহিরে (কার্শিয়াংএ অথবা পশ্চিমে) কাটাতে পারি। আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হ'ব।

ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

পুনঃ—খবর কাগজে দেখলাম যে Madame Zaghlul তাঁহার পরলোকগত স্বামী জগলুল পাশার কর্ম্মভার নিজে গ্রহণ করেছেন। Madame Sun-yat-Sen বহুকাল যাবৎ তাঁহার মৃত স্বামীর কাজ করে আসছেন। সমগ্র Egyptian জাতি Madame Zaghlul কে "মা" বলে গ্রহণ করেছে—তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই হতভাগ্য!

১০৬

38/1, Elgin Road
Calcutta.
২০।১০।২৭
বৃহস্পতিবার

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

পরশুদিন শিলং থেকে রওনা হবার সময়ে আপনার চিঠি পেলাম। কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। মেজদাদা, বৌদিদি প্রভৃতি এখনও আসেন নাই—আগামী রবিবার অথবা সোমবার এখানে আসবেন। নেডুর জ্বর হওয়াতে তাঁরা আটকে পড়েছেন। আমি ও মীরা সঙ্গে এসেছে। মা, বাবা এখানে আছেন—বোধ হয় ১লা নভেম্বর নাগাদ কটক যাবেন।

বিধান বাবু আগামী রবিবার বা সোমবার এখানে আসবেন। আপনি ওখানে আর কতদিন থাকবেন? এখানকার ও শিলং এর খবর এক রকম ভাল। যেদিন শিলং থেকে রওনা হই তার পূর্ব্বেই নেডুর জ্বর ছেড়ে গিছল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

১০৭

38/1, Elgin Road
Calcutta.
২৪।১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আজ সকালে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে সকলে ভাল আছেন।

মেজদাদা, মেজবৌদিদি, ও বাকী ছেলেমেয়েরা আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নেড়ার আর জ্বর হয় নাই। সে ভাল আছে কিন্তু বড় দুর্ব্বল। ডাঃ রায়ও আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কাল আসিবেন—একথা শুনিতেছি।

বৈকালে সত্যেন বাবু, কিরণ বাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইবে। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।

ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

১০৮

C/o S. K. Basu Esq.
E. Road,
Jamshedpur.
3-10-28

শ্রীচরণেষু

মা, এখানে কাল এসে পৌঁছেছি।—একরকম ভাল আছি। আজ রাত্রে নাগপুর রওনা হচ্ছি—৯ই তারিখে ফিরব। কলিকাতায় বোধ হয় ১২ তারিখ নাগাদ পৌঁছিব। আপনারা কেমন আছেন? পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—
সেবক
সুভাষ

১০৯

C/o S. K. Basu Esq.
E. Road.
Jamshedpur,
১৫।১০।২৮
সোমবার

শ্রীচরণেষু—

মা, শুনলুম যে কাগজে বেরিয়েছে যে আমি ১৬ তারিখে পুরুলিয়া যাচ্ছি। খবর কোথা থেকে বেরিয়েছে আমি জানি না—কারণ যাওয়ার স্থিরতা এখনও নাই। এ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা যাবার ইচ্ছা আছে এবং যাওয়ার পথে পুরুলিয়া যাবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু বেশীদিন থাকা সম্ভব নয় কারণ কলিকাতা থেকে যে চিঠি পেয়েছি—তাতে শীঘ্রই ওখানে যাওয়া দরকার। এখন ভয় হচ্ছে যে পুরুলিয়ায় গেলে সেখানে আটকে যাব এবং বেশী দেরী হয়ে যাবে। তাই এখন ভাবছি যে সোজা কলিকাতায় চলে যাব কি না। যা হোক্ পুরুলিয়ায় যাওয়া যদি স্থির করি তবে টেলিগ্রাম করে জানাব।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমি একপ্রকার ভাল আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

ইতি—
সেবক
শ্রীসুভাষ

১১০

1, Woodburn Park.
7.11.28

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আজ দিল্লী থেকে ফিরেছি। ভালই আছি। রাত্রে রওনা হচ্ছি—জামসেদপুরে। সেখানে এক সপ্তাহ থাকব। ওখানকার খবর কি? সুধীর বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—শরীর বেশ ভাল হয়েছে। আমার ঠিকানা 27 E Road, Jamshedpur। ওখানে কতদিন থাকবেন?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

ইতি—
আপনাদের সেবক
সুভাষ

১১১

C/o Dr. Bidhan C. Roy
Shillong
১৬।৬।২৯

মাগো, আজ আমি এখানে। এখানে আসার পর শারীরিক বিশ্রাম পেয়েছি কতকটা। কিন্তু চিন্তার অবসর পাই নাই। চিন্তার অবসর পাওয়া খুব দরকার। ঝড়ের মত চলেছি—কোথায় চলেছি, শুভের দিকে না অশুভের পশ্চাতে—তা বোঝা দরকার। তা ছাড়া আত্মপরীক্ষাও করা দরকার এবং বেশী অবসর না পেলে আত্মপরীক্ষা করা যায় না।

মা, তুমি আজ আমাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করিও। জানি আমি, তোমার আশীর্ব্বাদ দিবানিশি অযাচিত ভাবে আমার উপর বর্ষিত হইতেছে; তথাপি আমি বলিতেছি, আজিকার দিনটা আশীর্ব্বাদ করিও; এ আশীর্ব্বাদের আর একটা অর্থ আছে।

মা, আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অপদার্থ সন্তান। তোমার ভালবাসা আমাকে মনুষ্যত্বের দিকে টানিয়া লইতেছে। মা, আশীর্ব্বাদ করিও জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত মাকে পেয়ে আবার জীবন আমি যেন ধন্য করিতে পারি।

আমার সেবা-জীবনে যিনি একাধারে আমার বন্ধু, সখা ও গুরু ছিলেন—তিনি আজ নাই। আজ আমি যে একেবারে কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয় আজ তুমি। অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে, নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে—সব হারাইলেও যেন কোনও দিন তোমার স্নেহ আমি না হারাই।

আর, চিন্তা করিয়া বলিও—কোন পথে চলিব।

ইতি—

নিতান্ত অপদার্থ অথচ অশেষ
স্নেহভাজন সেবক
সুভাষ

১১২

শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবীকে লিখিত

1, Woodburn Park.
Calcutta.
কলিকাতার পথে
২৬।১০।২৯

ভগিনী সমানাস্থু,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—পাঠ করিয়া এক সঙ্গে আনন্দ ও ব্যথা পাইয়াছি। উত্তর ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আজ প্রায় ১০ দিন হইল চক্রের মত ঘুরিতেছি। আজ দিল্লী হইতে কলিকাতা যাওয়ার পথে উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি—কারণ কলিকাতায় নামিলে কি অবস্থা হইবে জানি না—খুব সম্ভব পত্র দিবার অবসর পাওয়া সহজ হইবে না। আপনি যখন আমাকে পত্র দেন তখন মা পুরুলিয়ায়—অথচ আপনি সে খবর পান নাই।

আমি শৈশব হইতে স্বভাবতঃ বড় লাজুক—এখনও তাই—সভা সমিতিতে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও। লোকে মনে করে আমি অহঙ্কারী। আমি আর যাহা হই না কেন—অহঙ্কারী নহি—কারণ আমি জানি যে অহঙ্কার করিবার মত আমার কিছু নাই। আমি যেখানে নিজেকে ধরা দিই—সেখানে ভাল করেই ধরা দিই। আপনাদের সকলকে আমি কি চক্ষে দেখি তা আপনারা জানেন।

পাঞ্জাবের লোকেরা এবার আমার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা, কৃপা ও সম্মান সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন। যতীন দাসের আত্মবলিদানই ইহার জন্য দায়ী। বাস্তবিক এখন যেন পাঞ্জাবের আবহাওয়া একেবারে বদলিয়া গিয়াছে।

আমার কার্য্যসূচী এখন এতটা অনিশ্চিত যে পুরুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কি না জানি না—আশা তো খুবই কম।

আমার ভালবাসা ও বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন—ভাস্কর বাবুকে জানাইবেন—এবং শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম দিবেন। ছেলেদেরও আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

আপনাদের

সুভাষ

পুনঃ—কলিকাতায় ফিরেছি। গ্রেপ্তার কেহ করে নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট bail এ খালাস করেছে।

সুভাষ

২৭।১০।২৯

১১৩

পরবর্ত্তী ছয়খানি পত্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

BENGAL PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE

TELEGRAPHIC ADDRESS ....

"BIPISEESEE" CALCUTTA......19

PHONE NO. 2952, BARABAZAR ৫।১১।২৯

NO........ ....

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, কাল আমি দিল্লী থেকে ফিরেছি—সেখানকার খবর সংবাদ পত্রে সব পেয়েছেন—নিশ্চয়ই। জহরলাল এবার মহাত্মার পাল্লায় পড়ে Independence ত্যাগ করলে।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? ওখানে এখন কে কে আছেন?

এদিকে বেশ যুদ্ধের আয়োজন চলছে—১৬ই এবং ১৭ই নভেম্বরে নির্ব্বাচন। সেনগুপ্ত সাহেব ও তাঁর দল প্রাণপণ করে চেষ্টা করছেন আমাদের বি. পি. সি. সি থেকে তাড়াতে। দেখা যাক্ কি হয়। আমরা বোধ হয় হারবনা। একরকম ভালই আছি। আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং সকলকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—
আপনাদের সেবক
সুভাষ

১১৪

1, Woodburn Park,
Calcutta
৯।১২।২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

মাগো, অনেকদিন আপনাকে পত্র দিতে পারি নি। কিছুকাল যাবৎ খুব বেশী রকম ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বোধ হয় কারা-মুক্তির পর এত ঝঞ্ঝাট কোনও দিন আসেনি। সর্ব্বদা আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে ঘিরে রেখেছে—এই অনুভূতি আমার অশেষ সান্ত্বনা ও শক্তির আকর। আমার এই বিপদের সময়ে আপনি না থাকলে আমার কি অবস্থা হ'ত জানি না। কিন্তু যদিও আপনার Presence এর অনুভূতি সর্ব্বদা পাই, তবু কাছে যেতে খুবই ইচ্ছা করে—এ কথা বলা বাহুল্য। কবে যেতে পারব জানি না।

এবার Central Provinces-এ গিয়ে তরুণদের মধ্যে বেশ Propaganda করে এসেছি। মাঝখানে আমার অনুপস্থিতির সময়ে আমাকে Trade Union Congress এর President করে দিয়েছে।

সেনগুপ্তের দল আমাদের অপদস্থ ও বিধ্বস্ত করবার জন্য বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—এখনও কৃতকার্য্য হতে পারেনি। এখন আমাদের dispute পণ্ডিত মতিলালের হাতে। যদিও আমরা election এ অন্যায় কিছু করি নি। তবুও কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে পণ্ডিতজী সেনগুপ্তকে সমর্থন ক'রে, Sylhet এর, B. P. C. C. র এবং A. I. C. C র নির্ব্বাচন নাকচ করবেন।

জেলখানায় কখন্ যাওয়া উচিত তাই ভাবছি—বড় দিনের আগে না পরে? আশা করি Conviction হবেই। উপর থেকে যদি অনুরূপ Policy চলে তা' হ'লে কি হবে বলতে পারি না—তবে General amnesty র বিশেষ আশা আমি রাখি না।

যাক্ শুক্‌নো রাজনীতির কথা লিখে আর কি হবে? দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত—অনেক কথা ছিল কিন্তু উপায় দেখছি না যাবার।

আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে মানুষ করে তুলুক ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। মানুষ হতে বুঝি আর পারলুম না।

আমাদের এই বিপদের সময়ে ডাঃ রায়ের কাছে আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছিনা। নির্ম্মলবাবু অনেকটা করেছেন।

আপনার শরীর কেমন? ওখানে সকলে কেমন আছেন?

ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ।

১১৫

লাহোরের পথে
২৪।১২।২৯

শ্রীচরণেষু—

মাগো, কিছুকাল যাবৎ—আপনি কলিকাতা ছেড়ে যাবার পর নানা প্রকার অশান্তি ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছি। প্রত্যহ ইচ্ছা হয় একবার আপনার কাছে যাই—এবং আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া আসি। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়। কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করা কত কঠিন। তবে আপনার স্নেহাশীষ আমাকে ঘিরিয়া আছে—এই অনুভূতি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যখন মনটা খুবই ক্লান্ত হইয়া পরে তখন আপনার স্নেহাশীষ আবার আমায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। সত্যি সত্যি, আমার জীবনে আর অন্য কোনও সম্পদ বা ভরসা নাই। যাহা করিতেছি—তাহা ঠিক করিতেছি কি না জানিনা—আপনি আমায় পথ দেখাইয়া সত্যের পথে রাখিবেন। আমার শত দোষ ত্রুটী ও অযোগ্যতা যেন আপনার আশীর্ব্বাদের বলে আমি ত্যাগ করিতে পারি। আর কি লিখিব—লাহোরের পথে চলিতেছি। সেখানে কি হইবে জানি না।

বার বার আমায় পরাভূত করিবার জন্য শত্রুপক্ষেরা দল বাঁধিয়াছে—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। অদৃশ্য শক্তির বলে আমিও বার বার তাদের ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। তবে মনে রাখিবেন সন্তানের জয় মানে মায়ের জয়; সন্তানের পরাজয় মানে মায়ের পরাজয়।

আপনার অযোগ্য সন্তান

সুভাষ

১১৬

1, Woodburn Park,
Calcutta
6/1/30

শ্রীচরণেষু—

মা,

আমি আজ সকালে এখানে ফিরেছি। আজই আবার মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়েছে।

অনেকদিন আপনার ও অন্যান্য সকলের কোনও খবর পাই নি। আপনারা সকলে কেমন আছেন ?

আমি ভালই আছি। এ দিকে আসবার কি কোনও সম্ভাবনা আছে ?

ইতি—
আপনাদের সেবক
সুভাষ

১১৭

Alipore Court
২৩।১।৩০

শ্রীচরণেষু

মা, আপনার সব চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালের জন্য সময় মত উত্তর দিতে পারি নাই। আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে। আমরা সকলে ভাল আছি—বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা

করব—রাজমন্দিরের দিকে। আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে সর্ব্বদা ঘিরে রাখবে—এ আমার অন্তরের বিশ্বাস। আপনার শরীর খারাপ শুনে বড় চিন্তিত হয়েছি। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় এসে ডাঃ রায়কে চিকিৎসা করতে দিবেন। এ আমার একান্ত অনুরোধ—এ কথা রাখবেন।

ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

১১৮

1, Woodburn Park
Calcutta.
7.11.30

শ্রীচরণ কমলেষু

মা, আপনার পত্রগুলি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি বোধ হয় রাগ করেছেন অথবা দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না—কারণ আমার স্বভাব আপনি জানেন। উত্তর তাড়াতাড়ি সব সময় দিতে পারি না।

আপনারা কেমন আছেন। আমি এক রকম ভাল আছি—যদিও মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করতে পারি না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতার বাহিরে যেতে পারি নাই। আপনি কবে আসছেন?

ইতি
আপনাদের সেবক
সুভাষ

১১৯

পরবর্ত্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

C/o D.I.G.I.B.C.I.D.
13, Lord Sinha Road, Calcutta
The Penitentiary
Madras.

সোমবার, ২৯শে আগষ্ট। (১৯৩২)

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। ১১ তারিখে পত্র পাই—উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। সঙ্গেকার সব চিঠিও পাইয়াছি—তবে অমির চিঠির অনেকাংশ কাটা—এই অবস্থায় পাই। অন্য কোনও চিঠির কোনও অংশ কাটা হয় নাই।

নীলরতন বাবু ও বিধানবাবু এখানে পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাইবেন। হাঁসপাতালে পরীক্ষা হইয়াছিল। তাঁদের সঙ্গে আরও দুইজন সরকারী ডাক্তার ছিলেন—ডাঃ স্কিনার এবং কেশব পাই। সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁদের মত এই—

(১) যক্ষ্মার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) পেটের মধ্যে একটা গোলমাল আছে—হয়তো এপিণ্ডিসাইটিস্।

(৩) অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত।

(৪) সুইটজারল্যাণ্ডে—অথবা ভারতবর্ষে ভাওয়ালিতে স্যানিটোরিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। জেলে থাকিলে রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বিস্তৃত সংবাদ ডাক্তারদের কাছেই পাইবেন—তবে আমি কেবল সারমর্ম্ম দিলাম। এখন আবার সরকার বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষায় কিছুকাল বসিয়া থাকিতে হইবে।

এখানে এখনও গরম আছে। খাওয়া দাওয়ার অবস্থা পূর্ব্বেকার মত। পেটের অবস্থা ভাল না হইলে আহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এখানকার পানীয়জল মোটেই ভাল নয়।

৺পুরীধাম থেকে বাবার চিঠি পাইয়াছি—১২ তারিখের পত্র। আমি ১৬ই আগষ্টে বাবাকে পত্র দিয়াছি—আশা করি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে।

অমির ২২শে তারিখের পত্র সি. আই. ডি. আফিসে আটক হইয়াছে। সঙ্গে গীতার যে পত্র ছিল তাহা কিন্তু পাইয়াছি। অমির পূর্ব্বেকার পত্র (৩রা তারিখের) অনেকাংশ কাটা এই অবস্থায় পাই।

স্নেহের অমি, মীরা, নেড়ু ও গীতা—তোমাদের সকলের পত্র আমি পাইয়াছি। বোধ হয় মীরা ও নেড়ু একখানি পত্র লিখিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার জেল জব্বলপুরের চেয়ে আকারে ছোট—কিন্তু ঘর-বাড়ীগুলি তদপেক্ষা ভাল। আমি দোতালায় থাকি। ঘরগুলি খুব ছোট—একজনের থাকার মত—ইংরাজীতে যাকে বলে "সেল"। তবে আমি সমস্ত দিনরাত বারান্দায় পড়িয়া থাকি। জন্তু জানোয়ার এখানে আনিতে পারি নাই এবং স্থানাভাবের জন্য এখানে জোগাড় করি নাই। জব্বলপুরে যেমন একেবারে আলাদা yard পাইয়াছিলাম এখানে সেরকম নয়। কাজেই স্থানাভাব। এখানে রান্নার হাঙ্গামা নাই—কারণ আমি যা খাই তার জন্য রান্না করিতে হয় না। stove-এর সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া যায়। এখানে অধিকাংশ সময় লেখাপড়া করিয়া কাটে—তার জন্য কিছু বইও কিনিতে হইয়াছে।

এখানে আসবার পর মেজদাদাকে যে চিঠি দিই—অনেকদিন পরে তার উত্তর পাইয়াছি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তার প্রত্যুত্তরও দিয়াছি।

এক জায়গায় বেশীদিন থাকিলে শেষটা বড় একঘেয়ে লাগে। তখন অন্য জায়গায় গেলে প্রথমটা একটু ভাল লাগে। তারপর আবার একঘেয়ে ভাব ফিরিয়া আসে। জেলখানায় সময় কাটাইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় অবিরাম পড়াশুনা করা।

গীতার বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল। দেখছি নেড়ানেড়িদের ভয়ানক চিন্তা হয়েছে—ভায়ের নাম কি রাখা হবে। যখন সকলে একমত হতে পারছে না—তখন এক কাজ করলে মন্দ হয় না। সবকটা নাম রেখে দেওয়া হোক—সে নিজে বড় হয়ে একটা বেছে নেবে পছন্দমত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। অক্ষয় লিখেছে যে সে এখানে আসতে চায়—দেখা করতে। তাকে বারণ করবেন আসতে। মিছিমিছি এতদূর আসার দরকার কি?

বাবামার শরীর কেমন আছে? এখানে আর কতদিন থাকতে হবে জানি না। যদি মধ্যে মধ্যে কেহ জব্বলপুরে যেতে পারেন, তা হ'লে ভাল হয়। মেজদাদা সেখানে বড় একলা বোধ করবেন। অক্ষয় এখানে না এসে বরং জব্বলপুরে যাক।

ইতি
সুভাষ।

১২০

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দ্রাজ

১লা অক্টোবর। (১৯৩২)

শনিবার

পরম পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ২রা সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ১০ তারিখে পাই এবং ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র আমি ৩০শে তারিখে (অর্থাৎ গতকল্য) পাই।

আমার সহিত কেহ দেখা করিতে আসিবে শুনিলে মনটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে। মোটকথা কাহারও আসাটা আমি পছন্দ করি না। তাই অক্ষয় যখন লিখিল সে আসিতে চায়, আমি বারণ করিয়া পাঠাইলাম। মাঝখান থেকে পুলিশ মহোদয়গণ অনুমতি না দেওয়াতে সব মীমাংসা হইয়া গেল। সেদিন খবর পাইলাম যে বড়দাদা আসিতে চান তাই আমি আসিতে বারণ করিয়াছি। এখানে কতদিন আছি তা জানি না হয়তো শীঘ্রই স্থানান্তরিত হইব। সুতরাং মিছামিছি এতদূর আসিবার কোনও হেতু দেখি না। কোনও স্থানে পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলে তখন বরং আসিতে পারেন। এইরূপ লিখিয়াছি।

এখানে কোনও চিকিৎসা আরম্ভ হয় নাই—তা হইতে পারে না। খাওয়া দাওয়া পূর্ব্বের মতই। আহারের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিলে আবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ওজন ক্রমশঃ আরও কমিতেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একরকম নিরুপায়; আমার সম্বন্ধে যাহাতে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হয় তার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ফল কিছু হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে

কাগজে লিখিয়াছিল যে ভাওয়ালীতে পাঠাইবে। আজ পর্য্যন্ত সরকারী হুকুম কিন্তু আসিল না।

এখানে আসিবার পর দিদিকে পত্র দিতে পারি নাই বা দিদির কোনও পত্র পাই নাই। মা লিখিয়াছেন যে হয়তো দিদিরা কটকে যাইবেন কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে আপাততঃ গোরক্ষপুরেই থাকিবেন।

গত সোমবার মাকে পত্র দিয়াছি কটকের ঠিকানায়। গত ৮ই তারিখে বাবাকে পত্র দিয়াছি। বাবার পত্র পাইয়াছি—১৭ই তারিখের। মেজদাদার ২রা তারিখের পত্র বাবা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁর পত্রের সঙ্গে।

নতুন মামাবাবুকে খবর দিবেন যে তিনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছেন তাহা আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বড়দাদার ১৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রও কাল পাইয়াছি।

জ্বর পূর্ব্বের মতই প্রত্যহ হইতেছে। এখানে এখনও বেশ গরম। বর্ষা এখনও নামে নাই।

আপনার জব্বলপুর যাওয়ার খবর আমি এখানকার কাগজে পাই। তারপর আপনার ষ্টেটমেণ্টও এখানকার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক মাসে কেহ জব্বলপুরে দেখা করিতে যান তার ব্যবস্থা করবেন।

গোপালী কতদিনের ছুটি পাইয়াছে? স্নেহের মীরা, নেড়ু ও গীতার পত্র পাইয়াছি। নেড়ুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি কিন্তু এবার নেড়ু ছাড়া আর কেহ লিখে নাই কেন? গীতা জানিতে চায় এখানকার জেল কয়তলা! সে বুঝি এখানে আসিয়া থাকিতে চায়? এখানকার বাড়ীগুলি দুইতলা এবং মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থাও এ জেলে আছে। এখানকার জেলে জায়গা খুব কম—বেড়াইবার তেমন

সুবিধা মোটেই নাই। ঘরগুলি ছোট তবে হাওয়া খেলে এবং একটা সরু লম্বা বারান্দা আছে। আমি অধিকাংশ সময় বারান্দায় থাকি। নেড়ুর পরীক্ষার ফল শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু তাহাকে প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে।

সেজ বৌদিদিরা কেমন আছেন ও আছে? ছোট দাদারা ভাল আছেন আশা করি। নদাদার খবর অনেকদিন পাই নাই।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। কনিষ্ঠদের ভালবাসা দিবেন।

ইতি

শ্রীসুভাষ।

ব্যক্তি-পরিচয়

নাম	পত্র-সংখ্যা	পরিচয়
অপর্ণা দেবী—	৯৯ ;	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা
অরুণা—	৮৪, ৮৯ ;	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
অশোক—	৮৪, ৮৮, ৮৯, ১০০ ;	শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র
কনক—	৭৯ ;	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা
কিরণবাবু—	১০৭ ;	কিরণশঙ্কর রায়
গিরিজাপ্রসন্ন—	৯২ ;	গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল
গীতা—	১১৯ ;	শরৎচন্দ্র বসুর কন্যা
গোপালী—	৩, ৮৫ ;	জানকীনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র
গোরা—	৮৪ ;	সুভাষচন্দ্রের ভাগিনেয়ী
গোস্বামী, তুলসীবাবু –	১০৪, ১৪৫ ;	তুলসীচন্দ্র গোস্বামী
চারু—	৪৯, ৬৩ ;	চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, নেতাজীর সহপাঠী
ছায়া—	১০০ ;	সুধীরচন্দ্র বসুর কন্যা
ছোটদাদা—	৩, ৫ ;	ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু
জষ্টিস দাস—	৯৭, ৯৯ ;	প্রফুল্লরঞ্জন দাস
ডাঃ রায়, বিধানবাবু—	১০৪, ১০৭, ১১৩, ১১৯ ;	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
দত্তগুপ্ত—	৫১, ৫৩ ;	হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত
দাদা—	১৪ ;	সতীশচন্দ্র বসু
নদাদা—	১২ ;	সুধীরচন্দ্র বসু
নবৌদি—	১০০ ,	সুধীরচন্দ্র বসুর পত্নী
নির্ম্মলবাবু—	১১৩ ;	নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র
নীলরতনবাবু—	৩, ১১৯ ;	ডাঃ নীলরতন সরকার
নেড়া, নেড়ু—	১০৫, ১০৯, ১০৭, ১১৯ ১২০ ;	শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র
পলি—	৭৯ ;	জানকীনাথ বসুর পঞ্চমা কন্যা
প্রফুল্লদা—	৪৯ ;	ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ
বীর—	১০০ ;	ভৃত্য

নাম	পত্র-সংখ্যা	পরিচয়
বেণীবাবু—	১৪, ৫০ ;	বেণীমাধব দাশ, নেতাজীর স্কুলের শিক্ষক
বৌদিদি—	৩, ৮৭, ১০৫ ;	সতীশচন্দ্র বসুর পত্নী
ভাস্করবাবু—	৯৭, ১১২ ;	ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কনিষ্ঠ জামাতা
ভোম্বল—	৭০ ;	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র, চিররঞ্জন দাস
মিনু—	৯৯ ;	চিররঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা
মীরা—	৮৯, ১০৬, ১১৯ ;	শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা
মেজদাদা—	৮, ৮৭, ৮৯, ১০৫, ১০৭ ;	শরৎচন্দ্র বসু
মেজবৌদিদি—	৩, ১০৭ ;	শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী, বিভাবতী বসু
মোবার্লী—	৯২ ;	ভারত গভর্ণমেন্টের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব
যুগলদা—		যুগলকিশোর আঢ্য
লালমামীমা—	৭৯ ;	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী
সত্যেনবাবু—	৯১ ;	সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
সত্যেন মামা—	১৪ ;	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সারদা—	১, ৬ ;	পরিচারিকা
সুধীরবাবু—	১০৩, ১১০ ;	সুধীরচন্দ্র রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠ জামাতা
সুনীতিবাবু—	৪৮, ৪৯, ৫৩ ;	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুরেশদা—	১৯, ৩৮, ৪৯ ;	ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সুহৃদ—	৫২ ;	সুহৃদচন্দ্র মিত্র
সেজবৌদি—	৭৯ ,	সুরেশচন্দ্র বসুর পত্নী
সেনগুপ্ত—	১০৫, ১১৩ ;	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
Big five—	১০৫ ;	কিরণশঙ্কর রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ, বিধানচন্দ্র রায় ও শরৎচন্দ্র বসু